NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

বালকের মৃত্যুতে চাঞ্চল্য বুদবুদে ৫

কলকাতা ৫ জুলাই ২০২৪ ২০ আষাঢ় ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 5.7.2024, Vol.18, Issue No. 26 8 Pages, Price 3.00

গর্বিত দেশনায়ক...

দেশে ফিরেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ বিশ্বজয়ীদের

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই: টি-২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দলের সঙ্গে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার প্রায় ঘণ্টাখানেক মোদির বাসভবনে ছিল ভারতীয় দল। সেখানে গোটা দলের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীকে। প্রকাশ্যে এসেছে সেই আলাপচারিতার ভিডিও।

ঘূর্ণিঝড় হ্যারিকেনের তাণ্ডব সামলে বৃহস্পতিবার ভোরে দেশে ফেরে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। বিমানবন্দর থেকে দিল্লির হোটেলে বিশ্রাম নিতে যান তাঁরা। সেখান থেকে সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ বেরিয়ে মোদির সঙ্গে দেখা করতে যায় গোটা ভারতীয় দল।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ৭ লোক কল্যাণ মার্গে পৌঁছন তাঁরা। সেখানে মোদির সঙ্গে প্রাতঃরাশ সারার কথা ছিল ভারতীয় দলের।

সকাল এগারোটা নাগাদ বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন মোদি। বেশ কিছুক্ষণ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে সময় কাটান রোহিত শর্মারা।

চ্যাম্পিয়ন লেখা বিশেষ জার্সি পরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যায় মেন ইন ব্লু। ট্রফি হাতে মোদির সঙ্গে ছবিও তোলেন ভারতীয় দলের সদস্যরা। মোদিকে বিশেষ চ্যাম্পিয়ন জার্সিও উপহার দেওয়া হয়েছে ভারতীয় দলের তরফে। দুপুর ১টা নাগাদ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন থেকে বেরিয়ে দিল্লি বিমানবন্দরে চলে যান বিরাট কোহলিরা। সেখান থেকে মুম্বই উড়ে যায় গোটা দল।

একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, দীর্ঘ আলাপচারিতায় বিশ্বকাপের নানা ম্যাচ নিয়ে বিস্তারিত জানতে চেয়েছেন মোদি।

বিশেষ কিছু শট, নজরকাড়া কয়েকটি ক্যাচ নিয়েও মন্তব্য করেন। এমনকি কোন ক্রিকেটার কোন শট ভালো খেলেন সেটাও জানেন প্রধানমন্ত্রী। ক্যারিবিয়ানভূমে বিশ্বকাপ খেলতে গিয়ে কেমন চ্যালেঞ্জের বাউন্সার সামলাতে হয়েছে, সেই নিয়েও জিজ্ঞাসা করেন। প্রধানমন্ত্রীর মতে, এই বিশ্বকাপ জয় আগামী দিনে আরও সাফল্যের পথে এগিয়ে দেবে ভারতীয় দলকে।

বেসরকারি কাজে ব্যবহার নয় রবীন্দ্র সরোবর এলাকা: হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবীন্দ্রসরোবর লেক এলাকা কোনও বেসরকারি কাজে ব্যবহার করা যাবে না। বৃহস্পতিবার এমনই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এর পাশাপাশি রবীন্দ্রে সরোবরে ক্রিকেট লিগের আয়োজনও আপাতত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, পরবর্তী শুনানির আগে লেকে 'সেলিব্রিটি ক্রিকেট প্র্যাকটিস' বন্ধ রাখতে হবে। প্রসঙ্গত, সরোবরের একটা বড় অংশে সেলিব্রিটি ক্রিকেট প্র্যাকটিস হবে বলে নোটিস দেওয়া হয়েছিল। তার জন্য অনেক গাছও কেটে ফেলা হয় বলে অভিযোগ। সেই মামলায় প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের বেঞ্চে ছিল মামলা হয়। যার শুনানি ছিল বৃহস্পতিবার। এদিন এই মামলায় রাজ্যকে হলফনামা দেওয়ার নির্দেশও দেয় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। আগামী ২৫ জুলাই হবে মামলার পরবর্তী শুনানি। ততদিন পর্যন্ত সরোবরের ওই প্রজেক্টের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ থাকবে।

চুক্তিভিত্তিক শিক্ষাকর্মীদেরও অবসরকালীন ভাতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিক্ষা দপ্তরের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের একাকালীন অবসরভাতা বাড়ছে। ২-৩ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে হল ৫ লক্ষ টাকা। এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে একথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। চলতি বছরের ১ এপ্রিল থেকে এই বর্ধিত ভাতা কার্যকর হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, 'এই সুবিধা পাবেন প্যারা টিচার, অ্যাকাডেমিক সুপারভাইজার, চুক্তিভিত্তিক উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষক এবং এস.এস.কে, এম.এস.কে-র শিক্ষাকর্মীরা।' এরফলে উপকৃত হতে চলেছে হাজার হাজার চুক্তি ভিত্তিক শিক্ষা কর্মীরা। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুসারে অর্থ বিভাগ চুক্তিভিত্তিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক, প্যারা শিক্ষক, এসএসকে এবং এমএসকে শিক্ষক, একাডেমিক সুপারভাইজার, আশা কর্মী, অবৈতনিক স্বাস্থ্যকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি সহায়ক, নাগরিক স্বেচ্ছাসেবক, গ্রাম পুলিশ স্বেচ্ছাসেবকদের ভাতা ছিল ৩ লক্ষ টাকা। এবার তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৫ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে, অ্যাকাডেমিক সুপার ভাইজারদের অবসরকালীন ভাতা ছিল ১ লাখ টাকা। এবার তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৫ লক্ষ টাকা। চলতি বছর ১এপ্রিল থেকেই এই সুবিধে পাওয়া যাবে। এদিন এই কথা ঘোষণা হতেই আনন্দিত চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীরা।

গণতন্ত্র রক্ষার পক্ষে সওয়াল

বিদ্বজ্জনদের সঙ্গে চা-চক্রে ক্ষোভপ্রকাশ করলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের সদস্যদের সঙ্গে বৃহস্পতিবার বিকেলে আলোচনায় বসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আলিপুরের 'সৌজন্য' প্রেক্ষাগৃহে এদিন ওই সংগঠনের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করেন তিনি। রাজ্যের সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই মঞ্চের বক্তব্য ও ভাবনা শোনেন মুখ্যমন্ত্রী। লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকেই দেশ বাঁচাও, গণতন্ত্র বাঁচাও মঞ্চের তরফে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে একাধিক সভা, মিছিল করা হয়েছিল। দেশে গণতন্ত্রকে বাঁচানোর লক্ষ্যে নাগরিক হিসেবে সঠিক কর্তব্য পালনের ডাক দিয়েছিলেন তাঁরা। বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে জেলা ও কলকাতায় একাধিক মিছিলও করেছেন।

এদিন আলিপুরের সৌজন্যে আলাপচারিতা শুরুর আগে গান ধরেন শিল্পী নচিকেতা চক্রবর্তী। মঞ্চের সদস্যরা একে একে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রীও কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করে তাঁদের পরামর্শ দিয়েছেন। যেভাবে গোটা রাজ্য জুড়ে তাঁরা ঘুরে বেড়িয়ে গণতন্ত্র রক্ষার পক্ষে সওয়াল করেছেন তার প্রশংসা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। অদূর ভবিষ্যতেও যাতে তাঁরা গণতন্ত্র রক্ষার পক্ষে দাঁড়ান সে-কথাও বলেন। মঞ্চের সদস্যরাও জানিয়ে দেন, দেশে গণতন্ত্র রক্ষার পক্ষে তাঁরা অভিযান চালিয়ে যাবেন। এতদিন পর্যন্ত যে বিষয়গুলি নিয়ে তাঁরা কথা বলেছেন, এর সঙ্গে যুক্ত হবে সময়োপযোগী আরও বেশ কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এদিন বিদ্বজ্জনদের একাংশের সঙ্গে এক চা-চক্রে গণপিটুনি বিরোধী বিল নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গণপিটুনি বিরোধী বিল পাশ হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায়। কিন্তু গত পাঁচ বছর ধরে তা রাজভবনে আটকে আছে। সূত্রের খবর, বিদ্বজ্জনদের ওই অংশের সঙ্গে আলাপচারিতায় মুখ্যমন্ত্রী ওই বিল নিয়ে আক্ষেপ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যে আইনটি চালু হলে হয়তো এত গণপিটুনির ঘটনা ঘটত না।

মুখ্যমন্ত্রী পদে তৃতীয়বার শপথ হেমন্ত সোরেনের

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই: দলের তরফে প্রথমে ঘোষণা করা হয়েছিল, আগামী রবিবার ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পদে তৃতীয় বার শপথ নিতে চলেছেন তিনি। কিন্তু, বৃহস্পতিবারই জেএমএম নেতা হেমন্ত সোরেন মন্ত্রগুপ্তির শপথ পাঠ করলেন ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণনের কাছে। বুধবার সকালে রাজ্যপাল আনুষ্ঠানিক ভাবে সরকার গড়ার আমন্ত্রণ জানান হেমন্তকে। তার পরেই জেএমএম নেতা সুপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'রবিবার হেমন্তের নেতৃত্বে নতুন জোট সরকার শপথ নেবে।' বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝাড়খণ্ড প্রদেশ

কংগ্রেস সভাপতি রাজেশ ঠাকুর এবং আরজেডি নেতা সত্যানন্দ ভক্তকে নিয়ে রাজভবনে গিয়েছিলেন হেমন্ত। তার পরে দল ও জোটের নেতাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন তিনি। সেখানেই জানানো হয়, বিকেলেই শপথ নেবেন জেএমএম প্রতিষ্ঠাতা শিবু সোরেনের পুত্র। প্রসঙ্গত, বুধবার সন্ধ্যায় রাজ্যপালের কাছে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন চম্পাই সোরেন। তার পরেই নতুন করে জেএমএম-কংগ্রেস-আরজেডি জোটের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার জন্য আবেদন জানান হেমন্ত। জেএমএম পরিষদীয় দলের বৈঠকে বুধবারই মুখ্যমন্ত্রী চম্পাইকে সরিয়ে হেমন্তকে ফেরানোর বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল বলে দলের একটি সূত্র জানাচ্ছে। ওই সূত্রের দাবি, হেমন্তের এই উদ্যোগে ক্ষোভ প্রকাশ করেন চম্পাই। তবে শেষ পর্যন্ত দলের সিদ্ধান্ত মেনে ইস্তফা দিতে রাজি হয়ে যান চম্পাই। বর্তমানে জেএমএমের শীর্ষপদে রয়েছেন হেমন্তের বাবা শিবু। হেমন্ত দলের কার্যকরী সভাপতি পদে। শিবু-পুত্রকে তৃতীয় বার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ দেওয়ার বিনিময়ে চম্পাইকে নতুন কার্যকরী সভাপতি করা হতে পারে বলে জল্পনা। গত ৩১ জানুয়ারি ঝাড়খণ্ডে জমি দুর্নীতি সংক্রান্ত বেআইনি আর্থিক লেনদেনের মামলায় হেমন্তকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি।

হাথরাস কাণ্ডে গ্রেপ্তার ৬ জন

লখনউ, ৪ জুলাই: হাথরাস কাণ্ডে অবশেষে সক্রিয় পুলিশ। দুর্ঘটনার প্রায় ৪৮ ঘণ্টা পর প্রথম গ্রেপ্তারি উত্তরপ্রদেশ পুলিশের। বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন জানিয়েছে, এই ঘটনায় এ পর্যন্ত মোট ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়া ৬ জনের মধ্যে ২ জন মহিলা এবং ৪ জন পুরুষ। ওই ৬ জনই সৎসঙ্গের 'সেবাদার' অর্থাৎ স্বেচ্ছাসেবী ছিলেন। ঘটনার পরই পালিয়ে যান এই ৬ জন।

হাথরাসের ওই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে একের পর এক বেনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ৮০ হাজার জনের জমায়েতে অনুমোদন দিলেও জানা যাচ্ছে, উপস্থিত ছিলেন আড়াই লাখেরও বেশি মানুষ। আরও অভিযোগ, আয়োজকরা ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টে যেমন সহযোগিতা করেননি তেমনই পদপিষ্টের ঘটনার পরে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টাও করেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, অনুষ্ঠান শেষ হলে একদল বেরিয়ে যেতে চান। বাকি দলটা উলটো স্রোতে হেঁটে এগিয়ে যান বাবার পায়ের ধুলো নিতে। এতেই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। আর তাতেই ঘটে যায় বিপত্তি।

এত কিছুর পরও নাকি এফআইআরে ভোলে বাবার নাম নেই। রয়েছে তাঁর 'মুখ্য সর্দার' অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ সহকারীর নাম। পুলিশ জানিয়েছে, ওই 'মুখ্য সর্দার' প্রকাশ মাধুকরকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা চলছে। তবে এ পর্যন্ত তাঁকে ধরা সম্ভব হয়নি।

উত্তরপ্রদেশ পুলিশ ঘোষণা করেছে, ওই মূল অভিযুক্তের সন্ধান দিতে পারলে ১ লক্ষ টাকা পুরস্কারও দেওয়া হবে। তাঁর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হবে বলেও জানিয়েছে পুলিশ।

হাথরসের ঘটনায় মঙ্গলবার রাতেই স্বঘোষিত গুরু 'ভোলে বাবা'র মুখ্য সেবাদারের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছিল পুলিশ। এফআইআরে নাম ছিল সৎসঙ্গের আয়োজকদেরও। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৫, ১১০, ১২৬ (২), ২২৩ এবং ২৩৮ ধারায় দায়ের হয়েছিল মামলা।

স্বজনহারাদের পাশে রাহুল

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই: হাথরাসে পদপিষ্টদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন রাহুল গান্ধি। এই কথা জানিয়েছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল। গত মঙ্গলবার হাথরাসের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পদপিষ্ট হয়ে ১২১ জনের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনা নিয়ে দেশজুড়ে চলছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। এহেন পরিস্থিতিতেই সেখানে স্বজনহারাদের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। কেসি বেণুগোপাল জানিয়েছেন, 'হাথরাসের ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। সেই জন্য হাথরাসে যেতে চাইছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। সেখানে গিয়ে আহত এবং স্বজনহারাদের সঙ্গে কথা বলতে চান।' তবে আপাতত লোকসভার অধিবেশন চলছে। তার মধ্যে কবে উত্তরপ্রদেশ যেতে পারবেন রায়বরেলির সাংসদ, সেই নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। কংগ্রেসের তরফে অবশ্য রাহুলের হাথরাসযাত্রা নিয়ে কোনও দিনক্ষণ প্রকাশ করা হয়নি।

শপথকাণ্ডে কাটছে জট, সমাধান জানালেন রাজ্যপালই

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিজস্ব প্রতিবেদন রাজ্যের দুই বিধায়কের শপথগ্রহণ নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে, বৃহস্পতিবার তার নিষ্পত্তি করে দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস নিজেই। জানিয়ে দিলেন, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রায়াত হোসেন সরকারের শপথগ্রহণে কোনও বাধা নেই। কারণ, ওই দায়িত্ব তিনি দিচ্ছেন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। তাঁর উপস্থিতিতে বিধানসভাতেই শপথ নিতে পারবেন দুই বিধায়ক।সংবিধান অনুযায়ী, ভোটে জেতার পর নবনির্বাচিত বিধায়কেরা শপথগ্রহণ করেন রাজ্যপালের উপস্থিতিতে। তিনি কাউকে এই কাজে নিযুক্ত করলে, তাঁর উপস্থিতিতেও শপথগ্রহণ সম্ভব। সেই নিয়ম অনুযায়ী ডেপুটি স্পিকারকে দায়িত্ব দিলেন রাজ্যপাল। স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, তিনি রাজভবন থেকে কোনও চিঠি পাননি। তাই এ বিষয়ে এখনই কিছু বলতে পারবেন না। তবে রাজভবন সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার কলকাতা ফিরে বিকেলেই রাজ্যপাল দুই বিধায়কের শপথের দায়িত্ব ডেপুটি স্পিকারকে দিয়ে দিয়েছেন।

শুক্রবার বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে। সেখানেই সায়ন্তিকারা শপথ নিতে পারেন। লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে এ বার রাজ্যের দুই বিধানসভা কেন্দ্র বরাহনগর এবং ভগবানগোলায় উপনির্বাচন হয়েছে। বরাহনগরে জিতেছেন সায়ন্তিকা। ভগবানগোলা থেকে জিতেছেন রায়াত।

কিন্তু এখনও তাঁরা বিধায়ক হিসাবে শপথগ্রহণ করতে পারেননি। বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করেছেন রাজ্যপাল। সেখানে সংবিধান ধরে ধরে দেখানো হয়েছে, বিধায়কদের শপথগ্রহণে রাজভবন এবং বিধানসভার কী ভূমিকা। তার পর রাজ্যপাল জানিয়েছেন, তিনি বিধায়কদের শপথ বাক্য পাঠ করানোর দায়িত্ব দিচ্ছেন ডেপুটি স্পিকারকে।এদিকে, আজই বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডেকেছেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভার বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করতেই এই বিশেষ অধিবেশন বলে তিনি জানিয়েছেন। দুপুর দুটোয় অধিবেশন শুরু হবে। তার আগে বেলা ১২ টায় বিধানসভার কার্যবিবরণী কমিটি বৈঠকে বসে অধিবেশনের কর্মসূচি স্থির করবে। বিশেষ অধিবেশনেই বরানগর ও ভগবানগোলার নবনির্বাচিত দুই বিধায়ককে শপথ নেওয়ানো হবে কিনা তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। অধ্যক্ষ এব্যাপারে স্পষ্ট ভাবে কিছু জানাননি। তিনি জানান, প্রত্যেক অধিবেশনে শপথের বিধি আছে। আজ নয় কাল শপথ হয়ে যাবে। আইন অনুযায়ী সমাধান হবে। বিধানসভা রাজ্যপালকে ছাড়া অসহায় নয়। এই বিশেষ অধিবেশনেই বরানগর ও ভগবানগোলার নবনির্বাচিত দুই বিধায়ককে শপথ বাক্য পাঠ করাতে পারেন স্পিকার। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যপালকে তীব্র আক্রমণ শানাতে দেখা গেল তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষকে। প্রসঙ্গত, গত সোমবার ৩টে পর্যন্ত সময় দিয়েছিলেন রাজ্যপালকে। সেই সময় অতিক্রান্ত। তবুও নীরবই ছিলেন তৃণমূলের কুণাল ঘোষ। বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডলে একটি হোটেলের ছবি দিয়ে কুণাল ঘোষ লেখেন, 'হোটেল তাজ প্যালেস, নয়াদিল্লির অকথিত কাহিনির নায়ক ভুলে যাচ্ছেন, আইনত চলতি শপথ বিতর্কে তাঁর ভূমিকা নেই। তিনি ছাড়াও সব হতে পারে। সৌজন্যকে দুর্বলতা ভাবা ভুল। যাদের বুদ্ধিতে চলছেন, তারা আপনাকে আরও ডোবাবে। বিধানসভার অধ্যক্ষের সাংবাদিক বৈঠকে নজর রাখুন।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০২/০৭/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৪৭ নং এফিডেভিট বলে Asad Ali Mallick S/o. Abbas Ali Mallick ও Asad Ali Mallik S/o. A. A. Mallik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৪৭৫ নং এফিডেভিট বলে Sushanta Ray S/o. Bishnupada Ray ও Susanta Roy S/o. B. P. Roy, Bishnupada Roy, Bishn Pada Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০৭/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Rathindra Mukherjee (old name) S/o. Suryakanta Mukherjee R/o. 4B, Pasupati Apartment, 4th Floor, Crooked Lane, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Rathin Mukherjee (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Rathindra Mukherjee & Rathin Mukherjee S/o. Suryakanta Mukherjee উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sujan Mukherjee.

নাম-পদবী

গত ২৮/০৬/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৭৪ নং এফিডেভিট বলে Samir Chatterjee ও Samir Kumar Chattopadhyay S/o. Prabhat Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৭/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৪২৬৫ নং এফিডেভিট বলে Samarendra Chattopadhyay ও Samar Chatterjee S/o. Gopi Raman Chattopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৪৬৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Samir Kumar Paul ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kalipada Paul ও K. Pal সাং আলিখোজা, মগড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৪৭২ নং এফিডেভিট বলে আমি Biren Karmakar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nitai Ch. Karmakar ও Lt. Netai Karmakar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি শেফালী খাতুন 28/6/24 এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমার কন্যা পরী খাতুন ও শেফালী খাতুন একই ব্যক্তি হইল। কন্যার আসল নাম পরী খাতুন।

নাম-পদবী

আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ডে, রেশন কার্ডে ও অন্যান্য নথীতে আমার নাম চিত্ত মোদক আছে। ৩/৭/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে চিত্ত মোদক ও চিত্তরঞ্জন মোদক একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম চিত্তরঞ্জন মোদক।

নাম-পদবী

আমি রমা কির্তনীয়া ভোটার কার্ডে আমার নাম রমা দাস কির্তনীয়া আছে। ৪/৭/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টের এফিডেভিটে রমা দাস কির্তনীয় ও রমা কির্তনীয়া উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম রমা কির্তনীয়া।

Change of Name

I, **Shanthala T P**, W/o H S Komalesha, residing at B 94, IIT Campus, Kharagpur PIN 721302, West Midnapore District (WB) have changed our minor son's name from **Mysore Komalesha Sathvik (M K Sathvik)** to **SATHVIK KANISHK** as declared before Notary Public on 11 January 2022 vide Affidavit IN-KA05534823276827U. **Mysore Komalesha Sathvik (M K Sathvik)** and **SATHVIK KANISHK** are the same and identical person.

সংশোধনী

গত ইং ০৯-০৫-২০২৪ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত "আমার মক্কেল শ্রী দেবাশীষ পান্ডা" বিজ্ঞপ্তি বিজ্ঞাপনে আমমোক্তার দলিলের রেজিস্ট্রির তারিখ ইং ২৪-০৬-২০২১ এর পরিবর্তে ২৪-০৫-২০০১ পড়তে হবে। ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

বিদ্যুত কুমার প্রতিহার
এ্যাডভোকেট
Enrol no.-WB/876/1985

E-TENDER

E- Tenders are invited by The Prodhan, Palashipara Gram Panchayat (Under Tehatta- II Panchayat Samity), Palashipara, Nadia, **Pin-741155. NIET NO. 02/15th CFC/ PPGP/2024-25(Tied),** visit **www.wbtenders.gov.in** Last date of submission **15/07/2024 up to 6p.m.** For details please contact to the Office.

Sd/- Prodhan,
Palashipara Gram
Panchayat.

নোটিশ

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রী নীরজ সিং, পিতা- স্বর্গীয় মনমোহন সিং মহাশয় গত ইংরাজী ২৭/১২/২০২৩ তারিখে এবং শ্রী সন্দীপ সিং, পিতা- স্বর্গীয় মনমোহন সিং মহাশয় গত ইংরাজী ০২/০১/২০২৪ তারিখে এবং শ্রীমতী মালবিকা চৌবে, স্বামী-শ্রী রবি কান্ত চৌবে মহাশয়া গত ইংরাজী ০৫/০৩/২০২৪ তারিখে শ্রী কুনাল সিং, পিতা-স্বর্গীয় মনমোহন সিং মহাশয়কে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার, খড়গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত ২৪৬ নং জে. এল. ভুক্ত শোলাডহর মৌজায় আর. এস. ১০০ নং খতিয়ানে যাহা এল. আর. ৫৪০ নং খতিয়ানে আর. এস. ও এল. আর ২৭৭ দাগে ৬.৪২ ডেসিমেল সম্পত্তি সহ আরও কতক সম্পত্তিতে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তৎপরে আমার মক্কেল শ্রী দীপক কুমার জয়সওয়াল, পিতা-শ্রী কানাইয়া লাল জয়সওয়াল মহাশয় উপরোক্ত আমমোক্তার শ্রী কুনাল সিং, পিতা- স্বর্গীয় মনমোহন সিং মহাশয়ের নিকট হইতে ৬.৪২ ডেসিমেল সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে আমাকে বা বি. এল. এণ্ড এল. আর. ও. খড়গপুর-১ নং মহাশয়কে লিখিত ভাবে জানাইতে অনুরোধ করা হইতেছে নতুবা কাহারো কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

Koushik Kar
Advocate
Enrolment No F- 839/1109 of 2014. Mob-7001931854

সন্ধান চাই

আমি হরিপদ রায় আমার **মাতা মিলন বালা রায়** গত ইং ২৫/০৬/২০০৬ তাং হইতে নিজ বাড়ি নবদ্বীপ পৌরসভার অন্তরগত ১৭ নং ওয়ার্ডের, হোল্ডিং নং-৬, কামার পাড়ালেন, দন্তবানীতলা, নবদ্বীপ নদীয়া থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়, সেই সময় (NABADWIP.P.S., G.D.E. No- 1104- DATE-25/09/2006) তে নিখোঁজ ডাইরি করা হয় ও আমরা নিজেরাও নানা জায়গায় অনেক খোঁজা খুজি করেও তাহার কোন সন্ধ্যান পাইনাই যদি কেহ সন্ধ্যান দেন বিশেষ উপকৃত হইবো।

M- 8588916620

NOTICE

TO WHOM IT MAY CONCERN OR RELATE

This is to bring to the notice of all concerned that my clients namely, (1) Birendra Kumar Saha, (ii) Sadhana Saha, being the owner of the school, namely 'SAHU MEMORIAL SCHOOL' situated at holding No. 61, B.L. No 6, ward No. 9, P.O. Kankinara, P.S. Jagaddal (previously), Bhatpara (currently), District North 24 Parganas, West Bengal, Pin Code 743126, do hereby state that the above named school was set up by them as an unaided private school, for imparting education to poor & needy students till class IV and the said school was not registered and/or affiliated under any board or authorities.

Further my clients vide Resolution / Declaration dated 23-05-2024 vide Ref No. SMS/2024/05-24/KNR-I, do hereby declare and resolve that the said school ceased to be operational from 01-04-2008 due to declining enrolment and from 01-04-2008 all classes and school-related activities (Student admission/ appointment of teachers/staff etc.) remain permanently closed.

Any individual or group or institution, whosoever having any claim, whatsoever upon the school or its management may contact me or my clients within 15 days of this publication, failing which no claim, whatsoever shall be entertained.

Dipanwita Nandy
Advocate
Barrackpur Court
Mob. No.- 6290693539

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৫ ই জুলাই, ২০ শে আষাঢ়, শুক্রবার। অমাবস্যা তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র ও বিংশোত্তোরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি। অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

বৃষ রাশি : আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি। কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন। দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

সিংহ রাশি : আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে। আপনার নামে নয়, এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহবর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন। পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন। দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

তুলা রাশি : অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি-অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন।যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

ধনু রাশি : ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

মকর রাশি : এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

মীন রাশি : বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আইটিসি লিমিটেডের সঞ্জীব কুমার জৈন এর নামে ইস্যুকরা শেয়ার সার্টিফিকেট(সমূহ) নং (গুলি) ২২৫৩০, ৮৮৭৪০ এবং ১৬৮৭১৩ সংশ্লিষ্ট জন্য ১০, ০৫ এবং ১৫ সাধারণ শেয়ার ডিস্টিংটিভ নং (গুলি) ৩৮৭২৫২৯১-৩৮৭২৫৩০০, ২৫২২৭৯১৬৭৬-২৫২২৭৯১৬৮০ এবং ৩৮৬৫১০২৪০৮-৩৮৬৫১০২৪২২ হারিয়ে/চুরি গিয়েছে বলে জানানো হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট চুরি যাওয়া সার্টিফিকেটগুলির অনুলিপি ইস্যুর জন্য কোম্পানির বিনিয়োগ পরিষেবা কেন্দ্র, আইটিসি লিমিটেড ৩৭, জে এল নেহরু রোড, কলকাতা : ৭০০০৭১ আবেদন জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেটগুলির অনুলিপি ইস্যুর ক্ষেত্রে কারও কোনও আপত্তি থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট শেয়ার সার্টিফিকেটগুলির কোনওরূপ লেনদেন বিষয়ে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তি

আমি, দীপক চৌধুরী পিতাঃ স্বর্গীয় ধীরেন্দ্র কুমার চৌধুরী ঘোষণা করছি যে, আমি এ-১১১ সার্ভে পার্ক, সন্তোষপুর, কলকাতা-৭০০০৭৫ সার্ভে পার্ক পিএস-এর অধীনে আমার সম্পত্তির মূল দলিল হারিয়েছি। দলিল নং বি০০১, ভলিউম ১৪৬, বিয়িং ৬৬০২, পৃষ্ঠা ২০৮/০, ডিএসআর-১১১, সার্ভে পার্ক সন্তোষপুর, কলকাতা-৭০০০৭৫। আমি ২৭ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে মালিপাঁচঘড়া থানায়, জিডিই নং ১৪২৯-এ একটি জিডি দাখিল করেছি এবং দলিলের একটি সত্যায়িত অনুলিপি সংগ্রহ করেছি। উক্ত সম্পত্তি/ভূমিতে কোন দাবী/স্বার্থ রহিয়াছে এমন কোন ব্যক্তি বা ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এই নোটিশের তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে আইনসঙ্গত প্রাসঙ্গিক দলিলসহ ডাক ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে পারিবে, যাহা না হইলে ভবিষ্যতে আইনের বিধান অনুযায়ী এ সংক্রান্ত কোন দাবী গ্রাহ্য করা যাইবে না।

।। বিজ্ঞপ্তি।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, **(১) শ্রীমত্যা প্রতিমা মালিক,** স্বামী- স্বর্গীয় গনেশ চন্দ্র মালিক, সাকিম- উত্তর সিমলা, পোঃ- চুঁচুড়া আর.এস., থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০২, **(২) শ্রীমতী সুজাতা মন্ডল,** স্বামী- বলরাম মন্ডল, সাকিম- গর্জি জয়পাড়া, পোঃ- বিঘাটী, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১২৪, **(৩) শ্রীমতী সুতপা ধাড়া,** স্বামী- তরুন কুমার ধাড়া, সাকিম- ৩৫/২ ডাঃ লালমোহন পাল লেন, পোঃ- চাঁপদানী, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১২৪, **(৪) শ্রী স্বপন মালিক ওরফে স্বপন চন্দ্র মালিক,** পিতা- স্বর্গীয় গনেশ মালিক ওরফে গনেশ চন্দ্র মালিক, সাকিম- উত্তর সিমলা, পোঃ- চুঁচুড়া আর.এস., থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০২, বিগত ইং- ০১/০৩/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির ১৮২৩/২০২৩ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী মিঠু কীর্ত্তনিয়া,** পিতা- উপেন কীর্তনিয়া, সাং- মহেশপুর, পোঃ- সুগন্ধ্যা, থানা- পোলবা, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০২-কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে **শ্রী সুকান্ত দাস,** পিতা প্রফুল্ল দাস, সাকিম – ফুটবল গ্রাউন্ড, পোঃ - কামারকুন্ডু, থানা - সিঙ্গুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭২১৪০৭ মহাশয়কে হুগলী এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির 5313/2023 নং দলিল মূলে বিক্রয় করেন।

তপশীল সম্পত্তি - জেলা- হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা- সিমলা, জে.এল. নং- ১৬, হাল এল. আর. খতিয়ান নং - ৭২৩৮ (প্রতিমা মালিক), ৭২৩৯ (স্বপন মালিক), ৭২৪০ (সুজাতা মন্ডল) এবং ৭২৪১ (সুতপা ধাড়া), হাল এল. আর. ৩২৩ নং দাগে কলাবাগান ১.০০০০ অংশে ০.৩৮ একরের মধ্যে যথাক্রমে ০.১২৫০ অংশে ০.০৪ একর তন্মধ্যে ০.০০১ একর, ০.১২৫০ অংশে ০.০৫ একর তন্মধ্যে ০.০০১ একর, ০.১২৫০ অংশে ০.০৫ একর তন্মধ্যে ০.০০১ একর এবং ০.১২৫০ অংশে ০.০৫ একর তন্মধ্যে ০.০০১ একর, একুনে মোট ০.০০৪ একর ও হাল এল. আর. ৩২৫ নং দাগে কলাবাগান ১.০০০০ অংশে ০.৩৯ একরের মধ্যে যথাক্রমে ০.১৭১২ অংশে ০.০৬ একর তন্মধ্যে ০.০০৮ একর, ০.১৭১১ অংশে ০.০৭ একর তন্মধ্যে ০.০০৮ একর, ০.১৭১২ অংশে ০.০৭ একর তন্মধ্যে ০.০০৯ একর এবং ০.১৭১২ অংশে ০.০৭ একর তন্মধ্যে ০.০০৯ একর, একুনে মোট ০.০৩৪ একর, একুনে দুটি দাগে মোট পরিমান ০.০৩৮ একর আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত সম্পত্তি যাহা নাম খারিজের জন্য আবেদন করিয়াছে যাহার কেস নং MN/2024/0601/5686। যদি কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন আগামী ১ মাসের মধ্যে। নতুবা আইন মোতাবেক কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

তাপস কুমার মন্ডল
উকিলবাবু
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

জেলা হুগলী
মোকাম চন্দননগরের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
এ্যাকট ৩৯ কেস নং ৪৪/১৯

দরখাস্তকারী শ্রীমতী গৌরী দে

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে শ্রীমতী গৌরী দে, পিতা মৃত নারায়ন চন্দ্র দে, সাং বুড়াশান্তি, পোস্ট ও থানা সিঙ্গুর, জেলা হুগলী, পিন নং ৭১২৪০৯ উপরোক্ত আদালতে মৃত মায়া দত্ত, স্বামী সরোজ কুমার দত্ত ও সরোজ কুমার দত্ত পিতা গোকুল চন্দ্র দত্ত, সাং রঘুনাথপুর, পোস্ট ও থানা হরিপাল, জেলা হুগলী এর নামে কানাড়া ব্যাঙ্ক হরিপাল, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক হরিপাল।

কানাড়া ব্যাঙ্ক -

১) ১,০০,০০০ এক লক্ষ টাকা + সুদ, এ/ সি ৫১৬৬ ৩৩২০০০০০ ১/৩
২) ১,০০,০০০ এক লক্ষ টাকা + সুদ, এ/ সি ৫১৬৬ ৩৩২০০০০০ ১/৪
৩) ১,০০,০০০ এক লক্ষ টাকা + সুদ, এ/ সি ৫১৬৬ ৩৩২০০০০০ ১/২
৪) ২,০০,০০০ দুই লক্ষ টাকা + সুদ, এ/ সি ৫১৬৬ ৩৩২০০০০০ ১২/১
৫) ২,০০,০০০ দুই লক্ষ টাকা + সুদ, এ/ সি ৫১৬৬ ৩৩২০০০০০ ৬/১
৬) ১,০০,০০০ এক লক্ষ টাকা + সুদ, এ/ সি ৫১৬৬ ৩৩২০০০০০ ১/১
৭) ১,০০,০০০ এক লক্ষ টাকা + সুদ, এ/ সি ৫১৬৬ ৩৩২০০০০০ ৫/১
৮) ১,০০,০০০ এক লক্ষ টাকা + সুদ, এ/ সি ৫১৬৬ ৪১৫০০০০ ১৩/১
৯) ২৪,৯০৮ চব্বিশ হাজার নয়শত আট + সুদ, এ/ সি ৯০৭৯৪৯১৩২০
১০) ১,৮৮,৯৮১ এক লক্ষ অষ্টআশি হাজার নয়শত একাশি + সুদ, এ/ সি ৫১৬৬ ১০৮০০০০২০

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক -

১১) ৪৫,০০০ পয়তাল্লিশ হাজার টাকা + সুদ, এ/ সি ৫০৩০২২৫৫৪২৩
১২) ১,০০,০০০ এক লক্ষ টাকা + সুদ, এসি ৫০২৯৬৬৪১৬৪৭
১৩) ৪৫,০০০ পয়তাল্লিশ হাজার + টাকা সুদ, এ/ সি ৫০৩০ ২২৫৫১৪৯
১৪) ১,০০,০০০ এক লক্ষ টাকা + সুদ, এ/ সি ৫০২৯৬৬৪১৮৪১
১৫) ১,০০,০০০ এক লক্ষ টাকা + সুদ, এ/ সি ৫০৩০১০৫০৫২৭
১৬) ১,০০,০০০ এক লক্ষ টাকা + সুদ, এ/ সি ৫০৩০১০৫০৪১৪
১৭) ১০,০০০ দশ হাজার টাকা + সুদ, এ/ সি ৫০৩০৩১৫৭৪৪৬

উপরোক্ত অর্থ পাইবার নিমিত্ত উপরোক্ত মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন, ইহাতে কাহারো কোন আপত্য থাকিলে বিজ্ঞাপন প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং বা নিযুক্ত উকিলবাবু দ্বারা আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় একতরফা শুনানি হইবে।

এ্যাডভোকেট- অশোক কুমার দে, চন্দননগর কোর্ট

সেরেস্তাদার- আদেশানুসারে- সৌমেন ঘোষাল 21.06.2024

চন্দননগর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

।। বিজ্ঞপ্তি।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা ঘোষনা করা যাইতেছে যে, নিম্ন তপশীলোক্ত দাগ হইতে ০৪ শতক সম্পত্তি যথাক্রমে **১। শ্রী সুভাষ রায়,** পিতা ধীরেন্দ্র চন্দ্র রায়, মহাশয় তাহার নিজ প্রাপ্ত ০.৮০ শতক সম্পত্তি যাহা আমার মক্কেল **শ্রীমতী রুপা রায়**-এর নাম বরাবর বিগত ইং- ০৫/১০/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির ৯৫০৫/২০২৩ নং আমমোক্তার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়া দেন। ও **২। শ্রীমত্যা লীলা রায়,** স্বামী ধীরেন্দ্র চন্দ্র রায়, **৩। শ্রী সুবীর রায়,** পিতা ধীরেন্দ্র চন্দ্র রায়, ১ নং হইতে ৩ নং-এর সাকিম- শঙ্খনগর, পোঃ- বাঁশবেড়িয়া, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৫০২, **৪। শ্রীমতী শিপ্রা চৌধুরী,** স্বামী চিন্ময় চৌধুরী, পিতা · ধীরেন্দ্র চন্দ্র রায়, সাকিম- ৩২ ছাপার মহল, সদর বাজার, পোঃ ও থানা - ব্যারাকপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১২০, ২ হইতে ৪ নং যৌথে তাহাদের নিজ নিজ প্রাপ্ত ২.৪০ শতক সম্পত্তি যাহা আমার মক্কেল **শ্রীমতী রুপা রায়**-এর নাম বরাবর বিগত ইং- ০৫/১০/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির ৯৫০৬/২০২৩ নং আমমোক্তার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়া দেন। এবং **৫। শ্রীমতী স্বপ্না কুণ্ডু,** স্বামী সুভাষ চন্দ্র কুন্ডু, পিতা " ধীরেন্দ্র চন্দ্র রায়, সাকিম- সরশুনা সাউথ, ২ কার্ত্তিক নগর, পোঃ ও থানা - সরশুনা, জেলা- দক্ষিন ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০০৬১, মহাশয়া তাহার নিজ প্রাপ্ত ০.৮০ শতক সম্পত্তি যাহা আমার মক্কেল **শ্রীমতী রুপা রায়**-এর নাম বরাবর বিগত ইং- ০৫/১০/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির ৯৫০৭/২০২৩ নং আমমোক্তার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়া দেন। একুনে নিম্ন তপশীলোক্ত দাগে মোট ০৪ শতক সম্পত্তি ৯৫০৫/২০২৩, ৯৫০৬/২০২৩ ও ৯৫০৭/২০২৩ নং আমমোক্তার দলিল মুলে ০৪ শতক সম্পত্তি আমার **মক্কেল শ্রীমতী রুপা রায়,** স্বামী শ্রী সুবীর রায়, সাকিম- শঙ্খনগর, পোঃ- বাঁশবেড়িয়া, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৫০২-কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, সেমত উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল মোতাবেক ০৪ শতক তৎসহ আমমোক্তার গ্রহীতা রুপা রায়ের নিজ নামীয় ০৩ শতক, সহকারে মোট ০৭ শতক সম্পত্তি যাহা ক্রেতা **শ্রী সঞ্জীব দত্ত,**পিতা শ্রী হরিনারায়ন দত্ত, সাকিম- পূর্ব সেখপাড়া পোঃ ও থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১৪৮, মহাশয়কে হুগলী এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির ১১৮১০/২০২৩ নং দলিল মুলে বিক্রয় করেন।

তপশীল সম্পত্তি – জেলা হুগলী থানা চুঁচুড়া মৌজা- গজঘন্টা, জে.এল. নং- ৪১, হাল এল.আর. ২০৭ দাগে শালি জমি ১.০০০০ অংশে ০.৫৬ একর মধ্যে হাল এল. আর. ১৭৩০ নং (ধীরেন্দ্র চন্দ্র রায়) নামীয় খতিয়ানে ০.০৬৬৮ অংশে ০.০৪ একর আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি তৎসহ হাল এল.আর. ২০৭ দাগে শালি জমি ১.০০০০ অংশে ০.৫৬ একর মধ্যে হাল এল. আর. ১৭২৯ নং (রুপা রায়) নামীয় খতিয়ানে ০.০৬৬৮ অংশে ০.০৩ একর,একুনে উক্ত দাগে মোট পরিমান ০.০৭ একর বা ০৭ শতক সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত কারা যাইতেছে যে, উক্ত সম্পত্তি নাম খারিজের জন্য আবেদন করা হইয়াছে যাহার কেস নং MN/2024/0601/ 5353 । ইহাতে যদি কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তাহার সঠিক প্রমানাদি সহ আগামী ০১ মাসের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন, নতুবা আইন মোতাবেক কার্য্য সম্পাদন হইবে।

তাপস কুমার মন্ডল
উকিলবাবু
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

রাজ্যে ডেঙ্গুর প্রকোপ বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ষা শুরু হতে না হতেই রাজ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলায় চলতি বছরে এ পর্যন্ত মোট ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৪০০। এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই সংখ্যাটা ছিল ৬৭৪ জন। স্বাস্থ্য দফতরের তথ্য অনুযায়ী, গত এক সপ্তাহে নতুন করে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন ১২৯ জন।

স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, রাজ্যের ১৬টি জেলায় ডেঙ্গু ছড়িয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনা, মালদা, মুর্শিদাবাদ, হুগলি এবং কলকাতা এই ৫টি জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এই পাঁচটি জেলাতেই আক্রান্তের সংখ্যা ইতিমধ্যে একশো ছাড়িয়ে গিয়েছে। শীর্ষে থাকা উত্তর ২৪ পরগনায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন ১৭৬ জন। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মালদা। এই জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা ১৭৪। এছাড়া, মুর্শিদাবাদে ১৫৩ এবং কলকাতায় এখনও পর্যন্ত ১১৩ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন।

ডেঙ্গু মোকাবিলায় ইতিমধ্যে রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকও করেছেন। বৈঠকে বিভিন্ন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর, সেচ দফতর ও পঞ্চায়েত দফতরের শীর্ষ কর্তারা হাজির ছিলেন। উল্লেখ্য, গত বছর রাজ্যে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা এক লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

জমা জলের প্রতিবাদে লিলুয়ায় পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ষার এলেই চরম দুর্ভোগ। অল্প বৃষ্টিতেই এলাকায় জল জমে যায়। বৃষ্টি থেমে গেলেও দীর্ঘদিন সেই জল আটকে থাকে। ফলে মশার উপদ্রপ বাড়ে। এমনই একাধিক অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার, হাওড়া পুর নিগমের অন্তর্গত লিলুয়ার মীর পাড়ায় ৩০ নম্বর এবং ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। বাঁশের ব্যারিকেট করে পথ অবরোধ করেন।

দীর্ঘ দু'ঘণ্টা অবরোধের পর লিলুয়া থানার পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন স্থানীয় বাসিন্দারা। যদিও স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, যদি আশ্বাস অনুযায়ী তাঁদের সমস্যা না মেটে, তাহলে তারা ফের রাস্তা অবরোধ থেকে শুরু করে বড় আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন। দীর্ঘক্ষণ অবরোধের জেরে ওই এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় এদিন।

পরবর্তীতে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ আধিকারিকদের সহায়তায় যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

১০ হাজার নন এসি কোচ তৈরি করবে ভারতীয় রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাধারণ যাত্রীদের রেল পরিষেবা সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যে ভরিয়ে দেওযার জন্য ভারতীয় রেল আগামী দুই বছরে প্রায় ১০ হাজার নন-এসি কোচ তৈরির পরিকল্পনা করেছে। ভারতীয় রেল কর্তাদের মতে, ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৫৩০০ টিরও বেশি সাধারণ কোচের রেকর্ড সংখ্যক সহ প্রায় ১০হাজার কোচ তৈরির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হচ্ছে। ২০২৪-২৪ অর্থবর্ষে ভারতীয় রেল অমৃত ভারত জেনারেল কোচ সহ ২৬০৫টি সাধারণ কোচ, অমৃত ভারত স্লিপার কোচ সহ ১৪৭০টি নন এসি স্লিপার,

অমৃত ভারত এসএলআর কোচ সহ ৩২৩টি এসএলআর কোচ, ৩২টি উচ্চ ক্ষমতার পার্সেল ভ্যান এবং ৫৫টি প্যান্ট্রি কার তৈরি করার পরিকল্পনা করেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে, রেলওয়ে অমৃত ভারত জেনারেল কোচ সহ ২৭১০টি সাধারণ কোচ, অমৃত ভারত স্লিপার কোচ সহ ১৯১০টি নন এসি স্লিপার, অমৃত ভারত এসএলআর কোচ সহ ৫১৪টি এসএলআর কোচ, ২০০টি উচ্চ ক্ষমতার পার্সেল ভ্যান এবং ১১০টি প্যান্ট্রি গাড়ি তৈরি করার পরিকল্পনা করেছে। এর পাশাপাশি ভারতীয় রেলের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, রেল পরিষেবার চাহিদা গতিশীল। ঋতু পরিবর্তন, যাত্রী ট্রাফিক বৃদ্ধি ইত্যাদির উপর নির্ভর করে হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়। কোচের প্রয়োজনীয়তা এই বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে।

মানিকতলার কাদাপাড়া শিতলা মন্দির এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার সারলেন বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চৌবে।

ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়ায় কড়া রাজ্য

নিদস্ব প্রতিবেদন: ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া নিয়ে অনিয়ম রুখতে রাজ্য সরকার কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে। এখন থেকে একমাত্র পরিবহন দফতরের নির্দিষ্ট পোর্টালে আবেদন জানিয়েই ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া যাবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের স্বীকৃত প্রায় সাড়ে পাঁচশো গাড়ি চালানোর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা ড্রাইভিং স্কুল-কে ওই পোর্টালে যুক্ত করা হচ্ছে। যদি কেউ নতুন গাড়ি চালানো শিখে লাইসেন্স পাওয়ার আবেদন করতে চান, তবে তাঁকে পরিবহণ দফতরের এই পোর্টালে গিয়ে নিজের নাম নথিভুক্ত করতে হবে। সঙ্গে জানাতে হবে তিনি কোন সংস্থা থেকে গাড়ি চালানো শিখছেন। তিনি কি ব্যক্তিগত কারণে না বাণিজ্যিক কারণে গাড়ি চালানো শিখেছেন আবেদনের সময় তাও উল্লেখ করতে হবে। সরকারের স্বীকৃত নয় এমন কোনও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে গাড়ি চালানো শিখলে তা লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না বলে জানানো হয়েছে। একাধিক মোটর ট্রেনিং স্কুলের বিরুদ্ধে নিয়ম ভেঙে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়ার অভিযোগ ওঠায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে পরিবহণ সূত্রে জানা গেছে। গত কয়েক বছর ধরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে একের পর এক 'মোটর ট্রেনিং স্কুল'। যেখানে নতুন গাড়িচালকদের গাড়ি চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। গাড়ি চালানো শেখা শেষ হলে একটি শংসাপত্র পেয়ে যান তাঁরা। বহু ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময় সেই সংস্থাগুলি নতুন চালকদের 'লার্নার্স ড্রাইভিং লাইসেন্স' পাইয়ে দেন। যার ফলে বহু ক্ষেত্রেই পথ দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। সেই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এ বার পরিবহণ দফতরের 'সারথি' পোর্টালে নতুন ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপকদের আবেদন জানাতে হবে। বেসরকারি মোটর ট্রেনিং স্কুলগুলিকে শিক্ষা দিতে এই নতুন পদ্ধতি চালু করেছে পরিবহণ দফতর।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা নীতির বিরুদ্ধে কলেজ স্ট্রিটে প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয় এআইডিএসও-র তরফে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৫ জুলাই ২০২৪ ২০ আষাঢ় ১৪৩০ শুক্রবার

আয়কর বিভাগের স্ক্যানারে অর্পিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নতুন করে চাপ বাড়ল বাংলার প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের। ইডি, সিবিআইয়ের পর এবার আয়কর দফতরের স্ক্যানারে অর্পিতা। আয়কর দফতর সূত্রে খবর, আরও অনেক গোপন সম্পত্তি থাকতে পারে অর্পিতার। ফলে জেলে গিয়ে অর্পিতাকে জেরা করা প্রয়োজন বলেই মনে করছেন আয়কর দফতরের আধিকারিকেরা। শুধু তাই নয়, বেনামি সম্পত্তি খুঁজে বের করতে জেরা করা প্রয়োজন বলে মত আধিকারিকদের। এদিকে এই ঘটনা প্রসঙ্গে আসরে নামলেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। সজলের দাবি, 'গোপন ভাণ্ডার সামনে আনতে হবে।' একইসঙ্গে এ প্রশ্নও তোলেন, তথ্য বের করতে এত দেরি লাগল কেন তা নিয়েও।

এদিকে এই ঘটনায় তৃণমূলের জয়প্রকাশ মজুমদার জানান, 'এতদিন পর হঠাৎ টনক নড়ল কেন। সবই সাজানো নাটক।' জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে স্কুলের বিনিময়ে কয়েক কোটি টাকার চাকরি মামলায় বেনামি লেনদেনের অধীনে তদন্ত শুরু করছে আয়কর বিভাগ।

তবে এই তদন্তের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, বর্তমানে দক্ষিণ কলকাতার একটি সংশোধনাগারে জেলবন্দি অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই নতুন সূত্র ধরে তদন্ত শুরু করতে চায় আয়কর দফতর। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি চেয়ে কলকাতার বিশেষ আর্থিক তছরুপ আইনের (পিএমএলএ) বিশেষ আদালতে আবেদন করেছে আয়কর দফতর। ঘটনার উপর নির্ভর করে আয়কর দফতরের আধিকারিকরা এই মামলায় জেলে থাকা পার্থ চট্টোপাধ্যায়কেও জিজ্ঞাসাবাদ করবেন তাঁরা।

এই মামলার তদন্তকারী ইডি এবং সিবিআই আধিকারিকরা অন্যদের নামে বেশ কয়েকটি সম্পত্তি চিহ্নিত করার পর নতুন পদক্ষেপ নিয়েছিল। সূত্রের খবর, তিনটি কেন্দ্রীয় সংস্থা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই মামলার তদন্ত করছে। সিবিআই যখন ফৌজদারি দিকটি খতিয়ে দেখছে, তখন ইডি অর্থ পাচারের দিক খতিয়ে দেখছে এবং আয়কর বিভাগ তদন্ত করছে বেনামি লেনদেনের।

রাজ্যপালকে সতর্কবার্তা কুণালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা উপনির্বাচনের পর সদ্য নির্বাচিত বিধায়কদের নিয়ে শপথ জটিলতা অতিক্রান্ত একমাস। বুধবার বিধানসভার তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, আর দু'দিন অপেক্ষা করা হবে। রাজভবন শপথ নিয়ে ইতিবাচক ভূমিকা না নিলে, সাংবিধানিক রীতিতেই বিকল্প ভাবে শপথ গ্রহণের পদক্ষেপ নেবে বিধানসভা। যদিও বিধানসভার সচিবালয় আশাবাদী শুক্রবারের মধ্যে শপথ জটিলতা কাটবে। এদিকে এই পরিস্থিতিতে রাজ্যপালকে তীব্র আক্রমণ শানাতে দেখা গেল তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষকে। প্রসঙ্গত, গত সোমবার ৩টে পর্যন্ত সময় দিয়েছিলেন রাজ্যপালকে। সেই সময় অতিক্রান্ত। তবুও নীরবই ছিলেন তৃণমূলের কুণাল ঘোষ। অবশেষে বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডেলে একটি হোটেলের ছবি দিয়ে কুণাল ঘোষ লেখেন, 'হোটেল তাজ প্যালেস, নয়াদিল্লির অকথিত

কাহিনির নায়ক ভুলে যাচ্ছেন, আইনত চলতি শপথ বিতর্কে তাঁর ভূমিকা নেই। তিনি ছাড়াও সব হতে পারে। সৌজন্যকে দুর্বলতা ভাবা ভুল। যাদের বুদ্ধিতে চলছেন, তারা আপনাকে আরও ডোবাবে। বিধানসভার অধ্যক্ষের সাংবাদিক বৈঠকে নজর রাখুন।' এর আগেও রাজ্যপালকে হোটেল-হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন কুণাল। তবে, মূল বিষয়টি খোলসা করেননি তিনি। বৃহস্পতিবারের ট্যুইটেও তিনি দিল্লির তাজ প্যালেস হোটেলের কথা উল্লেখ করলেও কোনও আভাস এখনও দেননি। তবে, বিতর্ক যে উসকে দিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

লোকসভা ভোটের সঙ্গে বাংলার দুই বিধানসভা উপনির্বাচনে বরাহনগর, ভগবানগোলা থেকে জয়ী হয়েছেন সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন। কিন্তু ফল ঘোষণার প্রায় ১ মাস হলেও শপথ নিতে পারছেন না তৃণমূল কংগ্রেসের নবনির্বাচিত এই দুই প্রার্থী। রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের জেদের জেরে তা থমকে আছে বলে অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা,নেত্রীদের। রাজভবনে রাজ্যপালের কাছে শপথ গ্রহণের বদলে স্পিকারের কাছে বিধানসভায় শপথবাক্য পাঠ করতে আগ্রহী সায়ন্তিকা-রেয়াতরা। এমনকি বিধানসভায় এসে রাজ্যপালও শপথ করাতে পারেন বলে মত তাঁদের। যা মানতে নারাজ আনন্দ বোস। এই পরিস্থিতিতে সংঘাত ক্রমেই বাড়ছে।

ধৃত জয়ন্ত সিং মদন মিত্রের ঘনিষ্ঠ বলে দাবি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বেলঘড়িয়া থানার কামারহাটি পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের আড়িয়াদহ কেদারনাথ সিংহ রোডে আক্রান্ত মা ও ছেলে গুরুতর জখম অবস্থায় বেলঘড়িয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় পুলিশ ৮ জনকে গ্রেফতার করলেও, ঘটনায় মূল অভিযুক্ত জয়ন্ত সিং বেপাত্তা ছিলেন। অবশেষে ধৃত কামারহাটির ত্রাস জয়ন্ত সিং। পুলিশের দাবি, ডানলপের কাছে বিটি রোডের ওপর থেকে বৃহস্পতিবার সকালে জয়ন্ত সিংকে পাকড়াও করা হয়েছে। এদিকে, ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের দাবি, এদিন সকালে জয়ন্ত সিং আদালতে আত্মসমর্পণ করেছে। অর্জুনের আরও দাবি, মদন মিত্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এই জয়ন্ত। কামারহাটি উন্নয়ন কমিটির নামে জয়ন্ত টাকা তোলে। কেউ টাকা না দিলে তাকে মারধর করা হয়।

প্রাক্তন সাংসদ বলেন, 'তৃণমূল গুন্ডাদের অত্যাচারে বাংলার মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। মার খাচ্ছে তৃণমূল। আবার মারছেও তৃণমূল। তাঁর অভিযোগ, মদন মিত্র জেহাদিদের দিয়ে যা করছেন। তার জেরেই কামারহাটির পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হচ্ছে।'

প্রসঙ্গত, রবিবার রাতে আড়িয়াদহে কলেজ পড়ুয়া যুবক সায়নদীপ পাঁজার ওপর অতর্কিতে হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে স্থানীয় দুষ্কৃতী জয়ন্ত সিং ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে। ছেলেকে বাঁচাতে এসে আক্রান্ত হন তাঁর মা বুবুন পাঁজাও। সেই ঘটনার পর থেকে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন স্থানীয়রা। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত জয়ন্ত সিংকে গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। এদিন ধৃত মদন ঘনিষ্ঠ জয়ন্ত সিং-কে ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে চার দিন পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। ধৃতের আইনজীবী মাধব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'মারধরের সময় তাঁর মক্কেল ঘটনাস্থলে হাজির ছিলেন। তাই পুলিশ ওকে গ্রেফতারের পর আদালতে হাজির করে। বিচারক চার দিনের পুলিশি হেফাজত নির্দেশ দিয়েছেন।'

মানিকতলা উপনির্বাচনে সুপ্তির হয়ে প্রচারে নুসরত

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটে এবার শাসকদল তাঁকে টিকিট দেয়নি। এমনকি সাত দফার ভোটে প্রচার পর্বেও দেখা মেলেনি তৃণমূলের অন্যতম তারকা মুখ নুসরৎ জাহানের। লোকসভা ভোটে বাংলা থেকে দারুণ সাফল্য পেয়েছে তৃণমূল। তবে এবার সামনে বিধানসভা উপনির্বাচন। আর এই উপনির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে দেখা মিলল বসিরহাটের প্রাক্তন সাংসদের। বৃহস্পতিবার সকালে মানিকতলার তৃণমূল প্রার্থী সুপ্তি পাণ্ডের হয়ে ভোটের প্রচারে নামতে দেখা যায় নুসরতকে। হুড খোলা গাড়িতে চেপে সুপ্তি পাণ্ডের সমর্থনে ভোটের প্রচার করেন রুপোলি পর্দার নায়িকা তথা তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ।

তবে এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, লোকসভা ভোটে তৃণমূলের তারকা প্রচারকের তালিকায় নাম ছিল না নুসরতের। এবার চার বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনেও তারকা প্রচারক হিসেবে নেই তিনি। এরপরও সুপ্তি পাণ্ডের সমর্থনে মানিকতলার ভোটের প্রচারে দেখা মিলল বসিরহাটের প্রাক্তন সাংসদের। সাধন-কন্যা শ্রেয়া পাণ্ডের সঙ্গে নুসরতের ব্যক্তিগত স্তরে সুসম্পর্কের কথা রাজনৈতিক মহলে কারও অজানা নয়। সেক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে বানপ্রস্থে যেতে বসা নুসরতের তারকা প্রচারকের তালিকায় না থেকেও সাধন-জায়ার হয়ে ভোটের প্রচারে হঠাৎ দর্শন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই ধারনা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।

এদিকে এদিন সুপ্তির হয়ে ভোটের প্রচারে এসে নুসরত জাহান জানান, 'রেসপন্স খুব ভাল। তৃণমূল যেভাবে বাংলার মানুষের পাশে থেকেছে, তাতে এই রেসপন্স তো স্বাভাবিক। সুপ্তি আন্টি আমাকে ভীষণ স্নেহ করেন। তিনি প্রার্থী হয়েছেন, তাই সমর্থনে এসেছি। সাধন আঙ্কেল এত বছর এখানে এত ভালভাবে কাজ করেছেন। তাঁর প্রতিও মানুষের আবেগ রয়েছে। সব কিছু মিলিয়ে একদম পজিটিভ।'

এদিকে সেলেব মুখ হয়েও তারকা প্রচারকের তালিকায় না থাকা নুসরতের হঠাৎ করে মানিকতলার দলীয় প্রার্থীর হয়ে প্রচারে দেখা মেলায় কিছুটা হলেও শাসক শিবির অস্বস্তিতে পড়ল কি না তা নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলেও।

খাটাল নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ নিতে চলেছে কলকাতা পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: খাটাল নিয়ন্ত্রণে ফের সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে চলেছে কলকাতা পুরসভা। কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, এই প্রসঙ্গে আগামী শুক্রবার বৈঠকে বসতেও চলেছেন নিকাশি বিভাগের আধিকারিকরা। অভিযোগ, শহরের অনেক জায়গাতেই খাটালের বর্জ্যর জমা জলে সমস্যা এড়ানো যাচ্ছে না। এই খাটাল সরাতে কলকাতা পুলিশের কাছেও সাহায্য চাওয়া হবে বলে পুরসভা সূত্রে খবর। এদিকে কলকাতা পুরসভার আইন অনুযায়ী, শহরে খাটাল পুরোপুরি নিষিদ্ধ। তবে সেই আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিনের পর দিন শহরের বহু এলাকাতেই রমরমিয়ে খাটাল চলছে। কাশীপুর, উল্টোডাঙা, তপসিয়া, তিলজলা, আনন্দপুর, বেহালা সহ দক্ষিণ শহরতলির সংযোজিত এলাকায় রয়েছে খাটাল। আর এই খাটালের

সমস্যা নিয়ে টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে হামেশাই ফোন আসে মেয়র ফিরহাদ হাকিমের কাছেও।

অভিযোগকারীরা এমনও জানিয়েছেন যে, এলাকার জমা জল বের হওয়ার জন্য পুরসভা পাকা নর্দমা করে দিয়েছে। অথচ খাটালের বর্জ্যে সেই নর্দমার এমন দশা হয়েছে যে, সেখানে জল জমে থাকে। ফলে এলাকায় বৃষ্টি হলেই জল দাঁড়িয়ে যায়। সেই জলে আবার খাটালের বর্জ্য ভেসে এক নারকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। যার দুর্ভোগ পোহাতে হয় এলাকার বাসিন্দাদেরই। এমন অভিযোগ শুনে একাধিক বার ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। খাটালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন তিনি। তবে এবার পুরসভা সূত্রে যে পদক্ষেপ নেওয়া হতে চলেছে তাতে প্রথমে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কোথায়-কোথায় এখনও খাটাল চলছে তা চিহ্নিত করা হবে। এরপর সেই সব খাটালে গবাদি পশুর সংখ্যা কত, তা চিহ্নিত করা হবে। যে জমিতে খাটাল রয়েছে সেখানকার মালিক এবং যাঁরা তা চালাচ্ছেন, তাঁদের চিহ্নিত করা হবে। এ সব তথ্য দিয়ে খাটাল সংক্রান্ত একটি তালিকাও তৈরি করা হবে। পরে ওই সব খাটালের গবাদি পশুদের, হাওড়ার ধূলাগড় সংলগ্ন কোনও অঞ্চলে নিরাপদ জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করা হবে বলে পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে। খাটাল সংক্রান্ত কাজে পুর আধিকারিকদের কেউ যদি বাধা দেয় তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে পুরসভা কলকাতা পুলিশের দ্বারস্থ হবে বলেও নিকাশি বিভাগের কর্তারা জানান।

আদালতে নথি বিকৃতির অভিযোগ, ব্যাখ্যা চাইলেন বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আদালতে নথি বিকৃতির মতো গুরুতর অভিযোগ। যা 'গুরু পাপে লঘু দণ্ড' হিসেবে দেখছে আদালত। সূত্রে খবর, হুগলি জেলার শ্যামসুন্দর পুর চণ্ডীতলা থানা এলাকার বাসিন্দা এক ছাত্রী হাজরা ল কলেজে আইনের ছাত্রী। বিয়ে না করে আইন নিয়ে পড়াশোনা করার জন্য পাড়ার কিছু মাতব্বর এবং আত্মীয়দের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ তোলেন ওই ছাত্রী। ভোটের সময় মে মাসে কলকাতা ছেড়ে গ্রামে যাওয়ার পর থেকে হেনস্থা করা হয় বলেও জানিয়েছেন তিনি। এরপরই ছাত্রী আদালতের দ্বারস্থ হন। মামলাকারীর অভিযোগ, মারধর, শ্লীলতাহানি, অত্যাচারের ঘটনায় আদালতের নথি বিকৃত করে এক অভিযুক্তকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে তরুণীর অভিযোগ, শ্লীলতাহানির মতো সংবেদনশীল অভিযোগ দায়ের করার পরেও, থানা বা এসপি অফিস কোনও পদক্ষেপ না করায় একজনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় পদক্ষেপ ও বাকি তিন জন পুলিশকে সেন্সর করেন এসপি। তবে এই ঘটনায় বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ, একই অর্ডারে হাতের লেখা এবং পরে কেটে দেওয়ায় প্রাথমিকভাবে বোঝা যাচ্ছে কিছু গোলমাল হয়েছে। এই নিয়ে শ্রীরামপুর কোর্টের এসিজেএম-এর কাছে বিষয়টি দেখার জন্য পাঠানো হয়। তাঁকে এর ব্যাখ্যা দিয়ে রিপোর্ট দিতে হবে বলে নির্দেশ দেন বিচারপতি।

এদিকে এসপির রিপোর্ট অনুযায়ী, অভিযোগ না নেওয়ায় তিনি বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছেন। আর এখানেই প্রশ্ন উঠেছে, এটি যথেষ্ট কি না তা নিয়ে।

মহিলা সংরক্ষিত কামরায় পুরুষদের ওঠা বন্ধ করাতে রেলকে কড়া নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ট্রেনের কামরায় উঠে পড়ছেন পুরুষরা। এ ব্যাপারে এবার রেলকে সতর্ক করল কলকাতা হাইকোর্ট। মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেনের সংরক্ষিত কামরায় নিয়ম ভেঙে ভ্রমণ করলেই কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। বৃহস্পতিবার রেলকে এমনই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞনম ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। সঙ্গে এ নির্দেশও দেওয়া হয়, এমন সব অনভিপ্রেত ঘটনা আটকাতে প্রতি স্টেশনে রেলের নিরাপত্তারক্ষী বাড়াতে হবে।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, মামলাকারীর আইনজীবী তমাল সিংহ রায় জানিয়েছেন, তাঁর মক্কেল পিয়েতা ভট্টাচার্য পেশায় একজন আইনজীবী। তিনি প্রত্যেকদিন লোকাল ট্রেনে যাতায়াত করেন। তাঁর অভিযোগ, মহিলা স্পেশাল ট্রেনে মহিলা ছাড়াও বহু পুরুষ যাতায়াত করেন, যার ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে মহিলা যাত্রীদের। মামলাকারীর আরও দাবি, মহিলাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন পুরুষ যাত্রীরা। আর এখানেই আবেদনকারীর দাবি, এই অভিযোগ জানিয়ে তিনি একাধিকবার রেলকে চিঠি দিয়েছেন। কোনও সাড়া পাননি। আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনের সংরক্ষিত কামরায় সংরক্ষিত টিকিট ছাড়া অবাঞ্ছিত নিত্যযাত্রীদের দাপটে সংরক্ষিত টিকিট নেওয়া যাত্রীদের যাতায়াতের অসুবিধা হয়। এইভাবে যাত্রা করা ১৯৮৯ সালের রেলওয়ে আইনের ১৬২ ধারার পরিপন্থী বলেও উল্লেখ করেন মামলাকারী।

২৬-এ মমতা ফের ক্ষমতায় এলে তালিবানি শাসন চালু হবে: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ২০২৬ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফের ক্ষমতায় এলে বঙ্গে তালিবানি শাসন চালু হবে। বৃহস্পতিবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং এমনটাই দাবি করলেন। এদিন তিনি বলেন, 'বাংলায় তালিবানি শাসন শুরু হয়ে গিয়েছে। স্বৈর শাসন লাগু হয়ে গেছে।' তাঁর দাবি, '২০২৬ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফের ক্ষমতায় এলে বাংলায়

অফিসিয়ালি স্বৈর শাসন লাগু হয়ে যাবে। শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির বাংলা নতুন বাংলাদেশ হতে চলেছে। যার প্রধানমন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর কটাক্ষ, অবৈধ ধান্দার ভাগবাটোয়া নিয়ে তৃণমূলে নিজেদের মধ্যে লড়াই চলছে। তাঁর দাবি, এক হাজার টাকার বিনিময়ে যে রাজ্যের মানুষ বিক্রি হয়ে যাচ্ছেন। সেই রাজ্যে এসব তো হবেই। প্রাক্তন সাংসদের আরও দাবি, 'কেন্দ্র ৩৫৫ কিংবা ৩৫৬ ধারা লাগু না করলে বাংলার মানুষ বাঁচবে না।'

গণপিটুনি ব্যতিক্রমী নয় আগেও হত, মন্তব্য সৌগতর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যখন একের পর এক গণপিটুনির অভিযোগ সামনে আসছে এবং তাতে প্রাণও যাচ্ছে, সেই প্রেক্ষিতে বিতর্কিত মন্তব্য করতে শোনা গেল তৃণমূলের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়কে। তাঁর বক্তব্য, 'গণপিটুনি হঠাৎ বাড়ছে এরকম নয়। এটা সারা দেশেই একটা সমস্যা। তাতে নতুন যে আইন হয়েছে, তাতে গণপিটুনির জন্য শাস্তি নির্ধারিত করা হয়েছে। বাংলায় কিছু ঘটনা আমাদের নজরে এসেছে, সবাই দেখছে। এগুলো দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু কোনও ব্যতিক্রমী নয়। আগেও হত।' একইসঙ্গে গণপিটুনি নিয়ে কড়া আইনের পক্ষে সওয়ালও করেন তিনি। সঙ্গে এও জানান,

'গণপিটুনি নতুন কোনও বিষয় নয়। এরকম অনেক সময় হয়।

সংবাদমাধ্যমের হঠাৎ করে চোখে পড়েছে বোধ হয়।'

প্রসঙ্গত, বুধবারই গণপিটুনি নিয়ে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের মন্তব্যেও বিতর্ক ছড়ায়। কুণাল ঘোষ বলেন, 'গণপিটুনি বাড়ছে, এই ধরনের কথা একদমই ঠিক নয়। এগুলি এক একটি মরশুমি শব্দ। সিপিএম আমলে সত্যিকারের গণপিটুনি হয়েছিল। সিপিএম জমানায় বিজন সেতুর উপর পরিকল্পনা করে গণপিটুনি হয়েছিল। ১৭ জন আনন্দমার্গী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল। এটা হল গণপিটুনি।' সঙ্গে কুণালের দাবি, 'কোথাও মারপিট হলেও গণপিটুনি দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে।' সাম্প্রতিককালে 'গণপিটুনি' বাংলার একাধিক জায়গায় সংক্রমণ ব্যধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। ছেলেধরা গুজবে আক্রান্ত হতে হয়েছে মানসিক ভারসাম্যহীন যুবক থেকে শুরু করে এক সন্তানের মাকেও। দত্তপুকুর লোকালে নিজের সন্তানকেই কোলে নিয়ে যাওয়ার সময়ে 'চোর' অ্যাখ্যা পেতে হয়েছে এক মহিলাকে। গত সপ্তাহের শুক্র, শনি, রবি-পরপর তিন দিন বাংলায় গণপিটুনিতে মৃত্যু হয়েছে পাঁচ জনের। গোটা পরিস্থিতি উদ্বিগ্ন প্রশাসনও। অনেক জায়গাতেই মাইকিং করে সতর্ক করছে পুলিশ। চলছে গ্রেফতারিও। গণপিটুনিতে শাস্তির বিল নিয়েও চলছে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত। তার মধ্যেই সাংসদ-নেতা-মন্ত্রীদের মুখে এই ধরনের কথায় স্বাভাবিকভাবেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

সম্পাদকীয়

আমাদের বদ্ধমূল ধারণা, রান্নার কাজ শুধু মেয়েরাই করবে, ওটা কোনও পরিশ্রমই নয়!

শ্বশুরমশাই গরম ধোসা খেতে চাওয়ামাত্র নববধূ প্রায় ছুটে গিয়ে রান্নাঘর থেকেধোসা বানিয়ে আনছেন বা সেই পরিবারের লোকেরা প্রেশার কুকারের ভাতের স্বাদ পছন্দ করেন না বলে কাঠের উনুনে হাঁড়িতে ভাত রান্না করতে বলছেন। বাস্তবটা আসলে আরও অনেক কঠিন। সংসারে স্বামী সন্তান তাদের নির্দিষ্ট কাজ করে বিশ্রামের অনেকটা সময় পায়। কিন্তু ঘরের মহিলার নিজের সময় বলে কিছু থাকে না, তা তিনি যতই শিক্ষিতা বা চাকরিরতা হোন বা না হোন। সন্ধ্যাবেলায় সবাই যখন বিশ্রাম করে, টিভি দেখে বা নিজেদের মতো করে সময় কাটায়, তিনি তখন সবার জন্য জলখাবার বানান, চা করেন। তাঁর এই শ্রমকে খুব স্বাভাবিক ধরা হয়, যেন এই কষ্টটা কোনও কষ্টই নয়। ২০১৯-২০ সালের কেন্দ্রীয় সরকারের 'সময় ব্যবহার সমীক্ষা'-তেও বলা হচ্ছে, এক জন ভারতীয় পুরুষ এক জন নারীর থেকে অনেক বেশি সময় পান ব্যক্তিগত কাজ, পরিচিতদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা, ঘুমানো ও খাওয়ার জন্য। অধিকাংশ রান্নাঘর যথেষ্ট স্বাস্থ্যকর নয়, বায়ু চলাচলের সুব্যবস্থা থাকে না, কলকাতার মতো মেট্রোপলিটন শহরের ফ্ল্যাটবাড়ির ঘুপচি রান্নাঘরের অবস্থা তো আরও সঙ্গিন। এই তাপপ্রবাহের সময় যখন মানুষকে ভিতরে থাকতে বলা হচ্ছে, তখনও কিন্তু ওই বদ্ধ ভিতরে সকাল-সন্ধে রান্নাঘরে যাঁরা আগুনের সামনে রয়েছেন, তাঁদের কথা ভাবার মতো কেউ নেই। যেন এটাই স্বাভাবিক। মধ্যবিত্ত বাড়িতে শুধু রাতে বা হয়তো সন্ধে থেকে এসি চলে। কিন্তু বাড়ির মহিলারা সে সুখ বা বিশ্রামটুকুও পান না। লেখক সঠিক ভাবেই বলেছেন মৃণাল সেনের চালচিত্র ছবিতে উনুনের ধোঁয়াতে বিরক্ত ছেলেকে মা বলেন; কোনও দিন রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে দেখেছিস? নিম্নবিত্ত ঘরে অবস্থা আরও কাহিল। সেখানে জ্বালানিও মহিলাদের সংগ্রহ করতে হয়। আমার গৃহসহায়িকা মফস্‌সল এলাকার বাগান থেকে শুকনো কাঠকুটো সংগ্রহ করে পাঁজা করে লোকাল ট্রেনে বাড়িতে নিয়ে যান রান্নার জন্য। মধ্যবিত্তের রান্নাঘরে ব্যতিক্রম কয়েক জন স্বামী, যাঁরা স্ত্রীর সঙ্গে রান্নার কাজে থাকেন। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে দু'জনেরই অফিস, ছেলের স্কুল, পরে কলেজ ইত্যাদি থাকায় ও অন্য কারও হাতের রান্না পছন্দ না হওয়ায় আমরা কর্তা-গিন্নি মিলে রান্না করতাম এবং অবসরের পরেও সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। প্রথম প্রথম প্রতিবেশী মহিলারাও হাসাহাসি করতেন। ওই যে বদ্ধমূল ধারণা, রান্নার কাজ শুধু মেয়েরাই করবে, ওটা কোনও পরিশ্রমই নয়!

আনন্দকথা

আমরা অল্প দিন হইল, দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস রামকৃষ্ণকে বেলঘরের বাগানে দর্শন করিয়াছি। তাঁহার গভীরতা, অন্তর্দৃষ্টি, বালকস্বভাব দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি শান্তস্বভাব, কোমল প্রকৃতি, আর দেখিলে বোধ হয়, সর্বদা যোগেতে আছেন। এখন আমাদের বোধ হইতেছে যে, হিন্দুধর্মের গভীরতম প্রদেশ অনুসন্ধান করিলে কত সৌন্দর্য, সত্য ও সাধুতা দেখিতে পাওয়া যায়। তা না হইলে পরমহংসের ন্যায় ঈশ্বরীয়ভাবে ভাবিত যোগীপুরুষ কিরূপে দেখা যাইতেছে?" ১৮৭৬ জানুয়ারি আবার মাঘোৎসব আসিল, তিনি টাউন হলে বক্তৃতা দিলেন; বিষয় — ব্রাহ্মধর্ম ও আমরা কি শিখিয়াছি — ('Our Faith and Experiences') —তাহাতেও হিন্দুধর্মের সৌন্দর্যের কথা অনেক বলিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

রামবিলাস পাসোয়ান

১৯৪৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রামবিলাস পাসোয়ানের জন্মদিন।*
১৯৬০ *বিশিষ্ট বিনিয়োগকারী রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালার জন্মদিন।*
১৯৯০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সূরজ পাঞ্চোলির জন্মদিন।*

জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

বিশ্ব রঞ্জন গোস্বামী

বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন বিষয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বা এআইয়ের বাবহার ক্রমশ বাড়ছে। বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যাবহার করে বিপন্ন প্রজাতিকে বাঁচাতে সাহায্য করতে পারে।এখন তাই নিয়ে অনেক গবেষনা চলছে। তারা তা ব্যাবহার করে জীববৈচিত্রের ক্ষতির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রচুর ডেটা বা তথ্য বিশ্লেষন করছেন। বিজ্ঞানীরা বাস্তুতন্ত্র পর্যবেক্ষন করে তা সময়ের সাথে তার প্রবনতাগুলি চিহ্নিত করছেন।

অনেক বেশি সংখ্যক গবেষক জীববৈচিত্র্য নিরীক্ষন ও বিপন্ন প্রজাতিকে সুরক্ষিত করার প্রচেষ্টা জোরদার করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দিকে ঝুঁকছেন। জীববৈচিত্র্য রক্ষায় প্রচলিত পদ্ধতিতে যথেষ্ট সময়,সম্পদ ও শ্রমের প্রয়োজন হয়। সেইক্ষেত্রে নূতন পদ্ধতিতে বিভিন্ন ডেটা দ্রত এবং কার্যকরভাবে বিশ্লেষন করার সম্ভবনা রয়েছে।

এটা ঘটনা যে প্রজাতিগুলি লক্ষ লক্ষ বছর আগের তুলনায় হাজার গুন দ্রত হারে বিলুপ্ত হচ্ছে, কয়েক মিলিয়ন প্রজাতি আজ বিলুপ্তির দ্বারপ্রন্তে। জাতিসংঘ ২০২০ সালে একটি লক্ষমাত্রা নির্ধারন করেন যে চলতি দশকের শেষে পৃথিবীর অন্তত ৩০ ভূমি এবং মহাসাগর রক্ষা করতে হবে।

কার্ল চালমারস যিনি যুক্তরাজ্যের লিভারপুলের একটি সংস্থায় সংরক্ষন ও এআই নিয়ে মেশিন লার্নিং নিয়ে কাজ করছেন,উনার বাস্তুবিদ্যায় বিভিন্ন প্রকল্পে এআই ব্যাবহার করার অভিজ্ঞতা আছে। তিনি বলেন 'এআই ছাড়া আমাদের কখনই বিপন্ন প্রজাতির জন্য জাতিসংঘের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব নয়'।

সাউন্ডস্কেপ বিশ্লেষন

জার্মানীর ইউনিভার্সিটি অফ ওয়ার্জবার্গের পরিবেশবিদ জর্গ মুলার ও তার সহকর্মীরা দেখিয়েছেন যে বুদ্ধিমত্তার বা এআই এর সরজ্ঞামগুলি অডিও রেকর্ডিং দ্বারা প্রানীর প্রজাতি সনাক্ত করে গ্রীষ্মমন্ডলীয় বনে জীববৈচিত্র্যের পরিমান নির্ধারনে সহায়তা করতে পারে।

২০২৩ এর ১৭ই অক্টোবর 'নেচার কমিউনিকেশনসে' প্রকাশিত একটি গবেষনার ফলাফল থেকে জানা যায় গবেষকরা ইকুয়েডরের সমৃদ্ধ প্রজাতি বৈচিত্র্যের জন্য পরিচিত অঞ্চল চোকো কে বেছে নেন। সেখানে প্রানীদের 'সাউন্ডস্কেপ' বিশ্লেষন করতে এআই ব্যাবহার করেছেন। তারা পূনরুদ্ধারের বিভিন্ন পর্যায়ের ৪৩টি জমির প্লটে সাউন্ড রেকর্ডার বসিয়েছিলেন। এই জায়গাগুলির কতগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন কতকগুলি ছিল সুরক্ষিত বনাঞ্চল, আবার যে অঞ্চলগুলিতে বন উজার করার পর পরিস্কার করা হয়েছিল কিন্তু পরে পরিত্যক্ত হয়েছিল। তাছাড়া বন পরিস্কার করার পর আবার সেখানে পূনরায় গাছপালা জন্মাতে শুরু করেছিল ও বন উজাড় করা জমিতে আবার সক্রিয়ভাবে কোকোর বাগানের আবাদ শুরু হয় ও চারনভূমির জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। তারপর তারা অডিও ফাইলগুলি বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠিয়ে দেন। বিশেষজ্ঞরা এই ফাইলগুলি বিশ্লেষন করে ১৮৩টি পাখি, ৪১টি উভচর এবং ৩টি স্তন্যপায়ী প্রজাতি সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল।

গবেষকেরা তাদের রেকর্ডিং গুলিকে বিশেষ এক ধরনের এআই মডেলে যাকে 'কনভোল্যুশনাল নিউরাল নেটওয়ার্ক (সিএনএন)' প্রযুক্তি ব্যবহার করে যা পাখির শব্দ সনাক্ত করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। সিএনএন বিশেষজ্ঞরা ৭৫টি পাখির প্রজাতি বাছাই করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু মডেলের ডেটা সেট সীমিত ছিল। মুলার বলেছেন ' আমাদের ফলাফলগুলি দেখায় যে এআই প্রযুক্তি গ্রীষ্মপ্রধান এলাকায় প্রজাতি সনাক্তকরনে সক্ষম। এখন যা দরকার তা হল মানুষের দ্বারা সংগৃহীত আরও প্রশিক্ষিত ও গুনগত ডেটা।'

ক্যামেরা, ট্র্যাপ ফুটেজ

জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষনের সাথে যুক্ত এআই বা কনজারভেশন এআই এর গবেষকেরা এমন মডেল তৈরি করেছেন যা ড্রোন বা ক্যামেরার , ট্র্যাপ ফুটেজ থেকে এবং চিত্রের মাধ্যমে অতন্ত্য বিপন্ন প্রজাতি সহ বন্যপ্রনী সনাক্ত করতে পার, এমনকি প্রানীদের গতিবিধিও অনুসরন করতে পারে। তারা একটি বিনামূল্যের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছেন যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছবি, অডিও বা ভিডিও ফাইল বিশ্লেষন করতে প্রযুক্তি ব্যাবহার করে।

অনুমোদিত ব্যবহারকারীরা রিয়েল টাইম ক্যামেরা , ট্র্যাপ ফুটেজ ও অন্যান সেন্সর থেকে ডেটা সহ আপলোড করতে পারে। ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে আপলোড করা ফুটেজে একটি পছন্দের একটি প্রজাতি পেলে তারা ই-মেইলের মাধ্যমে তা জানানোর বিকল্পও রয়েছে।

এ পর্যন্ত কনজারভেশন এআই ১২.৫০ মিলিয়নেরও বেশি ছবি প্রক্রিয়া করেছে এবং ৬৮টি প্রজাতি সহ ৪ মিলিয়নেরও বেশি বিভিন্ন প্রানীর উপস্থিতি সনাক্ত করেছে,যার মধ্যে রয়েছে উগান্ডার বিপন্ন প্যাঙ্গোলিন, গ্যাবনের গরিলা ও মালয়েশিয়ার ওরাঙ্গুটান। কনজারভেশন এআই এর অন্যতম প্রধান গবেষক পল ফার্গাস বলেছেন 'প্ল্যাটফর্মটি প্রতি ঘন্টায় কয়েক হাজার ছবি প্রক্রিয়াজাত করতে পারে। এআইযে দ্রুত গতিতে ডেটা প্রক্রিয়া করতে পারে লাল তালিকা ভূক্ত বিপন্ন প্রজাতিদের অথবা চোরাচালান এবং আগুনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। ইতিমধ্যে এর সাহায্যে দ্রত ফুটেজ বিশ্লেষন করে প্যাঙ্গোলিন শিকারীকে আটক করেছে।

রিয়েল টাইমে জীববৈচিত্র্য পর্যবেক্ষনের পাশাপাশি এআই একটি বাস্তুতন্ত্রের উপর মানুষের ক্রিয়াকলাপের প্রভাবের মডেল তৈরি করতে এবং এর পরিবর্তনগুলি পূনর্গঠন করতে ব্যাবহার করা যেতে পারে। গবেষকেরা এআই ব্যাবহার করে দেখেছেন কিভাবে বিগত এক শতাব্দীর মূল্যবান পরিবেশগত অবনতি একটি স্বাদু জলের ইকোসিস্টেমের জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি করেছে।

আমরা জানি মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে নদী হ্রদ ও বিভিন্ন জলাশয়গুলিতে জীববৈচিত্র্যের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে,তবে পরিবেশগত কোন কারনগুলি তার জনা বেশি প্রভাব পড়ে সেম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। লুইসা ওরসিনি যিনি বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবর্তনীয় বায়োসিস্টেম নিয়ে গবেষনা করেন, উনি বলেছেন 'দীর্ঘমেয়াদী ডেটা পরিবেশগত পরিবর্তনের সাথে জীববৈচিত্র্যের পরিবর্তনগুলিকে সংযুক্ত করতে খুবই গুরুত্বপূর্ন'।

ওরসিনি এবং তার সহকর্মীরা ঐতিহাসিকভাবে পরিবেশগত পরিবর্তনের সাথে জীববৈচিত্র্যের পরিবর্তনগুলিকে সংযুক্ত করার লক্ষে এআই নির্ভর একটি মডেল তৈরি করেছেন। চলতি বছরের শুরুর দিকে eLife জার্নালে প্রকাশিত গবেষনাপত্রে এই গবেষকরা কিছু জেনেটিক উপাদান যা গত শতাব্দীতে গাছপালা, প্রানী ও ব্যাকটেরিয়া একটি হ্রদের পলিতে সন্ধ্যান পান। উপাদানগুলি পলির বিভিন্ন স্তরে কবেকার তা জানা যায় এবং সিকোয়েন্সিংয়ের জন্য পরিবেশগত ডিএনএ সন্ধান সমর্থ হন। বিজ্ঞানীরা তারপরে বিভিন্ন ধরনের তথ্য পরিচালনা করার জন্য ডিজাইন করা এআই ব্যাবহার করে একটি আবহাওয়া অফিস থেকে জলবায়ু সম্পর্কিত তথ্য সরাসরি পরিমাপ করেন। তাছাড়া সমীক্ষা থেকে রাসয়নিক দূষনের এই তথ্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যুক্ত করেছেন। তারা দেখতে পেলেন যে বিভিন্ন কীটনাশক, ছত্রাকনাশকের উপস্থিতি একত্রে জলের তাপমাত্র বৃদ্ধি, বৃষ্টিপাতের হার হ্রদের জীববৈচিত্র্যের ক্ষতির পরিমান ৯০ শতাংশ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করতে পারে।

এআই ব্যাবহার করার প্রধান সুবিধা হল তা হাইপোথিসিস মুক্ত অর্থ্যাৎ কল্পনা আশ্রিত নয়, বরং তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে। তাই ওরিসিনি বলেছেন 'এআই অতীতের ডেটা থেকে শিখে ও জীববৈচিত্র্যের ভবিষ্যত প্রবনতা পূর্বের তুলনায় বেশি নির্ভুলতার সাথে ভবিষ্যতবানী করে।

বর্তমান বিশ্বে আমাদের প্রাকৃতিক বিশ্বকে রক্ষা করতে সাহায্য করার জন্য এআই এবং জীববৈচিত্র্যের সাথে মেলবন্ধন করার প্রচেষ্টা চলছে। এআই ও মেসিন লার্নিং অনেক আশ্চর্যজনক উপায়ে সংরক্ষন প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করছে। সংরক্ষনের জন্য এই দ্রত উন্নত প্রযুক্তিগুলি ব্যবহার করার একটি বড় সুবিধা হল সময়। এআই অদূর ভবিষ্যতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনের জন্য নিয়মিতভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবু এআই ঝুঁকি ব্যাবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিবেশগত মূল্যায়ন হওয়া উচিত।

লেখক পরিচিতি: বিজ্ঞান লেখক, সদস্য, জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ একাডেমি

হরিশচন্দ্র মুখার্জীর দ্বিশত জন্মবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ

নীল বানর ও হরিশচন্দ্র মুখার্জী

দিলীপ মজুমদার

ইংল্যাণ্ডে বস্ত্রশিল্পের উন্নতির সঙ্গে নীলের চাহিদা বেড়ে যায়। ভারতবর্ষে তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আগমন ঘটেছে। বাংলার উর্বর জমিতে সুলভ মজুরির সাহায্যে খাদ্য ফসলের পরিবর্তে নীল উৎপাদিত হলে বিপুল লাভের সম্ভাবনা দেখতে পায় ইংরেজ বণিকরা। তারা তাই বাংলার চাষিদের বাধ্য করে নীল চাষ করতে। নদিয়া, যশোর, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম, হাওড়া, হুগলি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে নীলচাষ শুরু হয়।

নীলকরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে বাংলার চাষিরা। রানাঘাটের গোপাল পালচৌধুরী, শান্তিপুরের উমেশচন্দ্র রায়, উলার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, লাটুদহের পরান পাল, কলকাতার প্রসন্নকুমার ঠাকুর, উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ জমিদাররাও নীলকরদের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে চাষিদের পাশে দাঁড়ান। জেমস লঙের মতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি, কৃষকদের প্রতি জমিদার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সহানুভূতি নীল বিদ্রোহের কারণ। সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী প্রায় ৬০ লক্ষ কৃষক যোগদান করেন নীল বিদ্রোহে। এই বিদ্রোহের সামনের সারিতে ছিলেন নফর দাস, পুলিন মণ্ডল, ভিখু মণ্ডল, নুসি জোরদার, মিনু শেখ, যদু বিশ্বাস, জালাল মল্লিক, বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস, সাদু শেখ, গদু বিশ্বাস, ইসলাম মণ্ডল, দুঃখি শেখ, মুন্সী হোসেন, জুড়ন মণ্ডল প্রমুখেরা। 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম নীল বিদ্রোহের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে।

হরিশচন্দ্র নীলচাষিদের আশ্রয়, উপদেশ ও পরামর্শ দান করতেন। রামগোপাল সান্যাল লিখেছেন যে নীল বিদ্রোহের সময়ে হরিশের ভবানীপুরস্থ চালপটির বাড়ি নীল রায়দের ধর্মশালায় পরিণত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, 'সে সময়ে যাঁহারা হরিশের দুরন্ত পরিশ্রম দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে রাত্রির কয়েক ঘণ্টা ব্যতীত হরিশের আর বিশ্রাম ছিল না। একে পত্রিকার সম্পাদকতার কাজ, তদুপরি দিবারাত্র নীলকরপ্রপীড়িত প্রজাবৃন্দের সমাগম। কাহারও দরখাস্ত লিখিয়া দিতে হইতেছে, কাহাকেও উকিলের নিকট সুপারিশ চিঠি লিখিয়া দিতে হইতেছে, কাহারও মোকদ্দমার হাল শুনিতে হইতেছে; বিশ্রাম নাই।'

হরিশচন্দ্রের সংবাদপত্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট' হয়ে উঠেছিল নীল বিদ্রোহের মুখপত্র। তিনি গ্রাম বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য এক শিক্ষিত সাংবাদিক বাহিনী গঠন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন যশোরের শিশিরকুমার ঘোষ, নদিয়ার দীনবন্ধু মিত্র ও মনোমোহন ঘোষ, কৃষ্ণনগরের দারোগা গিরিশচন্দ্র বসু, নদিয়ার স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টর রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

হরিশচন্দ্র নিজেও তাঁর পত্রিকায় নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। তাঁর এই প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য Indigo Planting in Nuddia – Indigo Planting in Rajshaye – Indigo Planting – The Zaminders and the Planters – Planterós Portraits – Indigo Planting and the Mofussil Justice – The Planters and the Officials.

নীল চাষের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে হরিশ দেখিয়ে দিয়েছেন যে এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে প্রতারণার বীজ। তিনি বলেছেন যে নীল চাষ রায়তদের সর্বের দুর্গতির গর্ভে নিক্ষেপ করে ক্রমিক শোষণের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তিনি বলেছেন নীলকরদের অত্যাচারী না হয়ে উপায় নেই , কারণ 'system makes him so' । নদিয়া জেলার মাথাভাঙা নদীতীরবর্তী নীলকুঠির নীলকরদের অত্যাচার, রাজশাহি জেলার নীলকরদের অত্যাচার, নীলকর কুকবার্নের অত্যাচার বিশদভাবে তুলে ধরেছেন তিনি।

অত্যাচারিত রায়তরা আইন-আদালতের সুবিচার পায় না, তার কারণ নীলকর ও জেলাশাসকদের আঁতাত থাকে। জাত্যভিমানের বশবর্তী হয়ে প্রশাসন নীলকরদের পক্ষ অবলম্বন করে। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে নীলকরদের সমিতি জমিদার ও রায়তদের অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য যে আবেদনপত্র পাঠিয়েছিল, তাকে তীব্র ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেছেন হরিশচন্দ্র। তাঁর বক্তব্য অধিকাংশ চুক্তি নীলচাষিদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় আর জমিদারদের প্রতি নীলকরদের আক্রোশের মূলে আছে পল্লি অঞ্চলে ক্ষমতা কুক্ষীগত করার অভিপ্রায়।

নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষকদের আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়ে হরিশ লিখেছিলেন, 'বাংলাদেশ তার কৃষকদের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই গর্ব করতে পারে। নীল আন্দোলন আরম্ভ হবার পর থেকে বাংলাদেশের রায়তরা নৈতিক শক্তির এ রকম স্পষ্ট পরিচয় দিয়েছে যে তা আর কোন কৃষকদের মধ্যে দেখা যায় না। দারিদ্র্য, রাজনৈতিক জ্ঞান ও ক্ষমতাবিহীন এবং নেতৃত্বহীন হয়েও এই সমস্ত কৃষক এ রকম একটা বিপ্লব ঘটাতে সফল হয়েছে, যা গুরুত্বে এবং মহত্বে কোন দেশের সামাজিক ইতিহাসের বিপ্লবের তুলনায় কোনক্রমে নিকৃষ্ট নয়।'

নীলবিদ্রোহের ব্যাপ্তিতে হোক অথবা শিল্পপুঁজির চাপে হোক শেষ পর্যন্ত ১৮৬০ সালের মে মাসে জে পি গ্রান্টের উদ্যোগে গঠিত হয় নীল কমিশন। কমিশনের সভাপতি ছিলেন মিঃ সিটনকার; সদস্য ছিলেন স্যার রিচার্ড টেম্পল, রেভারেণ্ড জে সেল, চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, ডব্লু এফ ফার্গুসন। ১৮৬০ সালের ৩০ জুলাই হরিশ এই কমিশনে জবানবন্দি দিয়েছিলেন। কমিশনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি নীলচাষের বিরুদ্ধে বলেন, বলেন তিনি দুর্গত নীলচাষিদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন।

নীলবিদ্রোহে হরিশের বলিষ্ঠ ভূমিকা নীলকরদের ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। তারা চিঠিপত্রের মাধ্যমে মাঝে মাঝে ভয় দেখাত হরিশচন্দ্রকে। এই রকম একটা চিঠির নমুনা 'ওহে কালা আদমি, দিনকে দিন তোমার বাড় বাড়ছে, ভদ্রলোকদের অপমান করে যাচ্ছ। তুমি যে বিজেতার দাস সে কথা ভুলেই গেছ বোধহয়। তোমার নোংরা কাগজখানার ভালো বিক্রি আর অবাঞ্ছিত প্রশংসা বোধহয় আমাদের মতো ভদ্রলোককে অপমান করার সাহস দিয়েছে। শয়তান, সতর্ক হবি। কলম যদি বন্ধ না করিস তাহলে কপালে কষ্ট আছে। এরপর শহরে বা মফস্বলে যদি তোর সাথে দেখা হয় তাহলে বেশ খানিকটা চাবকে দেব।'

নীলকরের চাবুক না খেলেও হরিশচন্দ্রকে নীলকর আর্চিবল্ড হিলসের চরম আঘাত সহ্য করতে হয়েছিল। কৃষ্ণনগরের কাছিকাটা নীলকুঠিতে এই আর্চিবল্ড হিলস হরমণি নামক নারীর শ্লীলতাহানি করেন। ঘটনাটি 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রকাশিত হয় এবং দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটকে তার প্রতিফলন ঘটান। নাটকে আর্চিবল্ড হিলস হয় রোগসাহেব আর হরমণি হয় ক্ষেত্রমণি।

যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন যে হিলস পেট্রিয়ট সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামে ১০ হাজার টাকার খেসারত দাবি করে ২৪ পরগণার সদর আমিনের এজলাসে মানহানির মামলা আনেন। মামলা রুজু হবার পরে হরিশচন্দ্র ১৮৬১ সালের ১৪ জুন মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন প্রতিহিংসাপরায়ণ হিলসসাহেব হরিশচন্দ্রের বিধবা পত্নীর বিরুদ্ধে মামলা লড়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

লেখক: সিনিয়র ফেলোশিপপ্রাপ্ত গবেষক

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

এবার ফের জামুড়িয়া ব্লকে রেশন দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: ফের রেশন দুর্নীতির অভিযোগ উঠল জামুড়িয়ায়। এবার রেশন গ্রাহকরা দাবি করলেন একবছর ধরে তাঁদের কাছে বায়োমেট্রিকে ছাপ নিয়েও প্রাপ্য রেশন প্রদান না করে শুধুমাত্র স্লিপ ধরিয়ে দিয়ে রেশন সামগ্রী পাওয়ার পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার এই দাবি তুলে জামুড়িয়া ব্লকের, পড়াশিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকায় অবস্থিত খনি আবাসনের মধ্যেই থাকা ৩০ নম্বর রেশন শপে আসা ফুড সাপ্লাই ইন্সপেক্টরের ঘিরে ধরে পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখাল সেখানের রেশন গ্রাহকরা। এলাকার মানুষজন এদিন দাবি করেন, দীর্ঘ প্রায় একবছর ধরে তাঁদের নানা টালবাহানায় রেশন পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করে চলেছেন ওই রেশন দোকানের বর্তমানে রেশন সামগ্রী সরবরাহ করার দায়িত্বে থাকা ডিলার তুষারকান্তি ঘোষ।

ওই দোকানে গিয়ে লক্ষ্য করা যায়, কয়েক বস্তা মাত্র রেশন সামগ্রী রয়েছে, আর গ্রাহকের সংখ্যা রয়েছে প্রায় ৭০০-র বেশি। আর এই সকল সামগ্রী সরবরাহ করার জন্য যে পরিমাণে রেশন সামগ্রী মজুদ করা দরকার রয়েছে। তারপরও তিনি শুধু তাঁর কর্মচারী বাপি আচার্যকে পাঠিয়ে এলাকার মানুষজনদের কাছে আঙুলের ছাপ নিয়ে রশিদ কেটে তাঁদের ধরিয়ে দিলেও, রেশন সামগ্রীদীর্ঘদিন ধরে দেওয়া হচ্ছে না বলেই দাবি করেন এলাকাবাসীদের সঙ্গেই এই আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ উদিপ সিং।

যদিও এ বিষয়ে এই রেশন দোকানে পর্যবেক্ষণে এসে খাদ্য নিয়ামক দপ্তরের সাব ইন্সপেক্টর জানান, বেশ কিছু গরমিল এসে তিনি লক্ষ্য করেছেন, আর তার সঙ্গেই একবছর ধরে রেশন পাননি বলেই রেশন গ্রাহকদের কাছে অভিযোগও তিনি শুনলেন, যা তিনি পরবর্তীতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন বলেই জানান। তবে গ্রাহকরা এদিনও রেশন পাওয়ার আশায় দোকানে হাজির হলেও, তাঁদের কিন্তু নিরাশ হয়ে ফিরতে হয় বলেও দাবি।

রোগী মৃত্যুর ঘটনায় ভাঙচুর উত্তেজনা হাসপাতাল চত্বরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: রানিগঞ্জের আলুগড়িয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বৃহস্পতিবার এক রোগী মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হল হাসপাতাল চত্বরে। এদিন ওই রোগীর পরিবার পরিজনেরা চিকিৎসা কেন্দ্রের চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীদের গাফিলতির কারণে ওই মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলেই দাবি করলেন।

ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায়, বছর ৪০ এর রানিগঞ্জের নিমচা কোলিয়ারি এলাকার বাসিন্দা নূরসাদ জাহানকে ঘনঘন বমি হওয়ার কারণে চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন তাঁর স্বামী নওশাদ আনসারি। তাঁর দাবি, এরপরই চিকিৎসকরা তাঁর বমি বন্ধের জন্য ওষুধ প্রয়োগ করলে কিছু সময় পর অসুস্থতা বৃদ্ধি হয়। এরপর ধীরে ধীরে তাঁর স্ত্রী আরও অসুস্থ হতে থাকে আর তারপরই হাসপাতালে তিনি মারা যান। চিকিৎসায় গাফিলতির কারণেই মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করেন পরিবারের লোকেরা। এই ঘটনায় রোগীর পরিবার পরিজনদের বেশ কয়েকজন ক্ষুব্ধ হয়ে হাসপাতালে চড়াও হয়, ভাঙচুর করা হয় হাসপাতালের কাউন্টার। আর এই ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনার সামাল দেয় রানিগঞ্জ থানার পুলিশ।

তবে এ বিষয়ে চিকিৎসকের দাবি, ওই রোগী চিকিৎসা কেন্দ্রে আসার আগে অনেকটাই অসুস্থ ছিলেন আর এখানে তাঁর চিকিৎসা করার আগেভাগে ওই রোগিনীর মৃত্যু হয়েছে। তাই চিকিৎসার সঙ্গে এর মৃত্যুর কোনও যোগ নেই বলেই দাবি করেছেন চিকিৎসক।

বালকের মৃত্যুতে চাঞ্চল্য বুদবুদে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: এক বালকের মৃত্যুর ঘটনা চাউর হতেই চাঞ্চল্য ছড়াল বুদবুদের কোটা পঞ্চায়েতের বলরামপুর এলাকায়। মৃত বালকের নাম সুব্রত সোরেন (৭)। স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় রয়েছে একটি বিশালাকার কাঁকর খাদান। সরকারি খাসজমিতে সেই খাদানে গত ২৯ তারিখ এক আদিবাসী বালক জলে তলিয়ে যায়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালের চিকিৎসকরা ওই বালককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পর থেকেই আতঙ্কিত এলাকার মানুষ।

স্থানীদের অভিযোগ, ইতিমধ্যেই বর্ষা শুরু হয়েছে। বৃষ্টির জলে ওই খাদানে জল ভরে গেলে ফের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তবে ঘটনার কয়েকদিন পরে পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসকের কাছে ওই খাদানের বিষয়ে মৃত বালকের পরিবার অভিযোগ জানিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে কোটা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আলাউদ্দিন মণ্ডল জানিয়েছেন, যে বালকটি মারা গিয়েছে তার বাড়ি খান্দারি ডাঙা এলাকায়। আদিবাসীদের উৎসব উপলক্ষ্যে ওই ছেলেটির পরিবার তার মামার বাড়ি এসেছিল বলরামপুর এলাকায়। সেখানে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে জলে নেমে তারা লাফালাফি করতে গিয়ে জলে তলিয়ে যায় বলে তিনি এলাকা সূত্রে জানতে পেরেছেন।

তবে তাঁর দাবি, ওই ছেলেটির পরিবারের পাশে সর্বদা রয়েছেন। ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক হলেও এই ঘটনা যাতে আর না ঘটে সেই বিষয়ে তাঁরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। তবে ওই খাদানটি কেউ অবৈধ বলেন সেটা পুরোপুরি মিথ্যে। প্রশাসনিক নিয়ম মেনেই কাঁকর মাটি কাটা হয়। সেই খাদানে মাছ চাষ করেন আশপাশের এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরাই। এখানে কোনও রকম অনৈতিক কাজ হয় না। তবে প্রশাসন যদি ওই খাদান বন্ধ করার নির্দেশ দেয়, তবে তা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

এই ঘটনায় আউশগ্রাম ব্লকের সিপিএম নেতা কোহিনুর গঙ্গোপাধ্যায় দাবি করেন, যদি মাটি কাটা নিয়ম মেনেই হয় তবে অবৈজ্ঞানিক ভাবেই মাটি কাটা হচ্ছে। খাদানগুলোর আদৌও অনুমতি আছে কিনা সেটা দেখতে হবে। বেআইনি ভাবে খাদান নির্মাণের ফলেই দুর্ঘটনা ঘটছে বলে তাঁর দাবি।

বিজেপির বিক্ষুব্ধরা নির্দল প্রার্থী দাঁড় করালেন বাগদার ভূমিপুত্রকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: বিজেপির বিক্ষুব্ধরা নির্দল প্রার্থী দাঁড় করালেন বাগদার ভূমিপুত্রকেই। এদিন উপনির্বাচনের প্রচার শুরু করলেন তিনি। মতুয়াগড় হিসেবে পরিচিত বাগদা বিধানসভা কেন্দ্র আর বাগদা কেন্দ্রে ভরসা রাখলেন তৃণমূল শিবির মতুয়াদের পূর্ণভূমি ঠাকুরবাড়ির ওপরে।বিজেপির একাংশ বিক্ষুব্ধ ভাবে নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন সত্যজিৎ মজুমদারকে। তবে বহিরাগত প্রার্থী চাই না দাবি তুলে বিজেপির পতাকা নিয়ে বাগদা বিধানসভা উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন বিক্ষুব্ধ বিজেপি নেতা সত্যজিৎ মজুমদার।

বৃহস্পতিবার হেলেঞ্চায় মিছিল করে ভোটপ্রচার করলেন সত্যজিৎ। মিছিল থেকে স্লোগান ওঠে ঠাকুরবাড়ির দালালি মানছি না। ঠাকুরবাড়ি রাজনীতি মুক্ত করতে নির্দল প্রার্থীর সত্যজিৎ মজুমদারকে আপেল চিহ্নে ভোট দেওয়ার আহ্বান করেন তাঁরা। এদিন তাঁরা হেলেঞ্চা বাজারে মিছিল করে ভোটপ্রচার করেন। এই বিষয়ে সত্যজিৎ মজুমদার বলেন, 'ঠাকুরবাড়ির যারা রয়েছে তারা বর্তমানে ঠাকুরবাড়ি কে ব্যবসায় পরিণত করেছে। আমি চাই ঠাকুরবাড়ি রাজনীতি মুক্ত করতে। আমি বাগদার ভূমিপুত্র, ভোটে জয়ী হবই।'

২১ জুলাইয়ের সমর্থনে তৃণমূলের সভা কাঁকসায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ২১ জুলাইয়ের সমর্থনে কাঁকসার রেলপারে একটি ম্যারেজ হলে তৃণমূলের সভা অনুষ্ঠিত হল। এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূলের কিষান খেত মজদুর সংগঠনের জেলা সভাপতি জয়ব্রত বৈদ্য, কাঁকসা ব্লকের যুব তৃণমূলের সভাপতি কুলদীপ সরকার, কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি চন্দন রায়, হিন্দি প্রকোস্ট সংগঠনের ব্লক সভাপতি কুলদীপ সিং সহ অন্যান্যরা। পশ্চিম বর্ধমান জেলার কিষান খেত মজদুর সংগঠনের জেলা সভাপতি জয়ব্রত বৈদ্য জানিয়েছেন, সারা পশ্চিমবাংলার মানুষের যে আবেগ সেই দিনটার নাম ২১ জুলাই। প্রতি বছর এই দিনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ কলকাতায় তৃণমূলের শহিদ দিবসের সভায় যোগ দিতে আসেন। শহিদদের তর্পণ করতে এবছর অন্যান্য বছরের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে মানুষ শহিদ সভায় যোগ দেবেন ও তৃণমূল সুপ্রিমোর বার্তা শুনতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ শহিদ দিবসের সভায় যোগ দেবেন।

যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার সাঁতুড়ি থানার তিলাবাইদ গ্রাম থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে সাঁতুড়ি থানার পুলিশ। মৃত যুবকের নাম সঞ্জয় হাঁসদা। বয়স ২৮বছর, বাড়ি তিলাবাইদ গ্রামে।

জানা যায়, যুবকটিকে বুধবার সন্ধ্যার দিকে তিলাবাইদ গ্রামে তাঁর বাড়ির অদূরে একটি গাছে ফাঁস লাগানো অবস্থায় স্থানীয়রা ঝুলতে দেখে সাঁতুড়ি থানার পুলিশকে খবর জানালে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে এলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ সাঁতুড়ি থানার পুলিশ ওই যুবকের দেহটি উদ্ধার করে পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য।

স্নাতকস্তরে গণহারে ফেলের প্রতিবাদে বিক্ষোভ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: স্নাতকস্তরে গণহারে পরীক্ষার্থীদের ফেল করার ঘটনায় গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। বৃহস্পতিবার দুপুরে পুরাতন মালদা ব্লকের গৌড় কলেজে সংশ্লিষ্ট এলাকার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতাকর্মীরা বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ দেখান। এরপরই গৌড় কলেজের অধ্যক্ষের কাছে গিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবির বিষয়ে একটি ডেপুটেশনে দেওয়া হয়।

মালদা জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহ-সভাপতি বৈদ্য ঘোষ দাবি করেন, 'গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় অধীনস্থ এবারের স্নাতকস্তরের প্রথম সেমিস্টারের পরীক্ষায় মাত্র তিন শতাংশ পরীক্ষার্থী পাশ করেছে। এতটা ফল খারাপ হওয়ার কথা নয়। এই ঘটনার পিছনে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একাংশের চরম গাফিলতি রয়েছে। নিয়মিত পঠনপাঠন না হওয়া এর পিছনে দায়ী। আমাদের দাবি ৭৫ শতাংশ ক্লাসের উপস্থিতি এবং পঠনপাঠন প্রক্রিয়া সঠিক করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত উপস্থিতির হার দেখতে হবে। এরকম বিভিন্ন দাবির বিষয়গুলি নিয়েও গৌড় কলেজের অধ্যক্ষকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।'

সাংসদ মিতালিকে পেয়ে উচ্ছ্বসিত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সাংসদ হয়েও তাঁর কর্মজগতের সহকর্মীদের ভোলেননি মিতালি বাগ। একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়ে মিতালি বাগ। তিনি আরামবাগ লোকসভার সদ্য সাংসদ হয়েছেন। দিল্লি থেকে অধিবেশন শেষ করে বাড়ি ফেরেন তিনি। বৃহস্পতিবার তাকে অঙ্গনওয়ারি কর্মীরা সংবর্ধনা দেন। আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের হাজিপুরে এই কর্মসূচি হয়।

এতে সাংসদ মিতালি বাগ আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত বলে জানান। কারণ বিগত দিনের কর্ম জগতের সহকর্মী তাঁরা। প্রসঙ্গত, সাংসদ হওয়ার আগে মিতালি বাগ গোঘাটের একটি গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন। ছোট শিশুদের পড়াতেন তিনি। পাশাপাশি চলত রাজনৈতিক কাজকর্ম। তবে তিনি বরাবরই ছোট শিশুদের পড়াতে ভালোবাসতেন। তাই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী হিসাবে তাঁর কাজ করতে বেশ ভালোই লাগত। মা-মাটি-মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন।

এদিন অঙ্গনওয়ারি কর্মীরা তাঁদের সহকর্মী তথা সাংসদকে কাছে পেয়ে সংবর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি গর্ব অনুভব করেন। কারণ সাংসদ হয়েও মিতালি বাগ প্রাক্তন আইসিডিএস সেন্টারের সুপারভাইজারকে মায়ের মতো এবং বর্তমানকে দিদি বলে ডাকলেন। এই সম্মানও মনে রাখার জন্যই মিতালির গর্বে তাঁরা গর্ব অনুভব করেন। এই বিষয়ে আরামবাগ লোকসভার সাংসদ মিতালি বাগ বলেন, 'পার্লামেন্টে ছিলাম। এদের কাছে পেয়ে খুব ভালো লাগছে। এটা একটা আনন্দের বিষয়। আরামবাগবাসী যে ভাবে আশীর্বাদ করে আমাকে লোকসভার সাংসদ করে পার্লামেন্টে পাঠিয়েছেন তাতে আমি কৃতজ্ঞ।'

তিনি আরও বলেন, 'হাজিপুরের ১৬৭ নম্বর আইসিডিএস সেন্টারের কর্মী ছিলাম। এটা আমার জীবনে অন্য রকম একটা পাওনা।' অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের প্রাক্তন সুপারভাইজার সবিতা রায় হাজরা বলেন, 'আমাদের ভূমিকন্যা মিতালি বাগ সাংসদ হওয়ায় আমরা খুবই খুশি।'

দি সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লি.
২য় তল, এআই আমিন ভবন, পারবীরহাটা, জিটি রোড, শ্রীপল্লী, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩১০৩, ইমেল আইডি : br0774@sib.co.in

স্বর্ণ নিলাম

যেহেতু, দ্য সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অনুমোদিত আধিকারিক, বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি(গুলি) জারি করে ঋণগ্রহীতাকে তার গৃহীত সোনার ঋণের বকেয়া পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছে, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারীরা স্বর্ণের অলঙ্কারগুলির কঠোরভাবে **"যেখানে যেমন আছে" এবং "যেখানে যা আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** অনলাইন নিলাম করবে। ২৩-০৭-২০২৪ তারিখে দুপুর ১২টা থেকে বেলা ৩টে পর্যন্ত ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্ট নম্বরের ক্ষেত্রে **https://egold.auctiontiger.net** এর মাধ্যমে অনলাইনে নিলাম পরিচালনা করা হবে।

ক্রম নং	এ/সি নং	নাম	দায়বদ্ধ তারিখ	দায়বদ্ধ সোনার ওজন (মোট ওজন গ্রাম)	স্বর্ণ ঋণের পরিমাণ টাকা
১	০৭৭৪৬৫৩০ ০০০০১৪১৮	মৃন্ময় ব্যানার্জি	৩১.১০.২০২৩	৪৩.৫১	১,৮৯,৮০১.৭৮
২	০৭৭৪৬৫৩০ ০০০০১৪৩১	মৃন্ময় ব্যানার্জি	০৩.১১.২০২৩	৭৭.১৪	৩,৩৪,২৬২.৭০

আর তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন অকশন টাইগার ৬৩৫২৬৩২৫২৩ নম্বরে।

স্বা/- ম্যানেজার
দি সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লি.

পঞ্জাব নীশনল বৈঙ্ক punjab national bank

জোনাল অফিস দুর্গাপুর, রেড ক্রস রোড, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর ৭১৩২১৬
ইমেল : zodgpsec@pnb.co.in

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস : দুর্গাপুর দুই ডাক ব্যবস্থায় (টেকনিক্যাল/ফিনান্সিয়াল) **ই-টেন্ডার আহ্বান করছে তালিকাভুক্ত ওইএম এর সিস্টেম ইন্টিগ্রেটরস (এসআইএস) এর অনুমোদিত অংশীদার তালিকাভুক্তি এবং সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষা, চালুকরণ (এসআইটিসি) এবং সিসিটিভি ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাঙ্কের শাখা/অফিসগুলিতে জোনাল অফিস দুর্গাপুরের অধীনে তালিকাভুক্তির জন্য।** ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিস্তারিত পাওয়া যাবে আমাদের ওয়েবসাইট **www.pnbindia.in** এবং **https://etender.pnbnet.in** থেকে।

সংশ্লিষ্ট এই বিজ্ঞপ্তির কোনও সংশোধনী/বিশ্লেষণ কেবল ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট থেকেই পাওয়া যাবে, যা আপনাদের নিয়মিতভাবে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ : ২০ **জুলাই ২০২৪ বিকেল ৩ টার মধ্যে।**

মেজর এন এস চৌহান
(চিফ ম্যানেজার -সিকিউরিটি)
জেডও : দুর্গাপুর

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কেন্দ্রীয় সরকার
রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন বেঞ্চ)
অফিস : নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) সম্পর্কিত
এবং
জিএফকে মোড প্রাইভেট লিমিটেড
CIN : U72900WB2004PTC099330
(২০১৩ সালের কোম্পানি আইন অধীনে নথিভুক্ত এবং রেজিস্টার্ড অফিস বি-১৪২, সার্ভে পার্ক (প্রেমিসেস নং ৮৪৭), কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৭৫ ভারত) সম্পর্কিত
... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **১ মার্চ ২০২৪ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"হরিয়ানা রাজ্যে"** কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস : বি-১৪২, সার্ভে পার্ক (প্রেমিসেস নং ৮৪৭), কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৭৫) পাঠাতে হবে।

বোর্ডের পক্ষে
জিএফকে মোড প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
তারিখ : ০৫.০৭.২০২৪ — সাগর পারিখ
স্থান : কলকাতা — ডিরেক্টর
ডিন-০৭৯৫৭৭৮৪
সি-৭০৭, সিলভার ক্রেস্ট, রাহেজা বিহার চণ্ডীভালি, পোয়াল, সাকিনাকা মুম্বই, মহারাষ্ট্র-৪০০০৭২

ইউনিয়ন বৈঙ্ক Union Bank

[রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর, বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর - ৭১৩২১৬, ফোন : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

যেহেতু,
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে **দাবি নোটিশের তারিখ ২৬.০৩.২০২৪ ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা সুদর্শন সিডস প্রা. লিমিটেড** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৭,২৭,৭৩,৩৫০.৬৩ টাকা** (সাত কোটি সাতাশ লাখ তিয়াত্তর হাজার তিনশ পঞ্চাশ টাকা এবং তেষট্টি পয়সা) টাকা **২২.০৩.২০২৪ পর্যন্ত** চুক্তি মোতাবেক হারে বকেয়া, সুদ ইত্যাদি।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **০২.০৭.২০২৪** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেনে **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বর্ধমান মেন শাখার** নিকট বকেয়া **৭,২৭,৭৩,৩৫০.৬৩ টাকা** (সাত কোটি সাতাশ লাখ তিয়াত্তর হাজার তিনশ পঞ্চাশ টাকা এবং তেষট্টি পয়সা) টাকা **২২.০৩.২০২৪ পর্যন্ত** চুক্তি মোতাবেক হারে বকেয়া, সুদ ইত্যাদি।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তি নং ১ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত দোতলা বসবাসের ভবন সম্পত্তি অবস্থিত বোরহাট, বঙ্কিরাম মারওয়ারি লেন, মৌজা : বর্ধমান, জেএল নং ৩০, এলআর প্লট নং ৩৩২৬ এবং ৩৩২৯, এলআর খতিয়ান নং ৮০০৯,৮৭৫৩, ১১০৯১, বর্ধমান পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৮, পো : নতুনগঞ্জ, থানা : বর্ধমান, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, জমির এরিয়া ১৯ ডেসিমেল, শ্রেণি : বাস্তু, **স্বত্বাধিকারী : শ্রী রাধেশ্যাম খান্ডেলওয়াল,** পিতা প্রয়াত ছোটালাল খান্ডেলওয়াল, **শ্রী গৌতম খান্ডেলওয়াল এবং শ্রী দীপক খান্ডেলওয়াল** উভয়ের পিতা শ্রী রাধেশ্যাম খান্ডেলওয়াল। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : শ্রী প্রদীপ শর্মার ভবন, দক্ষিণে : শ্রী দিলীপ খান্ডেলওয়াল এর কমনওয়াল বিল্ডিং, পূর্বে : ১২ ফুট এবং ৪ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : শ্রী দিলীপ খান্ডেলওয়াল এর কমনওয়াল বিল্ডিং এবং অন্যান্যর জমি।

সম্পত্তি নং ২ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিল্ডিং সম্পত্তি অবস্থিত গ্রাম : মাকুরগ্রাম, মৌজা : বনহামবীরপুর, জেএল নং ২৭২, এলআর খতিয়ান নং ৬০৭/২৫২/৮৮, আরএস খতিয়ান নং ৩৮, আরএস প্লট নং ৮৯০, হাল দাগ নং ১০৪০, নাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো : নাড়া, থানা : বাঁকুড়া, জেলা : বাঁকুড়া, পিন : ৭২২১৫৫, জমির এরিয়া ১৩৪ ডেসিমেল, শ্রেণি : ৮২ ডেসি (কারখানা) এবং ৫২ ডেসি (বাগান), **স্বত্বাধিকারী : শ্রী দীপক খান্ডেলওয়াল,** পিতা শ্রী রাধেশ্যাম খান্ডেলওয়াল। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্যর বাগান, দক্ষিণে : ১৫ ফুট চওড়া সড়ক এবং অন্যান্যর বাগান, পূর্বে : অন্যান্যর পুকুর, পশ্চিমে : গৌতম খান্ডেলওয়াল এর খালি জমি।

সম্পত্তি নং ৩ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত খালি জমি সম্পত্তি অবস্থিত বোরহাট, বঙ্কিরাম মারওয়ারি লেন,হোল্ডিং নং ১০ এবং ১২, মৌজা : বর্ধমান, জেএল নং ৩০, এলআর খতিয়ান নং ৫০৯০, ২৪৭, এলআর প্লট নং ২৬৩৫, ২৬৩৬, বর্ধমান পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৮ অধীন, পো :নতুনগঞ্জ, থানা : বর্ধমান, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩১০২। জমির এরিয়া ৩.৮১ কাঠা। পার্টিশন দলিল নং ১৬৪২ তারিখ ২৭.০২.২০১৩ এবং সংশোধিত পার্টিশন দলিল নং ৩২৬৫ তারিখ ২৫.০৪.২০১৩। **স্বত্বাধিকারী শ্রী রাধেশ্যাম খান্ডেলওয়াল,** পিতা প্রয়াত ছোটেলাল খান্ডেলওয়াল, **শ্রী গৌতম খান্ডেলওয়াল এবং শ্রী দীপক খান্ডেলওয়াল** উভয়ের পিতা শ্রী রাধেশ্যাম খান্ডেলওয়াল। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : মোহনলাল খান্ডেলওয়ালের ভবন, দক্ষিণে : বোরহাট পুর সড়ক, পূর্বে : অন্যান্যর জমি, পশ্চিমে : অন্যান্যর জমি।

ফ্যাক্টরি প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি, মজুত এবং বুক ডেটস সমুদয় দায়বদ্ধ অবস্থিত গ্রাম : মাকুগ্রাম, পো : নাড়া, থানা : বাঁকুড়া সদর, জেলা : বাঁকুড়া, পিন : ৭২২১৫৫ এবং হেভি মোড়, পো এবং থানা : বাঁকুড়া, পিন : ৭২২১০১।

তারিখ - ০২.০৭.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান - বর্ধমান — ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK — আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি. রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, তল, কলকাতা - ৭০০০১৭, ওয়েবসাইট : www.idbibank.in CIN : L65190MH2004GOI148838

সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশ

এডি সহ স্পিড পোস্ট

REF : IDBI/RBG/KOL-I/CHANDNI CHAKRABORTY — তারিখ : ১৩.০৬.২০২৪

শ্রীমতি চাঁদনী চক্রবর্তী (ঋণগ্রহীতা) ৮এ, নাকতলা রোড, প্রতীমা ম্যানসন কলকাতা, পিন - ৭০০০৪৭	শ্রীমতি চাঁদনি চক্রবর্তী (ঋণগ্রহীতা) এইচএসবিসি, ডিজে-৬, সেক্ট-২, করুণাময়ী, সল্টলেক কলকাতা, পিন - ৭০০০৯১	শ্রীমতি চাঁদনি চক্রবর্তী (ঋণগ্রহীতা) ফ্ল্যাট - কে০৮, প্রেমিসেস নং ২৮/১৪, বেদিয়া ডাঙা সেকেন্ড লেন, থানা কসবা, ওয়ার্ড নং - ৬৭, কলকাতা পিন - ৭০০০৩৯
মোবাইল নং : ৮২৭৬৯৯০৩০২	ইমেল আইডি : chandnichakraborty68@gmail.com	

মহাশয়া,

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড কর্তৃক শ্রীমতি চাঁদনী চক্রবর্তী (ঋণগ্রহীতা) (এ/সি নং ০৭০২৬৭৫১০০০৩৫১৭৬ এবং ০৭০২৬৭৫১০০০৩৫১৮৫) কে প্রদত্ত আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর-এর ক্ষেত্রে খেলাপি-জন্য বিধিবদ্ধ নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩(২) অধীনে।

১. আমরা, আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেড ("আইডিবিআই ব্যাঙ্ক"), অনুমোদিত অফিসারের মাধ্যমে, আপনাকে এই বিধিবদ্ধ নোটিশটি জারি করছি, আর্থিক সম্পদের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠন এবং সুরক্ষা সুদ প্রয়োগ আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে, ২০০২ ("অ্যাক্ট") নীচে বর্ণিত পরিস্থিতিতে **২.** আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, আপনাকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে, **শ্রীমতি চাঁদনী চক্রবর্তী** মেয়াদী ঋণ (এ/সি নং ০৭০২৬৭৫১০০০৩৫১৭৬ বাড়ি কেনার উদ্দেশ্যে ৩০,৬০,০০০ টাকার গৃহ ঋণ) এবং ১,২৩,২৭৯ টাকার বিমা প্রিমিয়ামের জন্য ঋণ (এ/সি নং ০৭০২৬৭৫১০০০১৫২৪২) মোট **৩১,৮৩,২৭৯.০০ টাকা (একত্রিশ লাখ তিরাশি হাজার দুশো উনআশি টাকা)** ("যৌথভাবে আর্থিক সহায়তা") ৩১.০৮.২০২২ তারিখের ঋণ চুক্তিতে থাকা শর্তাবলী অনুযায়ী ("ঋণ চুক্তি") এবং গ্যারান্টি (গুলি) এবং অন্যান্য সিকিউরিটিজ ("নিরাপত্তা নথি") সহ নিরাপত্তা নথি, যেগুলির বিবরণ পরিশিষ্ট ১এ-তে দেওয়া আছে। **৩.** আর্থিক সহায়তার নিরাপত্তা হিসাবে, আপনি **শ্রীমতি চাঁদনী চক্রবর্তী** ৮৫০ বর্গমিটার পরিমাপের একটি আবাসিক ফ্ল্যাট/ইউনিট নং কে০৮ সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখেছিলেন ৪র্থ তলে মার্বেল মেঝেতে একই রকম বা একটু বেশি বা কম সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া লিফট সহ ২ বেডরুম, ১ ডাইনিং কাম, ১ রান্নাঘর, ২টি টয়লেট, ১টি বারান্দা যা "আয়ুষ কুঞ্জ" নামে পরিচিত, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এবং ৫ কাঠা পরিমাপের জমির অংশের উপর তৈরি করা হয়েছে G+IV তলা বিল্ডিংয়ের সাথে একই বা একটু কম বা একত্রে (লিফট সুবিধা সহ) ২৮/১৪, বেদিয়া ডাঙ্গা সেকেন্ড লেনে অবস্থিত এবং সিএস দাগ নং-এর বিভিন্ন অংশ ২৮২, ২৮৩, ৩০৫, ৩৩৯, ১০১৬, ১০১৭ এবং ১০১৮ মৌজা বন্ডেল, ওয়ার্ড নং ৬৭, কলকাতা পৌরসংস্থার অধীন, থানা - কসবা, কলকাতা ৭০০০৩৯ উল্লেখ্য অ্যাসেসি নং ২১০৬৭০৫০০৯৮৬ চৌহদ্দি : উত্তরে ২০ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণে : ২০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা এবং বেদিয়া ডাঙ্গা সেকেন্ড লেন, পূর্বে : ২৮/২, বেদিয়া ডাঙ্গা সেকেন্ড লেন, পশ্চিমে ২৮/১০, বেদিয়া ডাঙ্গা সেকেন্ড লেন। উপরোক্ত স্থাবর সম্পত্তিগুলিকে পরবর্তীতে সম্মিলিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে 'সুরক্ষিত সম্পদ' এর বিশদগুলি যেখানে পরিশিষ্ট ১ বি-তে দেওয়া আছে। **৪.** উক্ত মঞ্জুরিকৃত চুক্তির অধীনে প্রাপ্ত অনুযায়ী সময়ে সময়ে মোট **৩১,৮৩,২৭৯.০০ টাকা (একত্রিশ লাখ তিরাশি হাজার দুশো উনআশি টাকা) ৫.** সিকিউরিটি ডকুমেন্টের সাথে পড়া লোন এগ্রিমেন্টের পরিপ্রেক্ষিতে, আপনি আইডিবিআই ব্যাঙ্ককে পরিশোধ করতে সম্মত হয়েছিলেন, লোন এগ্রিমেন্টে থাকা অ্যামোর্টাইজেশন শিডিউল অনুযায়ী আপনি আদায় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন আইডিবিআই ব্যাঙ্ককে, আর্থিক সহায়তার মূল পরিমাণের কিস্তি, সুদ এবং অন্যান্য অর্থ, যার বিবরণ পরিশিষ্ট II এ দেওয়া আছে। আপনার দ্বারা ঋণখেলাপির ফলে, আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্ট(গুলি) আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক ০৯.০৩.২০২৪ তারিখে জারি করা নির্দেশাবলী/বর্তমান নির্দেশিকা অনুসারে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (NPA) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে সময়ে সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নির্দেশ মোতাবেক। **৬.** আপনার ঋণখেলাপির ফলে, এটির রেফ সহ চিঠিটি দেখুন নং LRN-0702675100035176 তারিখ ২২-০৪-২০২৪, সুদ এবং অন্যান্য অর্থের সাথে একত্রে আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করেছে ০৯.০৩.২০২৪ তারিখে **৩২,৫৭,৫৭৮.০০ টাকা (বত্রিশ লাখ সাতান্ন হাজার পাঁচশ আটাত্তর টাকা)** আইডিবিআই ব্যাঙ্ককে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য আপনার দ্বারা অবিলম্বে বকেয়া এবং প্রদেয় ০৯.০৩.২০২৪ পর্যন্ত বকেয়া পরিমাণের বিবরণ পরিশিষ্ট III এ দেওয়া আছে। **৭.** আইডিবিআই ব্যাঙ্ক আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে আপনার কাছে এই বিধিবদ্ধ নোটিশটি জারি করার অধিকারী হয়েছে এবং এটি আপনাকে কিছু সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া আদায়ের জন্য কেষ্টপুর শাখায় আইডিবিআই ব্যাঙ্ককে অর্থ প্রদান করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে, উপরোক্ত মোট পরিমাণ **৩২,৫৭,৫৭৮.০০ টাকা (বত্রিশ লাখ সাতান্ন হাজার পাঁচশ আটাত্তর টাকা)** ০৯.০৩.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া পরিশিষ্ট III অনুসারে -১০.০৩.২০২৪ থেকে আইডিবিআই ব্যাঙ্কের কাছে প্রযোজ্য আরও সুদ সহ চক্রবৃদ্ধি সুদের ভিত্তিতে চুক্তিভিত্তিক হার, অর্থপ্রদান/বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত, যা ব্যর্থ হলে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, একটি সুরক্ষিত পাওনাদার হিসাবে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের হস্তক্ষেপ ছাড়াই তার নিরাপত্তা সুদ কার্যকর করার অধিকারী হবে, এক বা একাধিক ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়ে আইনের তৃতীয় অধ্যায়, যার মধ্যে রয়েছে (কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়) দখল নেওয়া এবং/অথবা সুরক্ষিত সম্পদের ব্যবস্থাপনা, যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ অ্যানেক্সার- আইবি-তে দেওয়া আছে যাতে আপনার নিজের ঝুঁকিতে এর বকেয়া আদায়ের খরচ এবং ফলাফল অনুযায়ী **৭.** আইডিবিআই ব্যাঙ্ক আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে আপনার কাছে এই বিধিবদ্ধ নোটিশটি [illegible] চক্রবৃদ্ধি সুদের ভিত্তিতে চুক্তিভিত্তিক হার, অর্থপ্রদান/বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত, যা ব্যর্থ হলে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, একটি সুরক্ষিত পাওনাদার হিসাবে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের হস্তক্ষেপ ছাড়াই তার নিরাপত্তা সুদ কার্যকর করার অধিকারী হবে, এক বা একাধিক ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়ে আইনের তৃতীয় অধ্যায়, যার মধ্যে রয়েছে (কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়) দখল নেওয়া এবং/অথবা সুরক্ষিত সম্পদের ব্যবস্থাপনা, যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ অ্যানেক্সার- আইবি-তে দেওয়া আছে যাতে আপনার নিজের ঝুঁকিতে এর বকেয়া আদায়ের খরচ এবং ফলাফল সহ। **৮.** আমরা আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতিও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যা অনুযায়ী যদি ঋণগ্রহীতা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং সুরক্ষিত পাওনাদারের দ্বারা করা খরচের সাথে বকেয়া অঙ্কের টাকা আদায় না দিলে তাহলে পাবলিক নিলামের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে বা সরকারী বা বেসরকারী চুক্তি থেকে উদ্ধৃতি বা দরপত্র আমন্ত্রণ করার সময়, ঋণগ্রহীতা সুরক্ষিত সম্পদগুলি খালাস করার অধিকারী হবেন না। **৯.** অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশ প্রাপ্তির পরে, আইনের ১৩(১৩) ধারা অনুসারে, আপনি বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় (আপনার ব্যবসার সাধারণ কোর্স ব্যতীত) সুরক্ষিত যে কোনও উপায়ে স্থানান্তর করবেন না। আইডিবিআই ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়াই অ্যানেক্সার-আইবি-তে বর্ণিত সম্পত্তি। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আইনের বিধান লঙ্ঘন আইনের ধারা ২৯ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। **১০.** অনুগ্রহ করে আরও অবগত হন যে এই বিধিবদ্ধ নোটিশটি আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে আইডিবিআই ব্যাঙ্কের আইন বা চুক্তিতে বা উভয় ক্ষেত্রেই উপলব্ধ অন্যান্য সমস্ত অধিকার এবং প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই জারি করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট -I A, (শ্রীমতি চাঁদনী চক্রবর্তী -ঋণগ্রহীতা)
আর্থিক সহায়তা,পরিমাণ মঞ্জুর এবং সম্পাদিত নথির বিস্তারিত

ক্রম নং	ঋণের পরিমাণ	ঋণ চুক্তির এবং জামিনের অন্যান্য নথির বিস্তারিত
১	গৃহ ঋণ : ৩০,৬০,০০০ টাকা, এ/সি নং (০৭০২৬৭৫১০০০৩৫১৭৬) ঋণের বিমা কিস্তি ১,২৩,২৭৯.০০ টাকা, এ/সি নং (০৭০২৬৭৫১০০০১৫২৪২)	১. ঋণ চুক্তি তারিখ ৩১.০৮.২০২২; ২. ওআরজি রেজি হস্তান্তর দলিল নং ১৬২৩৮ তারিখ ২৮.০৯.২০২২ -২০২২ সালের, চণ্ডী চক্রবর্তীর অনুকূলে সম্পাদিত। ৩. বন্ধকদত্ত তারিখ ৩১.০৮.২০২২। ৪. পাওয়ার অব অ্যাটর্নি তারিখ : ৩১.০৮.২০২২। ৫. ঋণ বিমা কিস্তি চুক্তি তারিখ ৩১.০৮.২০২২

পরিশিষ্ট- I B (শ্রীমতি চাঁদনী চক্রবর্তী -ঋণগ্রহীতা)
বকেয়া উশুলের জন্য জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ

বন্ধকদত্ত সম্পদ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ব্যাঙ্কের নিকট সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে বিস্তারিত : স্বত্ব দলিল : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি বসবাসের ফ্ল্যাট/ইউনিট নং কে০৮ পরিমাণ ৮৫০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪র্থতল মার্বেল মেঝে সমন্বিত লিফট সহ ২ বেডরুম, ১ ডাইনিং , ১ কিচেন , ২ টয়লেট , ১ ব্যালকনি উক্ত 'আয়ুষ কুঞ্জ' নামে পরিচিত ভবনে নির্মিত জমির পরিমাণ ৫ কাঠা কমবেশি তদস্থিত জি-৪ তলা ভবন (লিফট সুবিধা সহ) অবস্থিত ২৮/১৪, বেদিয়া ডাঙ্গা সেকেন্ড লেন, বিভিন্ন অংশ সিএস দাগ নং ২৮২, ২৮৩, ৩০৫, ৩৩৯, ১০১৬, ১০১৭ এবং ১০১৮ ,মৌজা : বন্ডেল, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৬৭ অধীন, থানা : কসবা, কলকাতা ৭০০০৩৯, উল্লেখ্য অ্যাসেসি নং ২১০৬৭০৫০০৯৮৬ চৌহদ্দি :উত্তরে : ২০ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : ২০ ফুট চওড়া সড়ক এবং বেদিয়া ডাঙ্গা সেকেন্ড লেন, পূর্বে : ২৮/২ বেদিয়া ডাঙ্গা সেকেন্ড লেন, পশ্চিমে : ২৮/১০, বেদিয়া ডাঙ্গা সেকেন্ড লেন।

পরিশিষ্ট -II (শ্রীমতি চাঁদনী চক্রবর্তী -ঋণগ্রহীতা)
মূল এবং সুদ ইত্যাদি আদায়দানের খেলাপির বিস্তারিত

আর্থিক সহায়তা	মূল বকেয়া তারিখ	পরিমাণ	সুদ বকেয়া তারিখ	পরিমাণ
	(১)	(২)	(৩)	(৪)
গৃহ ঋণ ৩০,৬০,০০০ টাকা এ/সি নং (০৭০২৬৭৫১০০০৩৫১৭৬)	০৯.০৩.২০২৪	৭,৬৪৪.০০	০৯.০৩.২০২৪	৯৩,১২৮.০০
ঋণ বিমা কিস্তি ১,২৩,২৭৯.০০ টাকা এ/সি নং (০৭০২৬৭৫১০০০৩৫১৮৫)	০৯.০৩.২০২৪	১,৬৭১.০০	০৯.০৩.২০২৪	৩,৭৬৯.০০
মোট		৯,৩১৫.০০		

পরিশিষ্ট -III (শ্রীমতি চাঁদনী চক্রবর্তী -ঋণগ্রহীতা)
(এ) মোট দাবির বিস্তারিত

আর্থিক সহায়তা	মূল	সুদ	মোট
গৃহ ঋণ ৩০,৬০,০০০ -এ/সি নং (০৭০২৬৭৫১০০০৩৫১৭৬) ০৯.০৩.২০২৪ অনুযায়ী	৩০,৩৮,২৮২.০০	৯৩,১২৮.০০	৩১,৩১,৪১০.০০
ঋণ বিমা কিস্তি ১,২৩,২৭৯.০০ টাকা -এ/সি নং (০৭০২৬৭৫১০০০৩৫১৮৫) ০৯.০৩.২০২৪ অনুযায়ী	১,২২,৩৯৯.০০	৩,৭৬৯.০০	১,২৬,১৬৮.০০
মোট	৩১,৬০,৬৮১.০০	৯৬,৮৯৭.০০	৩২,৫৭,৫৭৮.০০

খ) ব্যয়ের বিবরণ -নেই

মোট (এ-বি) : ৩২,৫৭,৫৭৮.০০ (বত্রিশ লাখ সাতান্ন হাজার পাঁচশো আটাত্তর টাকা) টাকা ০৯.০৩.২০২৪ অনুযায়ী পরিশিষ্ট -৩ অনুসারে এবং পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং শুল্ক ১০.০৩.২০২৪থেকে।

স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার
তারিখ : ০৫.০৭.২০২৪ — আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ইন্ডিয়ন বৈঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস: কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০০১

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।

ঋণগ্রহীতাগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও কমনভাবে জনকমনকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং কমনভাবে জনকমনকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন যেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক(পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।

"আমরা এখানে বিশদভাবে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।"

ক্র. নং.	অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতা / শাখার নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তি ও দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	সম্পত্তির বর্ণনা
১.	**শ্রীমতী মলি পাল (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) এবং শ্রী কৌশিক পাল (জামিনদার)** **ঠিকানা:** ৭, কুমোরপাড়া, ১ম লেন, পোস্ট - কোদালিয়া, ওয়ার্ড - ১৮, থানা- সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা- ৭০০১৪৬, এছাড়াও ঠিকানায়- ফ্ল্যাট নং সি. ৩য় ফ্লোর, জে এন বোস রোড, দক্ষিণ ২৪ পরগনা- ৭০০১৪৬ **শাখা: গোবিন্দপুর শাখা**	০৭.১১.২০২৩ এবং ০৪.০৭.২০২৪	**১৪,১২,০০৮.০০ টাকা (চৌদ্দ লক্ষ বারো হাজার আট টাকা মাত্র)** ০৬.১১.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত তার উপর প্রযোজ্য আরও সুদ, চার্জ এবং খরচ সহ।	ফ্ল্যাট নং সি-এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল তৃতীয় ফ্লোরে অবস্থিত, যার পরিমাপ কমবেশি ৫১৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা, প্রায় ৮ (আট) কাঠা ৫ (পাঁচ) ছটাক ও (শূন্য) বর্গফুট পরিমাপের জমিতে নির্মিত। কোদালিয়া মৌজায় অবস্থিত যার জেএল নং ৩৫, আরএস নং ১৪৯, তৌজি নং ১২০, আরএস খতিয়ান নং ১২১, এলআর খতিয়ান নং-৪১০৪, ৪১০৫, ৪১০৬, আর.এস. দাগ নং ২৫৯, এলআর দাগ নং ৩৩১, হোল্ডিং নং-১৯, জেএন বোস রোড, রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভার ২০ নং ওয়ার্ডের মধ্যে সাব-রেজিস্ট্রি অফিস এবং থানা সোনারপুর অধীন, জেলা -২৪ পরগণা (দক্ষিণ) এর মধ্যে, ২০১৫ সালের দলিল নম্বর ১৬০৮০৩৯০৪, বই নং ১ .ভলিউম নং ১৬০৮-২০১৫, পৃষ্ঠা ২৭২৭৬ থেকে ২৭৩০৭ তে নিবন্ধিত সম্পত্তিটি শ্রীমতী মলি পালের নামে। **সীমানা:** উত্তর- পিডব্লিউডি রোড, দক্ষিণ- আরএস দাগ নং- ২৬০ দ্বারা, পূর্ব- আরএস দাগ নং- ২৬২ দ্বারা, পশ্চিম- ড্রেন এবং পৌর সড়ক দ্বারা।
২.	**জনাব রফিক মোল্লা (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) এবং মিসেস মমতাজ বিবি মোল্লা (জামিনদার)** **ঠিকানা:** গ্রাম- বাদেহুগলী গোবিন্দপুর, দক্ষিণ গোবিন্দপুর জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১৪৫ **শাখা: গোবিন্দপুর শাখা**	১২.১২.২০২৩ এবং ০৪.০৭.২০২৪	**৬,৩২,০৪০.০০ টাকা (ছয় লক্ষ বত্রিশ হাজার চল্লিশ টাকা মাত্র)** ১২.১২.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত তার উপর প্রযোজ্য আরও সুদ, চার্জ এবং খরচ সহ।	২ কাঠা পরিমাপের জমির উপর নির্মিত বিল্ডিং সহ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার গ্রাম- দক্ষিণ বাদেহুগলী, মৌজা গোবিন্দপুর, জেএল নং ৮১, (আরএস ৪০০), তৌজি নং - ৯৫, আরএস খতিয়ান নং ৩৯২, এল.আর. খতিয়ান নং ১০০৫, আরএস দাগ নং ৪১৮, এলআর দাগ নং ৪১৮ হোল্ডিং নং ১৬৩২ লাঙ্গলবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে বিক্রয় দলিল নং ১৯৯৯ সালের আই-৯৩৩ এডিএসআর সোনারপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা বই নং -১ .ভলিউম নং ১৬, পৃষ্ঠা ১ থেকে ৬ তে নিবন্ধিত, সম্পত্তিটি জনাব রফিক মোল্লার নামে। **সীমানা:** উত্তর - রাস্তা, দক্ষিণ- জনাব পেয়ার আলী গাজীর বাগান, পূর্ব- পেয়ার আলী গাজীর সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিম- পেয়ার আলী গাজীর সম্পত্তি দ্বারা।

তারিখ: ০৪.০৭.২০২৪ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: কলকাতা — **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

তৃণমূলের একাংশের মদতে সরকারি জমি দখলে দোকানঘর নির্মাণকাজের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পানাগড় বাজারের দার্জিলিং মোড়ে রাজ্য সড়কের ধারে ও পানাগড় বনবিভাগের অফিসের পাশেই বেআইনি ভাবে রাজ্য সড়কের জায়গা দখল করে একটি দোকানঘর নির্মাণের কাজ চলছিল বলে অভিযোগ। তৃণমূলের একাংশের মদতেই চলছিল এই কাজ বলে স্থানীয়রা অভিযোগ তোলেন। যদিও এই বিষয়ে স্থানীয়রা ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে চাননি। কে বা কারা এই অবৈধ নির্মাণ কাজ করছিলেন, তাও কেউ জানাতে চাননি। যদিও বিষয়টি জানতে পেরে কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নির্মাণকাজ বন্ধ করে দেয়।

কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশ মতো কোনও ভাবেই বেআইনি ভাবে জমি দখল করা যাবে না। কাঁকসায় যে সমস্ত জায়গায় অবৈধ নির্মাণ হয়েছে বা হচ্ছে সবই বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনও দল বা রাজনৈতিক রং দেখা চলবে না। প্রশাসন এই বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ করেছে। যে সমস্ত জায়গায় বেআইনি ভাবে জমি দখল হয়েছে সেখানে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগামী একমাস সকল ব্যবসায়ীদের সময় দেওয়া হয়েছে উঠে যাওয়ার জন্য।

যদিও এই বিষয়ে বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য ইন্দ্রজিৎ ঢালি জানিয়েছেন,পুরোটাই টাকার লেনদেনের গল্প। তদন্ত করলে শাসকদলের অনেকের নাম উঠে আসতে পারে তাই ভয়ে কেউ মুখ খুলতে চাইছে না। একদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন বেআইনি জমি দখলের বিরুদ্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন, সেখানে তাঁরই দলের লোকেরা বেআইনি কাজের সঙ্গে জড়িত। আগে তিনি তাঁর দলের লোকদের সামলান।

অন্যদিকে পানাগড় বাজারের এক ব্যবসায়ী তাঁর দোকানের সামনের বারান্দার ওপর শেড তৈরি করার খবর পেয়ে পুলিশ বারণ করতে গেলে পুলিশকে ঘিরে কয়েকজন ব্যবসায়ী গালিগালাজ করেন ও পুলিশের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ায় ও দুর্ব্যবহারের অভিযোগে ৫জনকে আটক করে পুলিশ। যদিও সন্ধ্যার দিকে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে পুলিশের কাছে ক্ষমা চাইতে পুলিশ সকলকে ছেড়ে দেয়।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কাঁকসা ব্লকের যে সমস্ত রাস্তায় ও সরকারি জমি অবৈধ ভাবে দখল হয়েছে, সেই সমস্ত জায়গায় ড্রোন ক্যামেরায় ছবি তুলে তার একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করে ব্যবসায়ীদের অবৈধ ভাবে দখল করা জায়গা ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ইতিমধ্যে অনেক ব্যবসায়ী প্রশাসনের নির্দেশ মেনে অবৈধ ভাবে দখল করা জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন।

আদিবাসীদের উন্নয়নে পর্যালোচনা বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার লোধা শবর জনজাতির উন্নয়নের জন্য গঠিত লোধা শবর বোর্ডের কাজ নিয়ে বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসনিক ভবনে একটি পর্যালোচনা বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে বোর্ডের প্রতিনিধি এবং জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকেরা উপস্থিত ছিলেন। লোধা শবর জনজাতির উন্নয়নে এই বোর্ডের মাধ্যমে ইতিমধ্যে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়েছে। আরও বেশ কিছু কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে আর্থিক অনুমোদনের প্রস্তাব দ্রুত পাঠানো হবে বলে জানা গিয়েছে। জেলার লোধা শবর অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে কী কী ধরনের উন্নয়নের কাজ আবশ্যক সে ব্যাপারে পর্যালোচনা করে একটি সামগ্রিক তথ্যভান্ডার তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসক। সেই সঙ্গে কাজের মানও সুনিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জেলাশাসক এদিন অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও বৈঠক করেন। জনজাতি সম্প্রদায়গুলির বিভিন্ন উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে পঞ্চায়েত স্তরে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা রয়েছে। পাশাপাশি হাসপাতালগুলিতে টেলি মেডিসিন, বিনামূল্যে রক্ত পরীক্ষা, সিকেল সেল আনেমিয়া, থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজনকে এই সমস্ত পরিষেবার সম্পূর্ণ সুযোগ নেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।

বাল্যবিবাহ রুখতেও জন সচেতনতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিগত একবছরে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজনকে জমির পাট্টা, ফরেস্ট পাট্টা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন হয়েছে বলে ভূমিদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। জাহের থান ও মাঝির থান তৈরির ব্যাপারে উপস্থিত আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে। জেলার আদিবাসী এলাকাগুলির আরও উন্নয়নের বিষয়গুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আগামী দিনে নিয়মিত ভাবে এই ধরনের বৈঠক আয়োজন করা হবে বলে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা জানিয়েছেন।

ছাত্রের বচসায় উত্তপ্ত বালুরঘাট কলেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দু'দল ছাত্রের বচসায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল বালুরঘাট কলেজ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় বালুরঘাট কলেজে চত্বরে। যদিও বিষয়টি জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ দু'পক্ষকে বুঝিয়ে বিষয়টি মিটমাট করে দেন কলেজের প্রিন্সিপাল।

জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগে হিলি কলেজে পরীক্ষা দিয়ে আসার সময় দু'দল ছাত্রের মধ্যে বচসা হয়। সেই বচসা তখন মিটে গেলেও; এদিন সেই ঘটনার সূত্র ধরেই দু'দল ছাত্র একে অপরের ওপর বাস, লাঠিসোটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দু'দল ছাত্র একে অপরের দিকে অভিযোগের তির ছুড়ে দেয়। এ বিষয়ে শুভ বর্মন নামে এক কলেজ পড়ুয়ার দাবি, 'কয়েকদিন আগে পরীক্ষা দিয়ে ফেরার সময় কয়েকজন মারামারিতে জড়িয়ে পড়েছিল। সেই সময় আমাকেও হুমকি দেওয়া হয়েছিল। আজকে বাঁশ দিয়ে আমাকে পেছন থেকে মারা হয়েছে। আমি কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। আমি কোনও ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত নই। প্রিন্সিপালের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি।'

গৌরব কুমার পাল নামে আর এক ছাত্র দাবি করেন, 'আমরা গত ২ তারিখে হিলি কলেজে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলাম। ফেরার সময় বাসে তৃতীয় বর্ষের একজন ছাত্র মেয়েদের উত্যক্ত করছিল। সেই সময় প্রতিবাদ করলে আমাদের সঙ্গে বচসায় জড়ায়। যদিও পরে সবকিছু মিটমাট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ সেই ঘটনায় আমাদেরকে মারধর করা হয়।' শুভ্রদীপ পাল নামে আর এক ছাত্র দাবি করেন, 'কয়েকদিন আগে একটি বচসার ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনায় আমি যুক্ত না থাকলেও আজ আমাকে পেছন থেকে বাঁশ দিয়ে মারা হয়েছে। আমরা প্রিন্সিপালের কাছে এই বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েছি।'

এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে বালুরঘাট কলেজের প্রিন্সিপাল ডঃ পঙ্কজ কুণ্ডু বলেন, 'কয়েকজন ছাত্রের মধ্যে বচসা হয়েছে বলে শুনেছি। বিষয়টি জানতে পেরে কলেজের অশিক্ষক কর্মী, শিক্ষক সহ আমিও ছুটে যাই। যেটুকু জানতে পেরেছি সিক্স সেমিস্টারের পরীক্ষা চলছিল অন্য কলেজে, সেই সময় বাসে বসা নিয়ে কোনও একটা ঝামেলা হয়েছিল। তারই বহিঃপ্রকাশ হয়তো আজকে ঘটেছে। আমি দু'পক্ষকে বুঝিয়ে পুরো বিষয়টি মিটমাট করে দিয়েছি।'

রঘুনাথপুরে জলে ডুবে বৃদ্ধের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ১ নম্বর ব্লকের আড়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আড়রা গ্রামের এক সত্তর বছরের বৃদ্ধ বৃহস্পতিবার সকালে গ্রামের অদূরে একটি পুকুরে শৌচকর্ম করতে গিয়ে ওই পুকুরের জলে ডুবে মারা যান। মৃত বৃদ্ধের নাম দুর্গাদাস চন্দ্র (৭০)।

মৃতের ছেলে বিজয় চন্দ্র পুলিশকে জানান, তাঁর বাবা দুর্গাদাস চন্দ্র অন্যান্য দিনের মতো বৃহস্পতিবার সকালে গ্রামের অদূরে একটি পুকুরে শৌচকর্ম করতে গিয়েছিলেন। কোনও ভাবে বাবা ওই পুকুরের জলে তলিয়ে যান। স্থানীয়রা তা দেখতে পেয়ে তাঁদের খবর দিলে বাবাকে উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাঁর বাবাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপরই রঘুনাথপুর থানার পুলিশ খবর পেয়ে বৃহস্পতিবারই বৃদ্ধের দেহটি রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে উদ্ধার করে পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য।

চোপড়ার সালিশি সভাকাণ্ডে ধৃত আরও ২, ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটসের প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: চোপড়ার সালিশি সভাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে বুধবার রাতে পুলিশ তাহেরুল ইসলাম ও আব্দুল রফ নামে আরও ২ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত ২ জনকে এদিন পুলিশ আদালতে পেশ করে। এই নিয়ে এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত তাজিমুল ইসলাম সহ ৪ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পাশাপাশি এদিন দিল্লি থেকে চোপড়ার লক্ষ্মীপুরে এসে পৌঁছয় ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিটির পক্ষ থেকে ৪ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল। লক্ষ্মীপুর এলাকার বিভিন্ন জায়গায় তারা ঘুরে বেড়ালেও সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কোনও কথা বলেনি।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি চোপড়ার এক ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন' পত্রিকা। সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছিল, স্থানীয় বিধায়ক হামিদুল রহমানের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত তাজিমুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তি এক যুবক যুবতীকে মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধর করছেন। জানা যায়, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে যুবক যুবতীর বিরুদ্ধে সালিশি সভা বসিয়ে এই তালিবানি অত্যাচার চলে। এমনকি সেখানে উপস্থিত প্রত্যেকেই নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিল। চোপড়ার এই ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একটি মামলা শুরু করে। মূল অভিযুক্ত তাজিমুল সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এদিন সকাল ১ টা নাগাদ ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশনের পক্ষ থেকে ৪ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল লক্ষ্মীপুরে আসে। প্রতিনিধি দলটি প্রথমে নির্যাতিত ওই যুবক ও যুবতীর বাড়ি গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলে। তারপর তারা লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দপ্তরে গিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে। এরপর লক্ষ্মীপুর বাজার এলাকায় ঘুরে ঘুরে তারা একাধিক মানুষের সঙ্গে কথা বলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সেদিনের ঘটনার সময় কারা সেখানে উপস্থিত ছিল, তাদের মধ্যে কেউ এই ঘটনা থামাতে গিয়েছিল কি না, তাজিমুলের সঙ্গে কতজন অনুগামী ছিল, সবকিছুই তারা বাসিন্দাদের খুটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে। তবে জেসিবি'র গ্রুপের ভয়ে বাসিন্দারা তাদের কাছে খুব একটা মুখ খোলেনি বলেই জানা গিয়েছে।

ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপার জবি থমাস জানিয়েছেন, 'ভাইরাল হওয়া ভিডিও খুটিয়ে দেখে ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত আরও ২ জনকে সনাক্ত করা হয়েছে। তাদের বুধবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিন ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশনের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল এলাকায় এসেছে জানতে পেরেছি। তারা তাদের মতো কাজ করছে। নিয়ম মেনে আমাদের যতটুকু সাহায্য করার আছে, আমাদের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে।'

কোর্ট চত্বরে হাতাহাতির অভিযোগ জুনিয়র আইনজীবীদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান কোর্ট চত্বরে হাতাহাতির ঘটনায় অভিযোগ উঠল জুনিয়র আইনজীবীদের বিরুদ্ধে। ঘটনার বিষয়ে বার অ্যাসোসিয়েশনকে জানানো হয়। এই ঘটনায় কিছুক্ষণের জন্য বর্ধমান থানা ঘেরাও করা হয়। এই বিষয় নিয়ে বার অ্যাসোসিয়েশনে আলোচনায় বসেন সমস্ত আইনজীবীরা। যাতে এই ধরনের ঘটনা আগামী দিন আর না ঘটে।

বর্ধমান শহরের কোর্ট কম্পাউন্ড এলাকায় বর্ধমান আদালত চত্বরের মধ্যে সাত নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি গোলাপ সোনকার নিজের ব্যক্তিগত কিছু কাজ করাতে আসেন। তাঁর অভিযোগ, সেই সময় গাড়ি রাখাকে কেন্দ্র করে কিছু জুনিয়র আইনজীবীদের সঙ্গে হাতাহাতি জড়িয়ে পড়েন তিনি। তৃণমূল নেতা গোলাপ সোনকারকে একা পেয়ে তাঁকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তারপর তিনি বিষয়টি তাঁর ওয়ার্ডে দলীয় কর্মীদের জানান। তারপর তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে কোর্ট চত্বর থেকে বর্ধমান থানায় যান সেখানে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়। এই দাবি নিয়ে থানার সামনে বিক্ষোভ দেখানোর পর বর্ধমান বার অ্যাসোসিয়েশনের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দেন জুনিয়র আইনজীবীদের বিরুদ্ধে। এই বিষয়ে বর্ধমান জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয় তাঁরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসেন। যাতে এই ঘটনা আর না ঘটে সেই বিষয়ে সকলকে সতর্ক করা হয়।

ডোমজুড়ে অনুষ্ঠিত ২৭তম রাজ্য ক্যারাম প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডোমজুড়: বিগত ২৬ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ ডোমজুড় মর্নিং স্টার ক্লাবে অনুষ্ঠিত হল ২৭তম রাজ্য ক্যারাম প্রতিযোগিতা। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৬৫ জন খেলোয়াড় অংশ নিয়েছিলেন এই প্রতিযোগিতায়। ১২টি ব্যক্তিগত বিভাগ ছাড়াও ২টি ডাবলস্ এবং ২টি দলগত বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দলগত পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে হুগলি জেলা এবং রানার্স এলআইসি।

মহিলাদের দলগত বিভাগের প্রথম ২টি স্থান পেয়েছেন যথাক্রমে শিলিগুড়ি এবং হুগলি জেলা। পুরুষদের ডাবলস্ বিভাগেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে হুগলি জেলা এবং রানার্স এলআইসি। মহিলাদের ডাবল বিভাগের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শিলিগুড়ি এবং রানার্স হুগলি। বয়স ভিত্তিক ১২টি ব্যক্তিগত বিভাগের দু'টিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শিলিগুড়ির পৃথ্বী সাহা। এছাড়াও আরও ২টি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন শিলিগুড়ির পাপিয়া বিশ্বাস ও মাম্পি কোদালিয়া। ৩টি ব্যক্তিগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে হুগলির আহেলি কংসবণিক, ঐশ্রী মজুমদার এবং স্বর্ণালী সানা। ২টি ব্যক্তিগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হাওড়ার আদিত্য পাল এবং প্রিয়াংশু মণ্ডল।

এছাড়াও ১টি করে ব্যক্তিগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইনকাম ট্যাক্সের প্রদীপ কুমার অগ্রহরী, পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের সুপর্ণা চন্দ এবং উত্তর ২৪ পরগনার গৌতম মিত্র। প্রতিযোগিতাটি এই অঞ্চলে প্রচণ্ড উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্য ক্যারাম সংস্থার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয় হাওড়া জেলা ক্যারাম সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমান সভাপতি মদন মোহন মুখোপাধ্যায়কে।

ডেঙ্গু সচেতনতার বার্তায় পদযাত্রায় কাউন্সিলর ও প্রাক্তন ফুটবলার

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: বর্ষা এসে গিয়েছে, এবার ডেঙ্গু নিয়ে সমাজে সচেতনতার বার্তা দিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের নির্দেশে বৃহস্পতিবার সকালে হুগলির উত্তরপাড়া অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠ বালক বিভাগের প্রাথমিক বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা ডেঙ্গু সচেতনতা নিয়ে ব্যানার প্ল্যাকার্ড নিয়ে এলাকায় পদযাত্রা করলেন। এই পদযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার ও মোহনবাগানের প্রাক্তন ফুটবলার সুদীপ চক্রবর্তী (ঝুমানদা) স্কুল সভাপতি তথা এলাকার কাউন্সিলর পুরসভার সিআইসি উৎপলাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায় পিন্টুদা সহ অন্যান্যরা। এই পদযাত্রায় স্কুলের ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীরা সামিল হয়েছিল সঙ্গে ছিল ডেঙ্গু

সচেতনতার ব্যানার প্ল্যাকার্ড।

এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠ বালক বিভাগের প্রাথমিক সেকশনের প্রধান শিক্ষক সুশান্ত ভট্টাচার্য বললেন, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের নির্দেশে আমরা শিক্ষক শিক্ষিকারা ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ডেঙ্গু সচেতনতার বার্তা দিতে পদযাত্রায় সামিল হয়েছি। সাধারণ মানুষদের উদ্দেশ্যে বলি যেটা ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীরা বলতে চেয়েছে ডাবের খোলা প্লাস্টিকের পাত্র বা বালতিতে বা কোনও পাত্রে জল জমিয়ে রাখ বেন না এতে ডেঙ্গুর লার্ভা জন্ম হয় সেইসব বার্তা নিয়ে পদযাত্রা। আমাদের সঙ্গে আছেন স্কুল সভাপতি উৎপলাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায় পিন্টুদা প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার সুদীপ চক্রবর্তী।'

প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার সুদীপ চক্রবর্তী বললেন, 'ডেঙ্গু সচেতনতা করতে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীরা পদযাত্রায় বেরিয়েছেন আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আমি আনন্দ পেয়েছি। সবাইকে বলব ডেঙ্গু নিয়ে সচেতন হন সঙ্গে আছেন আমাদের কাউন্সিলর (পিন্টুদা)।' এই পদযাত্রা নিয়ে স্কুল সভাপতি তথা পুরসভা সিআইসি উৎপলাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, 'সমাজে ডেঙ্গু সচেতনতার বার্তা দিতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীরা আজকের পদযাত্রায় সামিল হয়েছেন। একসময় চিনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সমাজে সচেতনতার বার্তা দিয়েছিল তাতে কাজ হয়েছিল। এখানেও এই ডেঙ্গু নিয়ে সমাজের সচেতনতার বার্তা দিয়ে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা পদযাত্রায় সামিল হয়েছে। পুরসভা সবসময় পাশে আছে এই বিদ্যালয় সবসময় সমাজসেবামূলক কাজ করে।' প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার সুদীপ চক্রবর্তী এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
(কোড-১৪৮১৭),উল্লাস গেট নং ১, পিন - ৭১৩ ১০৪ (পঃবঃ)
জেলা: পূর্ব বর্ধমান, পঃবঃ, ইমেইল: sbi.14817@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত ১৩(১২) -এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নে উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে তারিখে ডিমান্ড নোটিশ জারি করে বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) উক্ত টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন নিম্ন বর্ণিত তারিখে রুল ৯ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর(পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেনে উল্লিখিত টাকা তদুপরি সুদ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) -এর নাম ও ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	ঋণগ্রহীতা: **মেসার্স দামোদর কৃষি বিপানি, স্বত্বাধিকারী- মনোজ কুমার দারি,** পিতা-কানাইলাল দারি বাসস্থান: গ্রাম- কুটরুকি, পোস্ট- উচ্ছগ্রাম, থানা- গলসি, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩৪০৬	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম- ১) মনোজ কুমার দারি এবং ২) সুশীল কুমার দারি (যৌথভাবে) দলিল নং -আই- ৫৪০৩/১৯৮৩।** জমি এবং বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ ০.০৪ একর, যার জেএল নং ৯৩, খতিয়ান নং ৯৩৬ এবং ৯৩৭, আর.এস. প্লট নং ২৬৪৪/২৯৪১, এলআর প্লট নং ৭০৬ মৌজা- কুটরুকি, পোস্ট - উচ্ছগ্রাম, থানা- গলসি, জেলা - পূর্ব বর্ধমান - ৭১৩৪০৬. **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- মৃত্যুঞ্জয় রায়ের খালি জমি, দক্ষিণ- স্বপন রুইদাসের খালি জমি, পূর্ব- পিডব্লিউডি রোড, পশ্চিম- বলাই রুইদাসের বাড়ি দ্বারা।	১) ০২.০৪.২০২৪ ২) ০২.০৭.২০২৪ ৩) ৩১,২১,০৪৭.২৮ টাকা **(একত্রিশ লক্ষ একুশ হাজার সাতচল্লিশ টাকা এবং আঠাশ পয়সা মাত্র)** ০২.০৪.২০২৪ অনুযায়ী এবং তদুপরি ০৩.০৪.২০২৪ থেকে আরও সুদ, খরচ ইত্যাদি।
২.	ঋণগ্রহীতা: **শ্রীমতী মধুমিতা দেব,** স্বামী- সন্দীপ কুমার দেব **এবং শ্রী সন্দীপ কুমার দেব,** পিতা- সুরেশ্বর দেব, দুজনেরই বাসস্থান: ফ্ল্যাট নং- ১২, ১ম ফ্লোর, মেসন এনক্লেভ, বিধান পার্ক, সেক্টর-১, বিধাননগর, দুর্গাপুর- ৭১৩২০৬ এবং এল-১০, বিধান পার্ক, সেক্টর- ১, বিধাননগর, দুর্গাপুর- ৭১৩২০৬ -এ।	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম- শ্রীমতী মধুমিতা দেব এবং শ্রী সন্দীপ কুমার দেব, ২০১৮ সালের দলিল নং-আই-০২০৬০২৬৯১।** আবাসিক ফ্ল্যাট নং- ১২ এর সকল, এলাকার পরিমাপ- ১০৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিল্ডিংয়ের ১ম ফ্লোরে অবস্থিত ২টি বেড রুম, ১টি ডাইনিং কাম লিভিং রুম, ১টি রান্নাঘর, ২টি বারান্দা এবং ২টি টয়লেট সমন্বিত সম্পূর্ণ নির্মিত, ভাড়াটে বাসযোগ্য অবস্থায় রয়েছে এবং সেইসঙ্গে ১০০ বর্গফুট এরিয়ার ১২ নম্বর কভার করা গাড়ি পার্কিং স্পেস রয়েছে সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার এবং সমস্ত সাধারণ এলাকার জায়গা এবং সাধারণ সুবিধাগুলিতে ব্যবহারের অধিকার সহ যা দলিল নং - ১-০২০৬০২৬৯১ সাল- ২০১৮ ,বই নং ১, পৃষ্ঠা নং ৪৯৩২১ থেকে ৪৯৩৪৯, ভলিউম নং - ০২০৬-২০১৮ এ উল্লিখিত। মৌজা- ফুলঝোরে 'মেইসন এনক্লেভ' এ অবস্থিত, জেএল নং -৮২, আর.এস. প্লট নং ৯৬২. এলআর প্লট নং ৩৫২৯ এর সাথে সম্পর্কিত, আরএস খতিয়ান নং ১৩৮৫ এল.আর. খতিয়ান নং ৩৫৮১ অধীনে, থানা- নিউ টাউনশিপের এবং দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে অবস্থিত, ডিএমসি হোল্ডিং নং এন/৮, সেক্টর- ২ ওয়ার্ড নং ২৫, এডিএসআর অফিস দুর্গাপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ।	১) ১৯.০২.২০২৪ ২) ০২.০৭.২০২৪ ৩) ২৪,৭৪,৪৫৩.০০ টাকা **(চব্বিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার চারশত তিপান্ন টাকা মাত্র)** ১৯.০২.২০২৪ অনুযায়ী এবং তদুপরি ২০.০২.২০২৪ থেকে আরও সুদ, খরচ ইত্যাদি।

বিঃদ্রঃ- দখলের নোটিশটি ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে পাঠানো হয়েছে। যদি, ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এটি না পান, তাহলে এই নোটিশটিকে পরিষেবার একটি বিকল্প মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তারিখ: ০২.০৭.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: গলসি/দুর্গাপুর এসবিআই, এসএআরবি, বর্ধমান

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
অ্যাপকার গার্ডেন শাখা
৮, জি.টি. রোড, উদরেজ ভবন
প্রথম তল, পিন - ৭১৩ ৩০৪
ই-মেইল: apcargarden.asansol@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর অনুবিধি দেখুন]
সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতিকী/বাস্তবিক দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, অ্যাপকার গার্ডেন শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা ২৪.০৭.২০২৪ তারিখে বিক্রি করা হবে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, অ্যাপকার গার্ডেন শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা আছে তা আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**" ভিত্তিতে নিচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখ করা ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ জামিনদার(গণ) এর থেকে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট /ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) ঋণগ্রহীতা: **১. মেসার্স এ.এম.পি.এম. সার্ভিস স্টেশন, স্বত্বাধিকারী- নাদিম ইকবাল,** পিতা- আব্দুল জব্বার, ৭০, ডাঃ এম.এন. সাহা রোড, হাটন রোড, অমরসারিয়া এনক্লেভের বিপরীতে, আসানসোল, পিন - ৭১৩৩০১। **২. নাদিম ইকবাল (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)** পিতা- আব্দুল জব্বার, হাটন রোড, আসানসোল, পিন - ৭১৩৩০১। **জামিনদার: সৈয়দ মহঃ রাইশ** মসজিদ বাড়ি লেন, আসানসোল, পিন - ৭১৩ ৩০১। **খ) অ্যাপকার গার্ডেন শাখা**	ফ্ল্যাট নং এ-২, ১ম ফ্লোর, এম.এফ. প্লাজা, এস.পি. মুখার্জি রোড, আসানসোল, মুরগাসোল গুরুদ্বারের কাছে আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের পুরানো ১৯ নং ওয়ার্ডের মধ্যে এবং নতুন ওয়ার্ড নং ৪১, জেএল নং ৩৫, সুপার বিল্ড এলাকা ৮০০ বর্গফুট, সকল সম্পত্তি এবং ২৮ ডেসিমেল পরিমাপের প্রেমিসেস যা আরএস প্লট নং ৯৫১ এর অংশে অবস্থিত আরএস খতিয়ান নং ৪৫৪ এর অধীনে সংশ্লিষ্ট এলআর প্লট নং ১১৪৪ খতিয়ান নং ২৩১৯ অধীন, পাঁচ তলা বিশিষ্ট (জি+৪) আবাসিক তথা বাণিজ্যিক বিল্ডিং যার উপহার দলিল নং ৮৫৯। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- শ্রী আর পি শ'-এর বাড়ি ও রাস্তা, দক্ষিণ-রাস্তা, পূর্ব- শ্রী কালিদাস ভট্টাচার্য এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি, পশ্চিম - এস.পি. মুখার্জি রোড দ্বারা।	**১,১১,১২,২০৩.০০ টাকা** (এক কোটি এগারো লক্ষ বারো হাজার দুইশত তিন টাকা মাত্র) **০৩.০৭.২০২৪ অনুযায়ী** তদুপরি ০৪.০৭.২০২৪ থেকে আরও সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ	**ক) ১০,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (দশ লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ১,০০,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB50435052623** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**
২.	**ক) ঋণগ্রহীতা: ১. মেসার্স ডেন্ডওয়া ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেকানিক্যাল ওয়ার্কস স্বত্বাধিকারী: মহঃ মকবুল আলম** পাটিয়ানা মহল্লা, পোস্ট ও থানা- কুলটি, আসানসোল, পিন-৭১৩৩৪৩ **২. মহঃ মকবুল আলম (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)** পাটিয়ানা মহল্লা, পোস্ট ও থানা- কুলটি, আসানসোল, পিন - ৭১৩৩৪৩। **জামিনদার: মহঃ ইফতেখার আলম** পাটিয়ানা মহল্লা, পোস্ট ও থানা- কুলটি, আসানসোল, পিন-৭১৩৩৪৩ **খ) অ্যাপকার গার্ডেন শাখা**	**মহঃ মকবুল আলমের নামে সম্পত্তির** ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার বিক্রয় দলিল নং ৫০৩০/১৯৯৩ তারিখ- ০৩.০৮.১৯৯৩, বিক্রয় দলিল নং- ৫০২৯/২০১৯ তারিখ- ০৩.০৮.২০১৯, হেবানামা নং- ৪৪২৬/২০০ তারিখ-২৬.০৮.২০০৫, মৌজা- সালানপুর, জে.এল. নং ২৭, প্লট নং ০৬, সালানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে খতিয়ান নং ৭৯৫, এলাকা- ০৩ কাঠা, ডেন্ডওয়া চিত্তরঞ্জন রোড, থানা- সলানপুর, জেলা- বর্ধমান, পিন- ৭১৩ ৩৫৭। **নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- শ্রী ধনরাজ স্টেয়ার এর ক্রাশার, দক্ষিণ- সুখদেব মোদীর বিল্ডিং, পূর্ব- নিয়ামতপুর চিত্তরঞ্জন রোড, পশ্চিম - অন্যদের খোলা জমি দ্বারা।	**৬১,৪২,৫৪৪.০০ টাকা** ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্টে, **৯,১১,৫২১.০০ টাকা** মেয়াদী ঋণ; **মোট বকেয়া ৭০,৫৪,০৬৫.০০ টাকা** (সত্তর লক্ষ চুয়ান্ন হাজার পঁয়ষট্টি টাকা মাত্র) **০৩.০৭.২০২৪** অনুযায়ী তদুপরি ০৪.০৭.২০২৪ থেকে আরও সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ	**ক) ২৩,৫০,০০০.০০ টাকা (*)** (তেইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২,৩৫,০০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB50223786258** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**
৩.	**ক) ১. শ্রী রাকেশ রোসান ভার্মা (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)** পিতা- শ্রী উমেশ চন্দ্র ভার্মা ,ময়দা কল মোড়, শহীদ সুকুমার পল্লী, আসানসোল, পিন - ৭১৩ ৩০৩, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান। **জামিনদারগণ: ১. শ্রী মিথিলেশ কুমার ভার্মা,** পিতা- শ্রী উমেশ চন্দ্র ভার্মা **২. শ্রীমতী নীতু ভার্মা,** স্বামী- রাকেশ রোশন ভার্মা **দুজনেরই ঠিকানা-** ময়দা কল মোড়, শহীদ সুকুমার পল্লী, আসানসোল, পিন - ৭১৩ ৩০৩, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান। **খ) অ্যাপকার গার্ডেন শাখা**	এম. এফ. প্লাজায় জি+৪ তলা বিল্ডিং এম.এফ. প্লাজা অ্যাপার্টমেন্টের চতুর্থ ফ্লোরে ২ বিএইচকে ফ্ল্যাট যার ফ্ল্যাট নং ডি৪ এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যার সুপার বিল্ট আপ এলাকার পরিমাপ ৮৭৫ বর্গফুট সেইসঙ্গে প্রথম তলায় একটি ২ হুইলার পার্কিং স্পেস সহ। মৌজা- আসানসোল, জেএল নং ৩৫, আরএস প্লট নং ৯৫১, আসানসোল দক্ষিণ থানার অধীনে আরএস খতিয়ান নং ৪৫৪, ওয়ার্ড নং ১৯, এস.পি. মুখার্জি রোড, মুরগাসোল গুরুদ্বারের কাছে, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, আসানসোল পৌর কর্পোরেশনের অধীনে, পশ্চিমবঙ্গ -তে। নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- রাস্তা এবং শ্রী আর পি শ' এর বাড়ি, দক্ষিণ- রোড, পূর্ব- শ্রী কালিদাস ভট্টাচার্য ও অন্যান্যদের সম্পত্তি এবং পশ্চিম - এস. পি. মুখার্জি রোড দ্বারা।	**৩০,৮৫,৬৭৫.০০ টাকা** (ত্রিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার ছয়শত পঁচাত্তর টাকা মাত্র) **০৩.০৭.২০২৪ অনুযায়ী** তদুপরি ০৪.০৭.২০২৪ থেকে আরও সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ	**ক) ১৫,৮০,০০০.০০ টাকা (*)** (পনের লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,৫৮,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ আটান্ন হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB50455933469** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**
৪.	**ক) ঋণগ্রহীতা: মেসার্স সায়ন অটো সেন্টার স্বত্বাধিকারী: শ্রী তাপস আচার্জি** পিতা- শ্রী নিরোদবন্ধু আচার্জি নবীনপল্লী, মহিশীলা, আসানসোল, পিন - ৭১৩ ৩০৩। **জামিনদার: শ্রীমতী মুনমুন আচার্জি,** স্বামী- শ্রী তাপস আচার্জি নবীনপল্লী, মহিশীলা, আসানসোল, পিন - ৭১৩ ৩০৩। **খ) অ্যাপকার গার্ডেন শাখা**	**শ্রী তাপস আচার্জির নামে** কমবেশি ২ কাঠা জমির সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, ০৪.৮.২০১২ তারিখের বিক্রয় দলিল নং আই-৮৯২৩ অনুযায়ী, মৌজা - মহিশীলা,জেএল নং ৩৭, এলআর- প্লট নং ৪৯৩/ ৩৫৮২, এলআর খতিয়ান নং ১২৮১ এ অবস্থিত, এডিএসআরও- আসানসোলে নিবন্ধিত, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৩৬ নং ওয়ার্ড, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - সাত্রী মাজির সম্পত্তি দ্বারা, দক্ষিণ- সজোনি সেন ও ভানু ভদ্রের সম্পত্তি দ্বারা, পূর্ব - শ্রী পি. বিশ্বাসের সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিম - শ্রী রঞ্জিত মজুমদারের সম্পত্তি দ্বারা।	**৯০,২৩,৫২৮.০০ টাকা** (নব্বই লক্ষ তেইশ হাজার পাঁচশত আঠাশ টাকা মাত্র) **০৩.০৭.২০২৪ অনুযায়ী** তদুপরি ০৪.০৭.২০২৪ থেকে আরও সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ	**ক) ১৫,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (পনেরো লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ১,৫০,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB50259298690** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

আরও বিশদ এবং শর্তাবলির জন্য, যোগাযোগ :অ্যাপকার গার্ডেন শাখা, চিফ ম্যানেজার, মোবাইল নং : ৭৫০৭৭ ৩৩০০৬

পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ০৫.০৭.২০২৪ থেকে ০৬.০৭.২০২৪ সকাল ১০:০০টা থেকে বিকাল ০৪:০০টার মধ্যে
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ - ২৪.০৭.২০২৪; সময় - সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in
(২) https://www.ibapi.in (৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (**www.mstcecommerce.com/ auction/home/ibapi**) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২** এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস **ibapiop@@mstcecommerce.com**, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন। সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "**১৮০০১০২৫০২৬**" এবং "**০১১-৪১১০৬১৩১**" -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ) / জামিনদার(গণ) / বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ০৩.০৭.২০২৪ / স্থান : আসানসোল অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ভারী বৃষ্টিতে হিমাচলে ধস
বন্ধ হয়ে গিয়েছে ১১৫টি রাস্তা

সিমলা, ৪ জুলাই: হিমাচল প্রদেশে গত কয়েক দিন ধরে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে বলে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। ভারী বৃষ্টির জেরে রাজ্যের বহু জায়গায় ধস নেমেছে। তার জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে ১১৫টি রাস্তা।

শিমলার হাওয়া অফিস জানিয়েছে, শুক্রবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে রাজ্যের বেশ কিছু অংশে। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়াও বইবে। রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, বৃষ্টি এবং ধসের জেরে রাজ্যের ১১৫টি রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যান চলাচলও ব্যাহত হচ্ছে। তার মধ্যে মান্ডিতে বন্ধ রয়েছে ১০৭টি রাস্তা। চাম্বায় ৪টি, সোলানে তিনটি এবং কাংড়ায় একটি। শুধু তাই-ই নয়, দুর্যোগের জেরে বিদ্যুৎ বিভ্রাটও চলছে রাজ্যের বহু জায়গায়। রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, ২১২টি ট্রান্সফরমার বিকল হয়ে গিয়েছে।

মান্ডি এবং পান্ডোর মাঝে চণ্ডীগড়-মানালি রোডে এক জায়গায় বিশাল অংশ জুড়ে ফাটল দেখা দিয়েছে। অনেক জায়গায় রাস্তা বসে যেতেও শুরু করেছে। ফলে ওই রাস্তা দিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে ঘুরপথে পাঠানো হচ্ছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, রবিবার পর্যন্ত বৃষ্টি চলবে। তবে শুক্রবারের পর বৃষ্টির পরিমাণ একটু কমবে। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, ঝোড়ো হাওয়া এবং বৃষ্টির জেরে বহু জায়গায় কাঁচা বাড়ি ভেঙে পড়েছে। নীচু এলাকাগুলিতে জল ঢুকেছে। রাজধানী শিমলায় বহু গাছ উপড়ে গিয়েছে। বুধবারে শিমলাতে বৃষ্টি হয়েছে ৮৪ মিলিমিটার। সুন্দরনগরে ১১১ মিলিমিটার, পালমপুরে ১০৯, সোলানে ৭৯, মান্ডিতে ৫৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।

বিহারে আবার ভাঙল সেতু, সমীক্ষার নির্দেশ নীতীশের

পাটনা, ৪ জুলাই: বিহারে আবার ভেঙে পড়ল সেতু। সারন জেলায় গণ্ডকী নদীর উপর তৈরি সেতুটি বৃহস্পতিবার ভেঙে পড়েছে বলে খবর। বিহারে এই নিয়ে গত ১৭ দিনে পর পর ১২টি সেতু ভেঙেছে। যা নিয়ে প্রশাসন উদ্বিগ্ন। কী ভাবে সারনের সেতুটি ভাঙল, তা স্পষ্ট নয়। কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় এই নিয়ে শুধু সারনেই তিনটি সেতু ভেঙে পড়েছে। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবি এবং ভিডিও থেকে দেখা যাচ্ছে, নদীর উপর তৈরি সেতুটি একেবারে মাঝখান থেকে ভেঙে পড়েছে। সেতুর অনেকটা অংশ জলে পড়ে গিয়েছে। এই সেতু সারন জেলার সঙ্গে সিওয়ান জেলার সংযোগ রক্ষা করে থাকে। তা ভেঙে পড়ায় গ্রামবাসীরা সমস্যায় পড়েছেন। সেতুটি ১৫ বছরের পুরনো বলে জানা গিয়েছে। তবে এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই।

স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, সেতু ভেঙে পড়ার কারণ জানতে তদন্ত করা হবে। তবে কাছেই রাস্তার কাজ চলছিল। সেই কারণে সেতুটি ভেঙে পড়তে পারে। সব দিক খতিয়ে দেখা হবে। গত ১৮ জুন বিহারে প্রথম সেতু ভাঙার খবর প্রকাশ্যে আসে। আরারিয়া জেলায় সেতু ভাঙার পর ২২ তারিখ সিওয়ানেও একই ভাবে নদীর উপর ভেঙে পড়ে একটি সেতু। এর পর ক্রমে পূর্ব চম্পারন, কিসানগঞ্জ, মধুবনী, মুজফ্‌ফরপুরে সেতু ভেঙেছে। ৩ জুলাই সিওয়ানে তিনটি সেতু এবং সারনে দু'টি সেতু ভেঙে পড়ে। বৃহস্পতিবার সেই তালিকায় নতুন সংযোজন সারনের আরও একটি সেতু। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ইতিমধ্যে রাজ্যের পুরনো সেতুগুলি পর্যবেক্ষণের জন্য সমীক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে কোন সেতু আগে মেরামত করা দরকার, তা-ও চিহ্নিত করতে বলেছেন।

১৪ বছর পর আজ ক্ষমতার পালাবদল হতে পারে ব্রিটেনে

ব্রিটেন, ৪ জুলাই: ১৪ বছর পরে ক্ষমতার পালাবদলের বার্তা নিয়ে বৃহস্পতিবার ভোটপর্ব শুরু হয় ব্রিটেনে। জনমত সমীক্ষার ফল সত্যি হলে, প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের নেতৃত্বাধীন কনজারভেটিভ পার্টির (টোরি) দ্বিগুণ ভোট এবং তিন গুণ আসন নিয়ে ক্ষমতা দখল করতে চলেছে কিয়ের স্টার্মারের নেতৃত্বাধীন লেবার পার্টি।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ 'হাউস অফ কমন্স'-এ মোট আসন ৬৫০। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা 'জাদু সংখ্যা' ৩২৬। 'দ্য গার্ডিয়ান'-সহ বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম এবং জনমত সমীক্ষার পূর্বাভাস, লেবার পার্টি এ বার ৪০০-র বেশি আসন পেয়ে ১৪ বছরের কনজারভেটিভ শাসনের ইতি টানতে চলেছে।

বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকাল ৭টায় (ভারতে দুপুর সাড়ে ১২টা) শুরু হয় ভোটগ্রহণ। চলবে রাত ১০টা পর্যন্ত। তার পরেই শুরু হবে গণনা। রাত ১২টায় প্রকাশিত হবে প্রথম ফল। তার পরের ফল প্রকাশিত হবে যথাক্রমে রাত ৩টে, ভোর ৪টে, ভোর ৫টা এবং সকাল ৭টায়। শুক্রবার সকালেই স্পষ্ট হয়ে যাবে আগামী ৫ বছরের জন্য ১০ ডাউনিং স্ট্রিটের বাসিন্দা কে হতে চলেছেন।

৪৪ বছর বয়সি ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কনজারভেটিভরা ১০০-র নীচে নেমে শতাব্দীর সবচেয়ে খারাপ ফল করতে পারে বলেও পূর্বাভাস মিলেছে বিভিন্ন জনমত সমীক্ষায়। ঠিক যেমনটা হয়েছিল এক দশক আগে ভারতে, ২০১৪-র লোকসভা ভোটে কংগ্রেসের ক্ষেত্রে। এমনকি, সুনক নর্থ ইয়র্কশায়ারের রিচমন্ডে তাঁর 'শক্ত ঘাঁটিতে' হারতে পারেন বলেও কয়েকটি সমীক্ষার ইঙ্গিত।

অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টের ছাদে উঠে প্রতিবাদ, গ্রেপ্তার ৪ প্যালেস্তাইনপন্থী

সিডনি, ৪ জুলাই: অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টের ছাদে উঠে প্রতিবাদ ৪ প্যালেস্তাইনপন্থীর। বৃহস্পতিবার পার্লামেন্ট হাউসের ছাদে উঠে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। ছাদ থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় ব্যানারও। এই ঘটনায় ওই ৪ জনকেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কিন্তু কীভাবে কড়া নিরাপত্তা পেরিয়ে তাঁরা পার্লামেন্টের ছাদে উঠলেন সেই প্রশ্নই তুলেছেন সকলে।

প্রায় দশমাস পেরিয়ে গিয়েছে। গাজায় জারি রয়েছে হামাস বনাম ইজরায়েল যুদ্ধ। হামাস জঙ্গিদের খতম করতে গোটা গাজা ভূখণ্ড গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ইজরায়েলি ফৌজ। প্রাণ হারাচ্ছেন নিরীহ প্যালেস্তিনীয়রা। গাজার মৃত্যুমিছিল নিয়ে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে আন্তর্জাতিক মহল। যার আঁচ ছড়িয়েছে অস্ট্রেলিয়াতেও। রয়টার্স সূত্রে খবর, এদিন রাজধানী ক্যানবেরায় নিরাপত্তা বলয় এড়িয়ে পার্লামেন্টের ছাদে উঠে পড়েন ৪ জন। সেখান স্লোগান দেন তাঁরা। 'নদী থেকে সমুদ্র, মুক্ত থাকবে প্যালেস্তাইন।' এই স্লোগান লেখা ব্যানার ঝুলিয়ে দেন ছাদ থেকে। সেসময় পার্লামেন্টের বাইরে দাঁড়িয়ে কয়েকজন ইজরায়েলকে যুদ্ধপরাধি বলে স্লোগান দেন। তাঁরা সকলেই বলেন, 'আমরা ভুলব না, আমরা ক্ষমা করব না। আমরা এই প্রতিবাদ চালিয়ে যাব।'

জানা গিয়েছে, প্যালেস্তাইন নিয়ে সরকারের অবস্থানের কারণে শাসকদলেরই একজন সেনেটর পদত্যাগ করেন বৃহস্পতিবার। তার পরই প্রতিবাদ দেখান প্যালেস্তাইনপন্থীরা। ওই ৪ জন বিক্ষোভকারী কালো পোশাক পরে পার্লামেন্ট ছাদে এক ঘণ্টা দাঁড়িয়েছিলেন। তার পর তাঁদের সেখান থেকে নামান পার্লামেন্টের নিরাপত্তারক্ষীরা। গ্রেপ্তার করা হয় তাঁদের। কিন্তু কীভাবে কড়া নিরাপত্তা পেরিয়ে তাঁরা পার্লামেন্টের ছাদে উঠে পড়ল সেই প্রশ্ন তোলেন অস্ট্রেলিয়ার বিরোধী দলের নেতারা। এই ঘটনার কড়া নিন্দা জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি অ্যালবানিজ।

ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে রাশিয়া সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদি

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই: গত মাসেই শোনা গিয়েছিল রাশিয়া যেতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কেবল মস্কোই নয়, অস্ট্রিয়া সফরেও তাঁর যাওয়া নিয়ে গুঞ্জন ছিল। অবশেষে বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল আগামী ৮ থেকে ১০ জুলাই রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী। ৮ ও ৯ জুলাই তিনি রাশিয়ায় থাকবেন। যোগ দেবেন ২২তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলনে। পরে ৯ তারিখই অস্ট্রিয়া যাবেন তিনি। পরদিন ফিরবেন দেশে।

মোদির এই দুই সফরকেই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। তৃতীয় বার দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর এটা তাঁর দ্বিতীয় বিদেশ সফর। প্রসঙ্গত, ৪১ বছর পর ভারতের কোনও প্রধানমন্ত্রী এই প্রথম অস্ট্রিয়া সফরে যাচ্ছেন। অন্যদিকে, মোদির রাশিয়া সফরের দিকেও নজর থাকবে বিশ্বের। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ শুরুর পর এই প্রথম সেদেশে যাবেন প্রধানমন্ত্রী। গত মার্চে মস্কোর তরফে মোদিকে সেদেশে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। প্রসঙ্গত, তিনি শেষবার রাশিয়ায় গিয়েছিলেন ২০১৯ সালে। যদিও বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে পাঁচদিনের মস্কো সফরে গিয়েছিলেন।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে প্রবেশ করে রুশ সেনা। সেই থেকে সংঘর্ষ চলছে। গত দু-বছরেরও বেশি সময় ধরে চলতে থাকা যুদ্ধকে সরাসরি নিন্দা করেনি 'রুশবন্ধু' ভারত। তবে নয়াদিল্লি বার বার বলেছে, দু-দেশের উচিত কূটনৈতিক স্তরে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়া। এদিকে ২০২২ সাল থেকে রাশিয়ার আরও বড় বাণিজ্যিক সহযোগী হয়ে উঠেছে ভারত।

১৫ বছর ধরে নিখোঁজ মহিলার দেহাবশেষ উদ্ধার স্বামীর বাড়িতে

তিরুঅনন্তপুরম, ৪ জুলাই: ১৫ বছর ধরে নিখোঁজ ছিলেন এক মহিলা। অবশেষে স্বামীর বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয়েছে তাঁর দেহাবশেষ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান খুনই করা হয়েছে মহিলাকে। এই ঘটনায় বুধবার ৫ জনকে হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। তবে পুলিশের মূল সন্দেহের নজর রয়েছে ওই মহিলার স্বামীর উপরে। যিনি এখন ইজরায়েলে কর্মরত।

এই ঘটনা কেরলের। জানা গিয়েছে, ওই মহিলার নাম কালা। ২০০৮-২০০৯ সালের মধ্যে হঠাৎই একদিন আলাপুঝা জেলার মান্নার এলাকায় নিজের বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যান কালা। তখন তাঁর বয়স ছিল ২৭। কিন্তু সেসময় পুলিশের কাছে কোনও নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়নি। ফলে ধামা চাপা পড়ে যায় গোটা বিষয়টি। কিন্তু কয়েকমাস আগেই আলাপুঝা থানায় কালার বেপাত্তা হওয়া নিয়ে একটি অভিযোগ আসে। যার ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। জানা যায় কালার স্বামীর পরিচয়ও। শুরু হয় তল্লাশি।

পুলিশ সূত্রে খবর, তদন্তের জন্য যাওয়া হয়েছিল কালার স্বামী অনিল কুমারের বাড়িতে। তল্লাশি চালিয়ে সেখানকার সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে কালার দেহাবশেষ উদ্ধার হয়। ঘটনাস্থল থেকে এমন কিছু প্রমাণ মেলে যা দেখে পুলিশের অনুমান খুন হয়েছেন কালা। এনিয়ে আলাপুঝার পুলিশ সুপার চৈত্র থেরেসা জন জানান, অনিল এই মুহূর্তে ইজরায়েলে কর্মরত রয়েছেন। তদন্তের স্বার্থে তাঁকে দ্রুত ফেরানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এই ঘটনা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে নানা কথা শোনা যাচ্ছে। কারও কারও দাবি, কালা ও অনিল ভিন্ন ধর্মের। কিন্তু পরিবারের আপত্তি সত্ত্বেও তাঁরা বিয়ে করেছিলেন। তাঁদের একটি ছেলেও রয়েছে। কিন্তু মাঝে কালা অন্য কারও সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। নিজের গয়না নিয়ে ওই ব্যক্তির সঙ্গে পালিয়ে যান। তার পর অনিলও ফের বিয়ে করে ইজরায়েলে চলে যান। কী কারণে খুন করা হয়েছে কালাকে তা জানতে তদন্ত জারি রেখেছে পুলিশ।

জামাইকা জুড়ে তাণ্ডব হ্যারিকেন বেরিলের, মৃত অন্তত ৯

কিংস্টোন, ৪ জুলাই: হ্যারিকেন বেরিলের দাপটে লণ্ডভণ্ড জামাইকা। ইতিমধ্যেই সেখানে ৯ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। তবে এই সংখ্যাটা আরও অনেক বাড়বে বলেই আশঙ্কা উদ্ধারকারীদের। সেই সঙ্গে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলেই প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, এই বেরিলের দাপটেই বার্বাডোজে আটকে পড়েছিল টি-২০ বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দল।

জানা গিয়েছে, বুধবার দুপুরে জামাইকায় আছড়ে পড়ে হারিকেন বেরিল। তার জেরে কার্যত ধ্বংসস্তূপ হয়ে গিয়েছে ক্যারিবিয়ান সাগরের দ্বীপটি। প্রাথমিকভাবে ৯ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। ঝড়ে গাছ উপড়ে এবং প্রবল বৃষ্টির কারণে বন্যা হয়ে একেবারে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছে জামাইকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। উদ্ধারকারীদের আশঙ্কা, দুর্গত এলাকাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করা গেলে আরও বহু মানুষকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যেতে পারে।

জামাইকার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ড্রু হোলনেস জানান, ত্রাণশিবিরগুলোতে আশ্রয় নিয়েছেন ৫০০ মানুষ। তবে তিনি জানিয়েছেন, 'বিধ্বস্ত এলাকাগুলোর অবস্থা কতখানি খারাপ হতে পারে সেই বিষয়ে এখনও কোনও ধারণা নেই।

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত বিহার, গুজরাত, জলমগ্ন গ্রামের পর গ্রাম

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই: বর্ষা ঢুকে গিয়েছে গোটা দেশে। কোথাও ভারী বৃষ্টি, কোথাও আবার বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বেশ কয়েকটি রাজ্যে ইতিমধ্যেই বর্ষার তাণ্ডবে বিপর্যস্ত জনজীবন। কোথাও জলের তোড়ে সেতু ভেঙে পড়েছে। কোথাও বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে নদীর জল। কোথাও রাস্তা ধসে গিয়েছে। কোথাও আবার ধস নামছে। আবার কোথাও গ্রামের পর গ্রাম জলমগ্ন হয়ে পড়ায় স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হচ্ছে। বিহার, হিমাচল প্রদেশ থেকে গুজরাত পর্যন্ত একই ছবি ধরা পড়েছে।

গুজরাতের জুনাগড়ে ১ জুলাই থেকে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির কারণে মাংরোল এবং কশোদের ১০৭টি গ্রাম জলমগ্ন। বৃষ্টি কমে গেলেও জমে থাকা জলে স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হচ্ছে। তার মধ্যেই আবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করায় নতুন করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সুরাতের বালেশ্বর গ্রামের অবস্থা শোচনীয়। গত তিন-চার দিন ধরে এই গ্রাম জলের নীচে।

রাজস্থানেরও বিভিন্ন অংশে ভারী বৃষ্টির কারণে নাজেহাল অবস্থা। জয়পুরে পরিস্থিতি ভয়াবহ। শহরের নীচু এলাকাগুলি জলমগ্ন হয়ে পড়ায় সেখান থেকে বাসেন্দাদের সরানোর কাজ শুরু হয়েছে। শহরের রাস্তায় ৩-৪ ফুট জল জমে গিয়েছে। আগামী কয়েক দিন রাজস্থানের বিক্ষিপ্ত জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

বিহারের পরিস্থিতিও খুব একটা ভাল নয়। বৃষ্টির কারণে গত কয়েক দিনে বেশ কয়েকটি সেতু ভেঙে পড়েছে। মহারাজগঞ্জ, সিওয়ান, আরারিয়ায় পর পর কয়েক দিনে সেতু ভেঙেছে। কৈমুর জেলায় ভারী বৃষ্টির কারণে হাসপাতাল জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। নীচু এলাকাগুলিতে গঙ্গার জল ঢুকতে শুরু করেছে। অন্যদিকে, হিমাচল প্রদেশেও ভারী বৃষ্টির কারণে চণ্ডীগড়-মানালি হাইওয়ের অনেক জায়গায় ধস নেমেছে। ভারী বৃষ্টির জেরে ধস নামার আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই ধসপ্রবণ এলাকাগুলি এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

TENDER NOTICE

E-Tender is invited through online bid system vide **NIeT No. 01/Rampara-II GP/2024-25,** With Vide Memo No. **194/Ram-II GP/2024-25, Dated: 02-07-2024.** The last date for online submissin of tender is **13-07-2024 upto 2.00 pm.** For details please visit website: **htpp://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Rampara-II Gram Panchayat

e-Tenders are invited by the D.P.O., WBCADC, Ranaghat-II Project against **NIT No.:- 02/2023-2024 (2nd Call), Dated : 03.07.2024** for Construction of Approach Road Inside the Project [Amounting to Rs. 7,48,598.00]. Last Date of Submission of Tender Paper - **05.07.2024 up to 04:30 P.M.** For details please contact to the Office or Visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Deputy Project Oficer
WBCADC, Ranaghat II Project

e-Tenders are invited by the D.P.O., WBCADC, Ranaghat-II Project against **NIT No.:- 01/2023-2024 (2nd Call), Dated : 03.07.2024** for Repair and Renovation Works of Administrative Building and Allied Works [Amounting to Rs. 10,53,052.00]. Last Date of Submission of Tender Paper - **05.07.2024 up to 04:30 P.M.** For details please contact to the Office or Visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Deputy Project Oficer
WBCADC, Ranaghat II Project

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Interconnection and Laying of 300mm Dia DI Pipe Line (Pipe will be supplied by DMC) at Natunpally (Ward No.- 14), under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-159/23-24 (4th Call)
Tender ID : 2024_MAD_706873_1 • Estimated Amount : Rs. 12,48,517/-
Last Date : 19th July 2024, up to 05:00 pm **Sd/- Executive Engineer**
For details : **wbtenders.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

Office of The
Srinarayanpur Purnachandrapur Gram Panchayat
Vill+Po-Srinarayanpur, PS-Dholahat ,South 24 pgs

NOTICE INVITING TENDER

S.No	NIT NO	Tender Title	AMOUNT (Rs.
1.	07/15TH FC /SPGP/2024	CONTRUCTION OF DOUBLE SOLING ROAD AT SRINARAYANPUR	Rs 1,68,409.00

Intending bidders may collect tendered documents from th G.P.Office during the period as stated below

S.N.	Particulars Date & Hours	
1	Tender doc. Sales starts & bid submission start date & time	05/07/2024 at 10:00 AM
2	Tender doc. Sales end & bid submission end date & time	10/07/2024 at 12:00 PM
3	Earnest money depositing end date & time	10/07/2024 at 12:00 PM
4	Bid opening date & time	12/07/2024 at 12:30 PM

Sd/-, Prodhan
Srinarayanpur Purnachandrapur Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/এম/ব্লু লাইন, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা** নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** টিএসএমএইচ-এ অগ্নি সংক্রান্ত কাজের জন্য সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষণ ও চালুকরণ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ১৬,২৮,৫৮৫.৪৪ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩১.০৭.২০২৪-এ দুপুর ৩টা (প্র.ভা.স.)। **নোটিস বোর্ডের ঠিকানা ঃ** প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের অফিস, মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে.এল.নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ** https://www.ireps.gov.in
টেন্ডার নং ঃ ইএলএম_১১১_এফআইআরইটিএসএমএইচ_ডিটি৯-২-২৪
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

JAGADISHPUR GRAM PANCHAYAT
Jagadishpurhat, Howrah
E-TENDER INVITING NOTICE

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide Tender Reference no.:- **WB/HOW/BJPS/JGP/NIT-4/2024-25, dated 04.07.24, Sl- 1 to 3. Fund: 15TH FC (UNTIED).** Bid submission start date: **04.07.24 at 6.00 PM.** Last date of Bid submission: **10.07.2024 upto 6.00 PM.** Date of opening: **13.07.2024 at 11.00AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/-
PRODHAN
JAGADISHPUR GRAM PANCHAYAT

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ই-টেন্ডার নোটিশ

টেন্ডার নং ওটি-সি-ডিডি-০১-২০২৪-২৫ তারিখ-০২.০৭.২০২৪ ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারগুলি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে **(ক) টেন্ডার নং ওটি-সি-ডিডি-০১-২০২৪-২৫ (খ) কাজের নাম-** সেন্টার অফ এক্সিলেন্সের প্রজেক্ট-১ এর অধীনে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের জন্য ২ বছরের জন্য ব্যাপক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **(গ) টেন্ডারের ধরন- পরিষেবা। (ঘ) টেন্ডার মূল্য (জিএসটি সহ) (টাকায়)- ১,১৭,৭৮,২৬৫.১৭ টাকা** (এক কোটি সতেরো লক্ষ আটাত্তর হাজার দুইশত পয়ষট্টি টাকা এবং সতেরো পয়সা মাত্র)। **(ঙ) সমাপ্তির সময়কাল (মাসে)- ২৪ (চব্বিশ মাস)।** (চ) **বন্ধের তারিখ-** ২৫.০৭.২০২৪ ১১.৩০ ঘন্টায়। দ্রষ্টব্য- সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে।
[PR1-505] ডেপুটি সিইই/ডি
অ্যান্ডডি-I/সিএলডব্লিউ/সিআরজে

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ও-এসি-টি-১০৬-২৪-২৫ (ওপেন) তারিখঃ ০১.০৭.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র. নং.১. কেস নং. ও-এসি-টি- ১০৬-২৪-২৫, কাজের নামঃ এইএন/জেএসএমই-র অধীনে দুমকাতে অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজ সমেত স্টেশন বিল্ডিং ও চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার উন্নয়ন; টেন্ডারের মূল্যঃ ₹১,৫১,৮১,৬৩৬.৯৩; দরপ্রস্তাব জামিন ঃ ₹২,২৫,৯০০; কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ ১২ মাস; বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৯.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২ টা। সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের ওয়েবসাইট ireps.gov.in -এ দেখা যাবে।
ASN-107/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the
KATABARI GRAM PANCHAYAT
P.O. Natial, Murshidabad, West Bengal
Tender Notice

Percentage rate e-Tender invited vide **NIT No. - 02/KGP/2024-25 of 05th SFC.** by the Prodhan, KATABARI GRAM PANCHAYAT. Date & time of publication of e-**NIT 05/07/2024 AT 10:00 A.M.**
Last date of submission of bid (online) **12/07/2024 UP TO 04:00 P.M.**
Intending bidders may download tender documents from **htpp://wbtenders.gov.in** or Notice board of the Katabari Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad for details.

Sd/- Pradhan
Katabari Gram Panchayt
Natial, Murshidabad

Mogra-I Gram Panchayat
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148
Notice Inviting e-Tender & Tender

e-Tenders & Tender are hereby invited by this office from the bonafied contractors for execution the different works. e-Tender details given below:
E-NIT No.: 338/MOG-I/24, Date: 04.07.2024,
E-NIT No.: 339/MOG-I/24, Date: 04.07.2024,
E-NIT No.: 340/MOG-I/24, Date: 04.07.2024,
E-NIT No.: 341/MOG-I/24, Date: 04.07.2024,
Last Date of Bid Submission: **13.07.2024 at 11:00 Hrs.**
For details log on **https://wbtenders.gov.in**
& For **NIT No.: 342/MOG-I/24, Date: 04.07.2024.**
Follow the Notice Board of GP Office.
Last Date of Bid Submission: **15.07.2024 at 11:00 Hrs.**

Sd/-
Pradhan,
Mogra-I Gram Panchayat

EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 26, KOLKATA, FRIDAY, 5 JULY 2024, PAGE 8

ভালোবাসার জোয়ারে আটকে পড়ল বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেখা হচ্ছে বিকেল ৫টায় ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের জন্য ঠিক এমনই বার্তা দিয়েছিলেন রোহিত শর্মা বিশ্বজয়ী ক্যাপ্টেন ডেকেছে, আর মুম্বই সেই ডাকে সাড়া না দিয়ে পারে! মুম্বইয়ের অনেকেই আজ অফিস থেকে তাড়াতাড়ি হয়তো বেরিয়ে পড়েছেন। লক্ষ্য বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন দর্শন। সমস্ত রাস্তার শেষই যেন ছিল চ্যাম্পিয়নদের দুয়ারে। ট্র্যাফিক জ্যাম শহর জুড়ে। যার জেরে আটকে পড়ল টিম ইন্ডিয়ার প্যারেড বাস। যাঁদের জন্য এত আয়োজন, তাঁদের আনতেই যাচ্ছিল এই বাস। কিন্তু মেরিন ড্রাইভের জনজোয়ার চিরে ওই হুডখোলা প্যারেড বাসের যেতে কালঘাম ছুটল।

সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই দেখা যাচ্ছে মেরিন ড্রাইভের জনজোয়ার। বৃষ্টি উপেক্ষা করেই হাজার হাজার মানুষ মুম্বইয়ের রাজপথে নেমেছেন। ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীরা চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে সেলিব্রেশন করার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। যার জন্য মুম্বইের রাস্তায় ট্র্যাফিক জ্যামও লেগেছে। তাই রোহিতদের কাছে প্যারেড বাস পৌঁছতেও দেরি হয়।

২৯ জুন এবং ৪ জুলাই এ বছরের এই ২টো দিন ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রথম তারিখটা কেন? তা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। কারণ, ওই দিনই বার্বাডোজে বিশ্বজয় করেছেন বিরাট-রোহিতরা। আর দ্বিতীয় তারিখটা ইতিহাসের পাতায় জুড়ে যাওয়ার মতো। কারণ, বিশ্বকাপ জয়ীদের জন্য যে উন্মাদনা, যে উত্তেজনা দেখা গেল মুম্বইতে তা একেবারে ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার মতো।

মুম্বই পুলিশের পক্ষ থেকে এক জনজোয়ারের ভিডিয়ো শেয়ার করে লেখা হয়েছে, 'ভারতীয় ক্রিকেট টিমের প্যারেডের জন্য ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের চারিদিকে ভক্তদের প্রচুর ভিড় হয়েছে। মুম্বই বাসীদের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে মেরিন ড্রাইভের দিকে যাতায়াত এড়িয়ে চলুন।'

রোহিতের হাতে ট্রফি, সমর্থকদের হাতে পতাকা; হোটেলে ফিরেই নাচ

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে। এই শব্দটা যেন কয়েক বার ব্যবহার করা প্রয়োজন। অবশেষে আইসিসি ট্রফি জিতেছে ভারত। সেই আক্ষেপ মেটার পরই নতুন সমস্যা। বার্বাডোজের ঘূর্ণিঝড়। সব কিছু ঠিক থাকলে আগেই দেশে পৌঁছে যেত চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দল। কিন্তু সেই সুযোগটাই মিলছিল না। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বার্বাডোজ বিমানবন্দর বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঝড় নিয়ে যতটা ভয়ঙ্কার কল্পনার পরিস্থিতি ছিল, ততটা তয়ঙ্কর হয়নি, সেটাই রক্ষে। ট্রফি জিতেও অবশ্য আটকা পড়ে থাকতে হয়েছিল বার্বাডোজেই। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতেই চার্টার্ড ফ্লাইটের ব্যবস্থা হয়। অবশেষে দেশে ফিরল টি-টোয়েন্টিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দল।

বিরাট-রোহিতদের শেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। চ্যাম্পিয়ন হয়ে এই ফরম্যাটকে দেশের জার্সিতে পুরোপুরি বিদায় জানিয়েছেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। গত কয়েক বছরে বিরাট কোহলির নেতৃত্বে নানা ইতিহাস গড়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট দল। আইসিসি ট্রফির আক্ষেপ মিটছিল না। রোহিত দায়িত্ব নেওয়ার পরই পরিস্থিতি তেমনই চলছিল। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ, ঘরের মাঠে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ। রোহিতের ক্যাপ্টেন্সিতেও পরপর দুটি বড় টুর্নামেন্টে হার। অবশেষে টি-টোয়েন্টিতে বিশ্বজয়।

ভারতীয় দল সাত-সকালে দেশে ফেরে। দিল্লি বিমানবন্দরে চ্যাম্পিয়ন টিমকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন হাজারো সমর্থক। ট্রফি নিয়ে বিমানবন্দর থেকে বেরোতেই রোহিতের নামে ধ্বনি। রোহিতও নিরাশ করেননি। বেশ কয়েক বার ট্রফি তুলে দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন সকলকেই। টিম বাসে হোটেলে ফেরার পথেও একই ভিড়। রোহিত জানালা থেকে ট্রফি দেখাচ্ছেন, সমর্থকদের হাতে পতাকা।

টিম হোটেলে পৌঁছনোয় রোহিতদের প্রথা মেনে স্বাগত জানানো হয়। তাল মিলিয়ে নাচলেন ক্য়াপ্টেন রোহিত শর্মাও। তাঁর সঙ্গে নাচ সূর্যকুমার যাদবেরও। বিমানযাত্রার সব ক্লান্তি যেন ঢাকা পড়ে গিয়েছে। দিনভর আরও নানা অনুষ্ঠানই রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। এমন মুহূর্ত তো আর বারবার আসে

রূপকথার মতো, রোহিত-বিরাটকে নিয়ে যা বলছেন সচিন, গম্ভীররা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ ১৭ বছরের অপেক্ষা। টি-টোয়েন্টিতে ফের বিশ্বসেরা ভারত। ২০০৭ সালে উদ্বোধনী বিশ্বকাপে মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্ব জিতেছিল ভারত। এ বার রোহিত শর্মার নেতৃত্বে। উদ্বোধনী বিশ্বকাপে তরুণ রোহিতের সতীর্থ তথা ফাইনালের নায়ক গৌতম গম্ভীর। ভারতের পরবর্তী কোচ হওয়ার দৌড়েও এগিয়ে গৌতম গম্ভীরই। অবশেষে টি-টোয়েন্টিতে বিশ্বকাপ ট্রফি আসায় উচ্ছ্বাসে ভাসছেন গম্ভীরও। মাস্টারব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকরাও প্রশংসায় ভরিয়েছেন টিমকে। বিশ্ব জয়ের পর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে রোহিত-বিরাট যুগের ইতি। কী বলছেন সচিন-গম্ভীররা?

সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ে এক ভিডিয়ো দেশের প্রাক্তন ওপেনার গৌতম গম্ভীর বলেন, 'বিশ্বকাপ জিতেই এই ফরম্যাটে অবসর। স্ক্রিপ্টেও এমনটা লেখা যায় না। বিরাট-রোহিত দু-জনই মহান ক্রিকেটার। ভারতীয় ক্রিকেটে ওদের অবদান ভোলার নয়। ওদের অনেক শুভেচ্ছা।'

স্তীর অবশ্য আশাবাদী ওয়ান ডে এবং টেস্ট ক্রিকেটে দাপট বজায় থাকবে বিরাট-রোহিতের। যোগ করেন, 'ওরা টেস্ট ও ওয়ান ডে ফরম্যাটে খেলা চালিয়ে যাবে। আমি নিশ্চিত, ভারতীয় ক্রিকেটকে ওরা আরও অনেক সাফল্য দেবে।'

বিশ্ব ক্রিকেটের কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকর। বিরাট-রোহিত দু-জনকেই খুব কাছ থেকে দেখেছেন। দু-জনের উত্থানের সাক্ষী থেকেছেন। দু-জনের দায়বদ্ধতায় মুগ্ধ। এক্স হ্যান্ডেলে রোহিতকে নিয়ে সচিন লিখেছেন, 'আমি তোমার উত্থান দেখেছি। একজন তরুণ ক্রিকেটার থেকে বিশ্বজয়ী অধিনায়ক। ক্রিকেটের প্রতি তোমার দায়বদ্ধতা, অভাবনীয় প্রতিভা দেশকে গর্বিত করেছেন। এই ফরম্যাটে বিশ্বজয়ে বিদায়, এর চেয়ে সেরা অনুভূতি আর কী হতে পারে। ওয়েল ডান রোহিত।'

২০১১ ওয়ান ডে বিশ্বকাপে ভারতীয় শিবিরে অলিখিত স্লোগান ছিল, সচিনের জন্য বিশ্বকাপ জিততে হবে। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সচিনকে কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন বিরাট কোহলি।

সচিন পরবর্তী সময়ে বিরাটের কাঁধেই ছিল ভারতীয় ক্রিকেটের দায়িত্ব। টেস্ট ও ওয়ান ডে ক্রিকেটে আরও গর্বের মুহূর্ত উপহার দেবেন বিরাট কোহলি, এমনটাই প্রত্যাশা করছেন মাস্টারব্লাস্টার। লিখেছেন, 'ছয়টি বিশ্বকাপ খেলা এবং জিতে বিদায় নেওয়ার অনুভূতি আমিও জানি। দীর্ঘ ফরম্যাটে তুমি আরও ম্যাচ জেতাবে, এটাই দেখতে চাই।'

বিশ্বের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। সতীর্থ বিরাট কোহলিকে মিথ, বলছেন। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বিরাটের সেরা কয়েকটি ইনিংসও মনে করিয়েছেন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বিরাটকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন অশ্বিন।

'বিরিয়ানি, কম্বলও দিন', পাকিস্তানের ক্যাচিং ড্রিল দেখে হাসির রোল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাহুল দ্রাবিড়ের সেই বিজ্ঞাপনটা মনে পড়ে! যেখানে তিনি ক্রিকেট শিখতে আসা খুদেদের প্রশ্ন করেন, একদিন এই মাটির জন্যই তো খেলতে চাও, তা হলে প্রমাণ করে দেখাও। সেটা স্রেফ বিজ্ঞপন। তবে লাইনটা মন ছুঁয়ে যাওয়ার মতোই। আর যে মাটি অর্থাৎ দেশের জন্য খেলার স্বপ্ন দেখা, তাতেই ভয়! পাকিস্তানের প্র্যাক্টিস ড্রিলের ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। আর তা নিয়েই হাসির রোল। হবে নাই কেন। কেউ কোনও দিন এমন দৃশ্য দেখেছেন কিনা সন্দেহ। বাড়িতে নিজের রুমে প্র্যাক্টিস করলে আলাদা ব্যাপার। কিন্তু মাঠে কেউ এ ভাবে প্র্যাক্টিস করে! মাঠে ঘাস থাকতেও ম্যাট্রেস! যা দেখে অনেকেই মন্তব্য করছেন, ওদের কম্বলও দিন!

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ২০২২ সালের রানার্স টিম পাকিস্তান। সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বেই বিদায় পাকিস্তান। প্রথম বার বিশ্বকাপে খেলতে নামা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হেরেছে পাকিস্তান। কাগজে কলমে অনেক অনেক শক্তিশালী পাকিস্তান ক্রিকেট টিম। প্রাক্তন চ্যাম্পিয়নও। তাদের সুপার ওভারে হারিয়ে দিয়েছে আমেরিকা। এরপর ভারতের কাছে হেরে সুপার এইটের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই নানা সমালোচনার সামনে পড়েছিল পাকিস্তান। বিশ্বকাপ শেষ হতেও তা থামছে না।

সদ্য একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া। বলা হচ্ছে, পাকিস্তানের প্রাক মরসুম প্রস্তুতির ভিডিয়ো। ক্যাচিং ড্রিল চলছিল পাকিস্তান ক্রিকেটারদের। মাঠে ঘাস থাকা সত্ত্বেও গদি পেতে ক্যাচিং প্র্যাক্টিস করছে পাকিস্তান ক্রিকেট টিমের প্লেয়াররা। মাটিতে পড়ার ভয়েই কি এমন পন্থা!

যা অবশ্য হাসির রোল তুলেছে। ম্যাট্রেস যখন দেওয়াই হয়েছে, তা হলে কম্বলও দেওয়া হোক! এমন মন্তব্যে ভরে গিয়েছে।

শাকিবের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলেন শান্তরা! জবাব চাইবে বাংলাদেশ বোর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: আমেরিকায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে গিয়ে শাকিব আল হাসানের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিল বাংলাদেশের ক্রিকেট দল। শাকিবই উদ্যোগ নিয়ে সতীর্থদের নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর নিউ ইয়র্কের বাড়িতে। তা নিয়ে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেটে।ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) নিয়ম অনুযায়ী, বিশ্বকাপের মতো প্রতিযোগিতা চলার সময় নির্দিষ্ট জায়গার বাইরে যেতে পারেন না ক্রিকেটাররেরা। রেস্তরাঁয় খেতে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও কারও বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়া যায় না। অথচ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে আমেরিকায় গিয়ে শাকিবের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন নাজমুল হোসেন শান্তরা। স্বাভাবিক ভাবেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ঘটনায় বিস্মিত এবং অসন্তুষ্ট বাংলাদেশের ক্রিকেট কর্তারা। বিশ্বকাপ খেলতে গিয়ে নিয়ম ভেঙে ক্রিকেটারদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়া নিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি নাজমুল হোসেন পাপন বলেছেন, ''এ রকম হওয়ার কথা নয়। প্রতিযোগিতার মাঝে দলের ক্রিকেটারেরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে কোথাও যেতে পারে না। এটা নিয়মের মধ্যে পড়ে না। কেন এমন হয়েছে, তা জানতে চাওয়া হবে।'' শাকিবের সঙ্গেও এ ব্যাপারে কথা বলার ইঙ্গিত দিয়েছেন বিসিবি সভাপতি। নিমন্ত্রণ খেতে যাওয়া, ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের দিন সহ-অধিনায়ক তাসকিন আহমেদের দলের সঙ্গে মাঠে যেতে না পারা এবং বিশ্বকাপের ফল নিয়ে বুধবার বৈঠকে বসেন বিসিবি কর্তারা। সেই বৈঠকে কোচ এবং অধিনায়কের কাছে রিপোর্ট চাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে কথা বলার পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবেন বাংলাদেশের ক্রিকেট কর্তারা।

বিশ্বকাপ কাঁধে নিয়ে বেরোলেন হার্দিক পাণ্ডিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখে তাঁর চওড়া হাসি। কাঁধে তাঁর বিশ্বকাপ ট্রফি। চোখে কালো সানগ্লাস। এক্কেবারে হিরোর মতো মুম্বইয়ে ফিরলেন হার্দিক পাণ্ডিয়া । তিনি একা নন। ভারতের বিশ্বকাপ জয়ী টিমের সকলেই আজ, বৃহস্পতিবার দেশে ফিরেছেন। বিশ্বজয়ীদের জন্য ভারতে চলছে দফায় দফায় সেলিব্রেশন। মুম্বইতে হুডখোলা বাসে প্যারেড ভারতের। তাতে যোগ দেওয়ার জন্য যে স্টাইলে হার্দিক মুম্বই বিমানবন্দর থেকে বেরোলেন, তা যেন বলে দিচ্ছে, এই দেখো কেমন দিলাম বিদ্রুপের নীরব জবাব!

প্রবাদ আছে, কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না। অর্থাৎ পরিশ্রম না করলে ভালো ফল পাওয়া যায় না। হার্দিক জানতেন, আইপিএলের সময় যে বঞ্চনা তাঁকে সইতে হয়েছে, তার যোগ্য দেওয়ার সবচেয়ে ভালো সুযোগ বিশ্বকাপ। পরিশ্রম করেছেন। ফলও পেয়েছেন তিনি। এ বার সেই ফল ভোগ করছেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। কেউ কেউ থাকেন হার্দিকের মতোই, যাঁরা মুখে নয়, শত বঞ্চনা, সমালোচনার জবাব ২২ গজেই দেওয়া পছন্দ করেন।

বার্বাডোজে বিশ্বকাপ জিতে হার্দিক পাণ্ডিয়া কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন, 'গত ৬ মাস অনেক কিছু হয়েছে, কিছু বলিনি। বলতেও চাই না।' হার্দিকের এই কথাই যেন নীরবে জবাব দেওয়া। যাঁকে তোমরা বিদ্রুপ করেছিলে, বিশ্বকাপ জেতাতে সেই হার্দিকই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিল। টুর্নামেন্টে ১৪৪ রান, ১১ উইকেট। শুধু তাই নয়, ফাইনালে হেনরিখ ক্লাসেনের দামি উইকেট এবং শেষ ওভারে মাত্র ১৬ রানের পুঁজি নিয়ে মিলারকে আউট করে বিশ্বকাপ জেতান ভারতকে। ফলে হার্দিক যে ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের হিরো এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**